১৭শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ৮:২২-৩৪,৫৪-৬১

মন্দির উৎসর্গীকরণ উপলক্ষে সলোমনের প্রার্থনা

সলোমন ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশের সামনে প্রভুর যজ্ঞবেদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বর্গের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে বললেন, 'হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার মত পরমেশ্বর কোথাও নেই, ঊর্ধ্বে সেই স্বর্গেও নেই, নিম্নে এই মর্তেও নেই। যারা সমস্ত হৃদয় দিয়ে তোমার সামনে চলে, তোমার সেই দাসদের প্রতি তুমি তো সন্ধি ও কৃপা রক্ষা করে থাক। তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা করেছ; নিজের মুখে যা কিছু বলেছিলে, নিজের বাহুবলে তার সিদ্ধি সাধন করেছ, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে। এখন, হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যা প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, তা রক্ষা কর; তুমি তো বলেছিলে, আমার সামনে ইস্রায়েলের সিংহাসনে বসবে, তোমার এমন বংশধরের অভাব হবে না— অবশ্য, তুমি আমার সামনে যেমন চলেছ, তোমার সন্তানেরাও যদি আমার সামনে তেমনি চ'লে তাদের জীবন-পথের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখে। এখন, হে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তোমার দাস আমার পিতা দাউদের কাছে যে কথা তুমি বলেছিলে, তা পূর্ণ হোক। কিন্তু পরমেশ্বর পৃথিবীতে বাস করবেন, একথা কি সত্য? দেখ, স্বর্গ ও স্বর্গের স্বর্গ তোমাকে ধারণ করতে অক্ষম; তবে আমার দ্বারা গেঁথে তোলা এই গৃহ তার চেয়ে কতই না অক্ষম! তবু, হে প্রভু, আমার পরমেশ্বর, তুমি তোমার এই দাসের প্রার্থনা ও মিনতির দিকে ফিরে তাকাও; তোমার দাস আজ তোমার কাছে যে ডাক ও প্রার্থনা নিবেদন করছে, তা শোন। তোমার চোখ দিনরাত এই গৃহের প্রতি উন্মীলিত থাকুক—এই স্থানেরই প্রতি, যে স্থানের বিষয়ে তুমি বলেছ: আমার নাম এইখানে অধিষ্ঠান করবে! যেন এই স্থান অভিমুখে তোমার দাস যে প্রার্থনা নিবেদন করে, তা তুমি যেন শুনতে পাও। তোমার এই দাস ও তোমার জনগণ সেই ইস্রায়েল যখন এই স্থান অভিমুখে প্রার্থনা নিবেদন করবে, তখন তাদের মিনতি কান পেতে শোন— স্বর্গলোকের তোমার সেই বাসস্থান থেকে শোন: এবং শুনে ক্ষমাই কর।

কেউ তার নিজের প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে পাপ করলে যদি দিব্যি দিয়ে শপথ করতে বাধ্য হওয়ায় এই গৃহে এসে তোমার যজ্ঞবেদির সামনে সেই শপথ করে, তুমি, ওগো, তা স্বর্গলোক থেকে শোন, এবং নিষ্পত্তি করে তোমার দাসদের তুমিই বিচার কর: অপরাধীকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করে তার কর্মের ফল তার মাথায় ডেকে আন, এবং নিরপরাধীকে নিরপরাধী বলে সাব্যস্ত করে তার নিরপরাধিতা অনুযায়ী ফল দান কর।

তোমার জনগণ ইস্রায়েল তোমার বিরুদ্ধে পাপ করার ফলে যখন শত্রু দ্বারা পরাজিত হবে, তখন তারা যদি আবার তোমার দিকে ফেরে, যদি তোমার নামের স্তব করে, এবং এই গৃহে যদি তোমার কাছে প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন করে, তবে তুমি তা স্বর্গলোক থেকে শোন, তোমার জনগণ ইস্রায়েলের পাপ ক্ষমা কর, আর তাদের পিতৃপুরুষদের এই যে দেশভূমি দিয়েছ, সেই দেশভূমিতে তাদের ফিরিয়ে আন।'

প্রভুর কাছে এই সমস্ত প্রার্থনা ও মিনতি নিবেদন শেষ ক'রে সলোমন প্রভুর যজ্ঞবেদির সামনে আবার উঠে দাঁড়ালেন—তিনি তো এতক্ষণে নতজানু হয়ে ও স্বর্গের দিকে দু'হাত বাড়িয়ে ছিলেন—এবং পায়ে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ইস্রায়েলের গোটা জনসমাবেশকে এই বলে আশীর্বাদ করলেন, 'ধন্য প্রভু, যিনি তাঁর সকল প্রতিশ্রুতিমত তাঁর আপন জনগণ ইস্রায়েলকে বিশ্রাম মঞ্জুর করেছেন! তিনি তাঁর আপন দাস মোশীর মধ্য দিয়ে যে উত্তম বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, সেগুলোর একটাও নিষ্ফল হয়নি। আমাদের পরমেশ্বর প্রভু যেমন আমাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন, তেমনি আমাদেরও সঙ্গে সঙ্গে থাকুন; তিনি যেন আমাদের কখনও ত্যাগ না করেন, আমাদের ফিরিয়ে না দেন, বরং আমাদের হৃদয় তাঁর নিজের প্রতি আকর্ষণ করুন, যেন আমরা তাঁর সমস্ত পথে চলি, ও আমাদের পিতৃপুরুষদের জন্য তিনি যা কিছু জারি করেছিলেন, আমরা যেন সেই সকল আজ্ঞা, বিধি

ও নিয়মনীতি পালন করি। এই যে সকল কথার মধ্য দিয়ে আমি প্রভুর কাছে মিনতি নিবেদন করলাম, আমার এই সকল কথা দিনরাত আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত থাকুক, প্রত্যেক দিনের প্রয়োজন অনুসারে তিনি যেন তাঁর আপন দাসের ও আপন জনগণ ইস্রায়েলের পক্ষসমর্থন করেন; যেন পৃথিবীর সকল জাতি জানতে পারে যে, প্রভুই পরমেশ্বর, অন্য কেউ নেই। তোমাদের হৃদয় আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি একাগ্র থাকুক, যেন তাঁর বিধিপথে চলতে পারে এবং তাঁর আজ্ঞা পালন করতে পারে, যেমনটি আজ দেখা যাচ্ছে।'

শ্লোক ইসা ৫৬:৭; ১ রাজা ৮:২৯

প্র আমি তাদের চালনা করব আমার পবিত্র পর্বতের উপর; তাদের আনন্দিত করব;
উ কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।
প্র তোমার চোখ দিনরাত এই গৃহের প্রতি উন্মীলিত থাকুক—এই স্থানেরই প্রতি, যে স্থানের বিষয়ে তুমি বলেছ: আমার নাম এইখানে অধিষ্ঠান করবে!
উ কেননা আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **প্রভুর আত্মপ্রকাশ, উপদেশ ৭**

যে প্রজ্ঞা দ্বারা ঈশ্বরকে জানা হয়, সেই প্রজ্ঞা মূল্যবান

প্রজ্ঞা মূল্যবান: তা দ্বারা মানুষ ঈশ্বরকে জানে ও সংসারকে ঘৃণা করে। যে তার সন্ধান পায়, সে তাকে রক্ষা করতে পারলে সুখী হবে। তাকে পাবার জন্য কী দেওয়া যেতে পারে? সমস্ত হৃদয় দিয়ে বাধ্যতা আঁকড়ে ধর, তবেই দানস্বরূপ প্রজ্ঞা পাবে। কেননা লেখা রয়েছে, *যদি প্রজ্ঞা ইচ্ছা কর, তবে আজ্ঞাগুলি পালন কর: প্রভু তোমাকে প্রজ্ঞা মঞ্জুর করবেন।* প্রজ্ঞাবান হতে ইচ্ছা করলে বাধ্য হও। স্ব-ইচ্ছা, তেমন কথাকে বাধ্যতা চেনে না, বরং আদেশ পালনে পরের ইচ্ছা মেনে নেয়। তাই সমস্ত হৃদয়ের অনুরাগ ও সমস্ত দেহের প্রচেষ্টা দিয়ে বাধ্যতা আঁকড়ে ধর: আবার বলছি, বাধ্যতা যে মঙ্গল, তা আঁকড়ে ধর, তবেই তা দ্বারা প্রজ্ঞার আলোতে পৌঁছবে। কেননা একথা লেখা আছে, *তাঁর কাছে এগিয়ে এসো, উদ্ভাসিত হবে।* বাধ্যতার মধ্য দিয়েই এগিয়ে এসো, কারণ তার চেয়ে সরল ও নিশ্চিত উপায় নেই; তবেই প্রজ্ঞা দ্বারা উদ্ভাসিত হবে।

ঈশ্বরকে যে জানে না, সে কোথায় যাচ্ছে তা জানে না, কিন্তু অন্ধকারে চলে ও পথে হোঁচট খায়। সংসার অনুসারে প্রজ্ঞাবান নয়, বরং সংসারে থেকেও সংসারের লোক না হবার জন্য সংসারের বিরোধী, এমন সমস্ত মানুষের পক্ষে প্রজ্ঞাই সেই প্রকৃত আলো, যা তাদের আলোকিত করে। তেমন মানুষই সেই নব মানুষ, যে পুরাতন মানুষের বিকৃত ও জঘন্য জীবনাবস্থা ছেড়ে জীবনের নবীনতায় চলতে চেষ্টা করে—তেমন মানুষ এবিষয়ে সচেতন যে, যারা মাংস অনুসারে নয়, আত্মা অনুসারেই চলে, তাদের জন্য কোন দণ্ড নেই।

যদিও সময় সময় তোমার মনে হয়, বাহ্যিক কোলাহল প্রশমিত হয়েছে, তবু যতদিন তোমার নিজের ইচ্ছার অনুসরণ করতে চাইবে, ততদিন আন্তরিক কোলাহল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারবে না। তোমার জৈব আসক্তি যতদিন না মনপরিবর্তন করে তুমি যেন ঈশ্বরকে আস্বাদ করতে পার, ততদিন ধরে তোমার অন্তরে তোমার স্ব-ইচ্ছার কোলাহল ক্ষান্ত হবে না। এজন্যই লেখা আছে, প্রজ্ঞার আলো দ্বারাই দুর্জনেরা কোলাহল থেকে দূরে যায়, কারণ ঈশ্বর যে কত মঙ্গলময় তা আস্বাদন করা মাত্রই তারা আর দুর্জন হতে ক্ষান্ত হয়ে সৃষ্টিকে আর নয় স্রষ্টাকেই কেবল আরাধনা করে। এমনকি, স্ব-ইচ্ছা ত্যাগ করা মাত্র তারা শান্তিতেই নিজেদের আন্তরিক কোলাহলের সমাপ্তির অভিজ্ঞতা করে। সুতরাং বাহ্যিক আসক্তির কোলাহল ও চিন্তা-ভাবনার চিৎকার ত্যাগ কর, শান্তিই তোমার হৃদয় দখল করুক, হৃদয়ে ঈশ্বরই বাস করতে শুরু করুন, কেননা *শান্তিতেই তাঁর তাঁবু।* যেখানে ঈশ্বর, সেখানে আনন্দ; যেখানে ঈশ্বর, সেখানে শান্তি; যেখানে ঈশ্বর, সেখানে পরম সুখ।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৯:১৩,১৭,১৮; ১ করি ২:১৪

প্র কেইবা প্রভুর ইচ্ছা কল্পনা করতে পারে? কেইবা তোমার অভিপ্রায় জানতে পেরেছে, যদি তুমি তাকে প্রজ্ঞা না দিয়ে থাক?
উ তোমার যা যা গ্রহণীয়, তাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হল।

℟ প্রাকৃতিক মানুষ ঈশ্বরের আত্মার বিষয়গুলি সাদরে গ্রহণ করে নেয় না।
℣ তোমার যা যা গ্রহণীয়, তাতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা হল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ২৮:১-২৮

প্রজ্ঞা কেবল ঈশ্বরের কাছে বিরাজিত

যোব বললেন:

অবশ্য, রুপোর খনি আছে,
সোনারও নিখাদ হওয়ার স্থান আছে;
লোহা মাটি থেকে বের করা হয়,
পাথর গলিয়ে দিলে পিতল পাওয়া যায়।
মানুষ অন্ধকারের একটা সীমা রাখে,
অন্ধকারময় ঘন তমসার মধ্যে
সে চরম প্রান্ত পর্যন্তই কালো পাথর খনন করে।
মানুষ যেখানে পা বাড়াতেও ভুলে গেছে,
সেইখানে, লোকালয় থেকে দূরান্ত স্থানে তারা গর্ত খোঁড়ে,
লোকদের কাছ থেকে দূরেই ঝুলে তারা দুলতে থাকে।
যে মাটি থেকে শস্যের উৎপত্তি হয়,
নিচের সেই মাটি হল সর্বনাশা আগুনের স্থান।
সেই মাটির পাথর হল নীলকান্তমণির জন্মস্থান,
সেই মাটির ধুলায় রয়েছে সোনা।
তেমন পথ চিলের অজানা,
শকুনের চোখেরও অগোচর।
হিংস্র কোন পশু সেই পথ পায়ে মাড়ায় না,
কোন সিংহও সেখানে কখনও হেঁটে বেড়ায়নি।
মানুষ শৈলে আঘাত হানে,
পাহাড়পর্বতকে সমূলে উল্টিয়ে ফেলে,
শৈলের মধ্যে স্থানে স্থানে খাল কাটে,
বহুমূল্য সবকিছুর উপরে চোখ নিবদ্ধ রাখে,
নদনদীর উৎসের আবিষ্কারে ঘুরে বেড়ায়,
গুপ্ত যা কিছু আছে, সে তা আলোয় আনে।
কিন্তু প্রজ্ঞা কোথা থেকে বের করা হয়?
কোথায়ই বা সদ্বিবেচনার স্থান?
মানুষ তো সেদিকের পথ জানেই না,
জীবিতদের দেশে তা পাওয়া যায় না।
অতল গহ্বর স্পষ্টই বলে, তা আমাতে নেই;
সমুদ্রও স্পষ্ট বলে, আমার কাছেও তা নেই।
সবচেয়ে খাঁটি সোনার বিনিময়েও তা পাওয়া যায় না,
কোন রুপোর তাল মেপেও তা কেনা যায় না।
ওফিরের সোনার সঙ্গেও তার মূল্য তুলনা করা হয় না,
বহুমূল্য সেই গোমেদক ও নীলকান্তমণির সঙ্গেও নয়।

সোনা ও স্বচ্ছ কাচ তার সমতুল্য হয় না,
খাঁটি সোনার পাত্রের সঙ্গেও তার বিনিময় হয় না।
প্রবাল ও স্ফটিকের নামও উল্লেখ করা বৃথা,
সমুদ্রের যত মুক্তার চেয়ে প্রজ্ঞারই আবিষ্কার করা শ্রেয়।
ইথিওপিয়ার পোখরাজের সঙ্গেও তার তুলনা করা চলে না,
সোনা খাঁটি হলেও মূল্যহীন।
কিন্তু প্রজ্ঞা কোথা থেকে আসে?
কোথায়ই বা সদ্বিবেচনার স্থান?
সকল প্রাণীর চোখের কাছ থেকে তা গুপ্ত,
আকাশের পাখিদের কাছ থেকেও তা লুক্কায়িত।
বিনাশ ও মৃত্যু মিলে বলে,
'আমরা নিজেদের কানেই তার খ্যাতির কথা শুনেছি।'
কেবল ঈশ্বরের কাছেই তার পথ জানা,
কেবল তিনিই জানেন, তা কোথায় পাওয়া যায়;
কারণ তিনি পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন,
গগনতলের নিচে যা কিছু আছে, তিনি তা সবই দেখতে পান।
তিনি যখন বাতাসের ওজন নির্ধারণ করলেন,
যখন জলরাশিকে একটা সীমানার মধ্যে সঙ্কুচিত রাখলেন,
তিনি যখন বৃষ্টির নিয়ম নির্ধারণ করলেন,
যখন বিদ্যুৎ-ঝলক ও বজ্রনাদের পথ স্থির করলেন,
তখন তিনি প্রজ্ঞা দেখলেন, তার মূল্যায়ন করলেন,
তা ধারণ করলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপেই তা তলিয়ে দেখলেন;
পরে মানুষকে বললেন, 'দেখ, প্রভুকে ভয় করা, এই তো প্রজ্ঞা,
অধর্ম থেকে সরে যাওয়া, এই তো সদ্বিবেচনা।'

শ্লোক ১ করি ২:৭; ১:৩০

প্র আমরা এমন ঐশ্বরিক ও রহস্যময় প্রজ্ঞারই কথা বলছি যা গুপ্ত ছিল,
উ যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন।
প্র তোমাদের সেই খ্রীষ্টযীশুতে একটা অস্তিত্ব আছে, যিনি আমাদের জন্য হয়ে উঠেছেন ঈশ্বর থেকে আগত সেই প্রজ্ঞা,
উ যা ঈশ্বর আমাদের গৌরবের জন্য অনাদিকাল থেকেই নিরূপণ করেছিলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'স্বীকারোক্তি' **১ম পুস্তক ১–২:২,৫:১**

যতদিন তোমাতে বিশ্রাম না পায়
ততদিন আমাদের হৃদয় অস্থির

প্রভু মহান, মহাপ্রশংসনীয়; তাঁর মহত্ত্ব পরিমাপের অতীত, তাঁর প্রজ্ঞা সীমার অতীত। অথচ তোমার সৃষ্টির সামান্য অংশমাত্র যে মানুষ, সে তোমার প্রশংসা করতে চায়। মানুষ নিজ মরণশীলতা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, নিজ পাপের সাক্ষ্য নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, এই সাক্ষ্য নিয়েও ঘুরে বেড়ায় যে, তুমি গর্বিতদের প্রতিরোধ কর, এসব কিছু সত্ত্বেও মানুষ তোমার প্রশংসা করতে চায়—যদিও সে তোমার সৃষ্টির সামান্য অংশমাত্র। তুমিই তো তাকে উদ্দীপনা দান কর সে যেন তোমার প্রশংসাগানে তৃপ্তি পায়, কেননা তোমার উদ্দেশ্যেই তুমি আমাদের গড়েছ, আর যতদিন তোমাতে বিশ্রাম না পায়, ততদিন আমাদের হৃদয় অস্থির।

প্রভু, আমাকে জানতে ও উপলব্ধি করতে দাও—আমি কি আগে তোমাকে ডাকব, না তোমার প্রশংসা করব?

আগে তোমাকে জানব, না তোমাকে ডাকব? কিন্তু তোমাকে না জেনে কেইবা তোমাকে ডাকে? কেননা না জেনে মানুষ একজনকে ডেকে অন্যকেই ডাকতে পারে। তবু মানুষ যেন তোমাকে জানে, সেজন্য কি—হয় তো—আগে তোমাকে ডাকবে না? *কিন্তু যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখেনি, তারা কেমন করে তাঁকে ডাকবে?*

প্রভুর অন্বেষী সকল তাঁর প্রশংসা করবে। কেননা অন্বেষণ করেই তারা তাঁর সন্ধান পাবে, ও তাঁর সন্ধান পেয়েই তাঁর প্রশংসা করবে। প্রভু, তোমায় ডেকেই তোমার অন্বেষণ করব; ও তোমাতে বিশ্বাস রেখেই তোমাকে ডাকব: কেননা তোমার কথা আমাদের কাছে প্রচারিত হল। প্রভু, যে বিশ্বাস তুমি আমাকে দিয়েছ, তোমার পুত্রের মানবতা দ্বারা, তোমার প্রচারকের সেবাকর্ম দ্বারা তুমি যে বিশ্বাস আমার অন্তরে জাগিয়েছ, আমার সেই বিশ্বাস তোমাকে ডাকছে।

আর কেমন করে আমি আমার ঈশ্বরকে, আমার ঈশ্বর ও প্রভুকে ডাকব? তাঁকে যখন ডাকব, তখন আমার নিজের মধ্যেই তাঁকে ডাকব। আর আমার অন্তরে এমন কোন্ স্থান আছে, যাতে আমার ঈশ্বর আমার অন্তরে আসতে পারেন? যিনি আকাশ ও পৃথিবী গড়লেন, কোন্ স্থানে সেই ঈশ্বর আমার মধ্যে আসবেন? তবে কি আমার মধ্যে এমন স্থান আছে, হে প্রভু ঈশ্বর আমার, যে স্থান তোমাকে ধারণ করতে সক্ষম? যা তুমি গড়লে ও যার মধ্যে আমাকে গড়লে, হয় তো বা কি সেই আকাশ ও পৃথিবী তোমাকে ধারণ করতে সক্ষম? নাকি যা কিছু আছে, তোমাকে ছাড়া যখন তার অস্তিত্বও থাকত না, তখন কি এমনটি হতে পারে যে, যা কিছু আছে, তা তোমাকে ধারণ করতে পারে?

তবে আমি যখন আছি, তখন কেনই বা যাচনা করি তুমি যেন আমার মধ্যে আস—আমার এই অস্তিত্বও থাকত না তুমি যদি না আমার মধ্যে থাকতে? আমি তো পাতালে এখনও যাইনি, তবু তুমি সেখানেও আছ, যেমনটি লেখা আছে, *যদিও আমি পাতালে নেমে যাই, সেখানে তুমি আছ।* তাই ঈশ্বর আমার, তুমি আমার মধ্যে না থাকলে আমার অস্তিত্ব থাকত না, কোন মতেই থাকত না। নাকি, আমার অস্তিত্ব কি থাকতে পারত যদি-না আমি সেই তোমারই মধ্যে থাকতাম, *যাঁর কাছ থেকে, যাঁর দ্বারা, যাঁর মধ্যে সমস্ত কিছু আছে?* ঠিক তাই, প্রভু; ঠিক তাই। আমি যখন তোমার মধ্যেই আছি, তখন কোথায় বা তোমাকে ডাকব? আর কোথা থেকেই বা তুমি আমার মধ্যে আসবে? আকাশ ও পৃথিবীর বাইরে কোন্ স্থানেই বা যেতে পারব যে স্থান থেকে আমার সেই ঈশ্বর আমার কাছে আসবেন যিনি বলেছেন, *আকাশ ও পৃথিবী আমাতেই পরিপূর্ণ?*

কে আমাকে তোমাতে বিশ্রাম পেতে দেবে? কে আমাকে এমনটি দেবে তুমি যেন আমার হৃদয়ে এসে তা প্রমত্ত কর, আমি যেন আমার সমস্ত অমঙ্গল ভুলে যাই ও আমার একমাত্র মঙ্গল সেই তোমাকেই আলিঙ্গন করি? আমার কাছে তুমি কী? দয়া দেখাও, আমি যেন কথা বলতে পারি। তোমার কাছে আমি কী যে, তুমি তোমাকে ভালবাসতে আমাকে আদেশ দিচ্ছ, আর আমি তোমাকে ভাল না বাসলে তুমি আমার উপর ক্রুদ্ধ হও ও অশেষ দুর্দশার হুমকি দাও? তেমন দুর্দশা কি সত্যি সামান্য, আমি যদি তোমাকে ভাল না বাসি?

হায় হায়, প্রভু ঈশ্বর আমার, তোমার কৃপার খাতিরে আমাকে বল, আমার কাছে তুমি কী। *আমার প্রাণকে বল: আমিই তোমার পরিত্রাণ।* এমনভাবেই বল আমি যেন শুনতে পাই। দেখ, আমার হৃদয়ের কান তোমার সামনেই, প্রভু। খুলে দাও আমার কান, আর *আমার প্রাণকে বল, আমিই তোমার পরিত্রাণ।* এ কণ্ঠের পিছনে দৌড় দিয়ে আমি তোমাকে আঁকড়ে ধরব। আমা থেকে লুকিয়ে রেখো না গো তোমার শ্রীমুখ: পাছে মরি, ওগো, আমি বরং তোমার শ্রীমুখের দর্শন পাবার জন্যই যেন মরি।

শ্লোক সাম ৭৩:২৫-২৬; ৩৫:৩

প্র স্বর্গে আমার জন্য আর কেইবা থাকতে পারে? তোমার সঙ্গে থেকে এ মর্তে আমার আর কোন বাসনা নেই।
আমার দেহ, আমার হৃদয় নিঃশেষিতও হতে পারে,
উ পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।
প্র আমার প্রাণকে বল, 'আমিই তোমার পরিত্রাণ।'
উ পরমেশ্বরই কিন্তু আমার হৃদয়ের শৈল, আমার স্বত্বাংশ চিরকাল।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ১০:১-১৩

শেবার রানীর সামনে সলোমনের গৌরব প্রকাশিত

শেবার রানী সলোমনের খ্যাতি শুনতে পেয়ে নানা কঠিন প্রশ্ন নিয়ে তাঁকে পরীক্ষা করতে এলেন। তিনি যেরুসালেমে এলেন, সঙ্গে নিয়ে এলেন বিপুল ঐশ্বর্য, আবার উটের পিঠে বোঝাই করা গন্ধদ্রব্য, রাশি রাশি সোনা ও বহুমূল্য মণিমুক্তা। সলোমনের সামনে এসে উপস্থিত হয়ে তিনি, তাঁর মনে যত প্রশ্ন ছিল, সেপ্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করলেন। সলোমন তাঁর সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিলেন; রাজার পক্ষে কোন প্রশ্নই তেমন দূরূহ হল না যে, তিনি তার উত্তর দিলেন না। শেবার রানী যখন সলোমনের সমস্ত প্রজ্ঞা, তাঁর গাঁথা প্রাসাদ, তাঁর টেবিলে পরিবেশিত নানা খাদ্য, তাঁর কর্মচারীদের বসার ব্যবস্থা, তাঁর লোকজনের পরিচর্যা, তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, পাত্রবাহকদের ব্যবহার, এবং প্রভুর গৃহে তাঁর দেওয়া আহুতি লক্ষ করলেন, তখন বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। তিনি রাজাকে বললেন, 'তবে আমার দেশে আপনার বিষয়ে ও আপনার প্রজ্ঞা বিষয়ে যা কিছু শুনেছিলাম, তা সত্যকথা! আমি এখানে এসে নিজের চোখেই না দেখা পর্যন্ত এসব কথা বিশ্বাস করতে পারছিলাম না; আর এখন দেখা যাচ্ছে, তার অর্ধেকও আমাকে বলা হয়নি! আপনার প্রজ্ঞা ও সমৃদ্ধি ক্ষেত্রেও আমাকে যা বলা হয়েছিল, তার চেয়ে আপনার অনেক বেশি আছে। আপনার পত্নীসকলের, আহা, কেমন সুখ! আপনার এই কর্মচারীদের কেমন সুখ! তারা যে আপনার সাক্ষাতে নিত্যই থাকতে পারে ও আপনার প্রজ্ঞার যত উক্তি শুনতে পারে। ধন্য আপনার পরমেশ্বর প্রভু, যিনি আপনার প্রতি এমন প্রীত হলেন যে, আপনাকে ইস্রায়েলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছেন। ইস্রায়েলের প্রতি তাঁর চিরকালীন কৃপায় প্রভু আপনাকে রাজা করেছেন, যেন আপনি ন্যায় ও ধর্মময়তা অনুশীলন করেন।' তিনি রাজাকে একশ' কুড়িটা সোনার বাট, রাশি রাশি গন্ধদ্রব্য ও বহুমূল্য মণিমুক্তা উপহার দিলেন। শেবার রানী সলোমন রাজাকে যত গন্ধদ্রব্য দিলেন, তত গন্ধদ্রব্য দেশে কখনও আসেনি।

তাছাড়া, হিরামের যে সকল জাহাজ ওফির থেকে সোনা নিয়ে আসত, সেই সকল জাহাজ ওফির থেকে বহু পরিমাণ চন্দনকাঠ ও বহুমূল্য মণিমুক্তাও আনল। সেই চন্দনকাঠ দিয়ে রাজা প্রভুর গৃহের জন্য ও রাজপ্রাসাদের জন্য কড়া, এবং গায়কদলের জন্য বীণা ও সেতার তৈরি করালেন। তত পরিমাণ চন্দনকাঠ আজ পর্যন্ত আর আসেনি, দেখাও যায়নি। সলোমন রাজা শেবার রানীর বাসনা অনুসারে তাঁর আকাঙ্ক্ষিত যত কিছু দান করলেন; তাছাড়া সলোমন রাজা নিজ রাজকীয় দানশীলতা অনুসারে তাঁকে আরও উপহার দিলেন। পরে রানী ও তাঁর লোকজন নিজেদের দেশে ফিরে গেলেন।

শ্লোক লুক ১১:৩১; ১ রাজা ১০:৪,৫

প্র দক্ষিণ দেশের সেই রানী বিচারে এই প্রজন্মের মানুষদের বিপক্ষে উঠে এদের দোষী সাব্যস্ত করবেন, কেননা সলোমনের প্রজ্ঞার উক্তি শুনবার জন্য তিনি পৃথিবীর প্রান্ত থেকে এসেছিলেন।

উ আর দেখ, সলোমনের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে।

প্র শেবার রানী যখন সলোমনের সমস্ত প্রজ্ঞা লক্ষ করলেন, তখন বিস্ময়ে চমকে উঠলেন।

উ আর দেখ, সলোমনের চেয়ে মহত্তর কিছু এখানে রয়েছে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর দ্য ব্লুয়ার উপদেশাবলি **প্রভুর আগমন, উপদেশ ৫৩**

খ্রীষ্টই প্রজ্ঞা

অনেকে প্রজ্ঞার অন্বেষণ করল, কিন্তু তার সন্ধান পায়নি; অনেকে তার সন্ধান পেল, কিন্তু তা রক্ষা করেনি। *সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞাকেই করে নিজের আবাস।* সলোমন প্রজ্ঞার সন্ধান পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রজ্ঞাকে করেননি তাঁর নিজের আবাস, কারণ বিধর্মী স্ত্রীলোকদের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে নির্বোধ হলেন। সেই তো সর্বোত্তম প্রজ্ঞা, যেটাকে এসংসার মূর্খতা বলে মনে করে, অর্থাৎ খ্রীষ্টের প্রজ্ঞা, এমনকি সেই প্রজ্ঞা যা সেই স্বয়ং খ্রীষ্ট যিনি,

প্রেরিতদূতের বাণী অনুসারে, ঈশ্বর দ্বারা কেবল প্রজ্ঞা নয়, *ধর্মময়তা, পবিত্রতা* ও মুক্তিও হলেন। প্রজ্ঞার এশিক্ষায় দীক্ষিত হয়ে পল এজন্যই বললেন, *আমি মনে স্থির করেছিলাম, তোমাদের মধ্যে আমি যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া, ক্রুশবিদ্ধই যীশুখ্রীষ্টকে ছাড়া আর অন্য কিছু চিনব না।*

তেমন প্রজ্ঞার অনুসন্ধান ও রক্ষা করা মঙ্গল—সেই যে প্রজ্ঞা পবিত্রতা ও মুক্তি! যেহেতু অন্য সমস্ত প্রজ্ঞা হল গর্ব ও সর্বনাশ, সেজন্য তুমি এ শিক্ষার শিষ্য না হয়ে পার না, তথা: *তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজের সবকিছু ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।* আরও, *কেউ যদি নিজের পিতামাতাকে, এমনকি নিজের প্রাণকেই ঘৃণা না করে, তবে সে আমার শিষ্য হতে পারে না।* হে দয়াল যীশু, কেন আমাদের প্রতি এভাবে ব্যবহার করলে? মোশী আমাদের মাথায় এমন বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলেন যা আমরা ও আমাদের পিতৃপুরুষেরাও বহন করতে পারিনি। প্রত্যাশা রাখছিলাম, এসে তুমি আমাদের বোঝা লঘুভার করবে, অথচ তুমি এখন আমাদের উপর তোমার হাত আরও ভারী করলে। মোশীর হাত কি যথেষ্ট ভারী ছিল না? তুমি কি কশা দিয়ে আমাদের হত্যা করতে এসেছ? এমন সূত্রের সন্ধান করছ কি, যাতে আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হতে পার, যাতে আমাদের বিনাশ করতে পার? হে যীশু, তুমি কি ত্রাণকর্তা না বিনাশকর্তা? পিতা, মাতা ও আমার নিজের প্রাণকে ঘৃণা করা ও শত্রুকে ভালবাসা—আমার পক্ষে যা সম্ভব নয়, তুমি তেমন আদেশ দিচ্ছ কেন? *এ কথা কঠিন! তা কে শুনতে পারে?* আমার ইচ্ছে হয়, আমি অন্য শিক্ষা গ্রহণ করব, অন্য গুরু বেছে নেব; কিন্তু সেই পিতরের কথা শুনছি যিনি নিজের ও অন্যদের পক্ষ থেকে উত্তর দিয়ে বলছেন, *প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে!* তোমার আদেশ ভারী ও তোমার বাণী কঠিন মনে হলেও তবু আমি জানি যে, কতই *না মহান তোমার সেই মঙ্গলময়তা, প্রভু, যা তাদের জন্য তুমি সঞ্চিত রাখ যারা ভয় করে তোমায়।*

তাই আমি সেই তোমাতে ভরসা রাখব, যাঁর প্রজ্ঞা ভ্রান্তিকর হতে পারে না, যাঁর পরাক্রম পরাভূত হতে পারে না, যাঁর মঙ্গলময়তা শ্রান্ত হতে পারে না, যাঁর ভালবাসা নিঃশেষ হতে পারে না। যদিও তুমি আমাকে কশাঘাত কর, যদিও আমাতে আগুন দাও, যদিও আমাকে চূর্ণবিচূর্ণ কর, যদিও আমাকে হত্যা কর, তবু আমি তোমাতে ভরসা রাখব, প্রভু: তুমি আমাকে কেবল সহায়তা কর, তোমার ইচ্ছা পালন করতে শেখাও; তোমার মঙ্গলময়তার কেবল একটা চিহ্ন দেখাও, প্রভু, আমি যেন তোমার সন্ধান করি, তোমাতে ভরসা রাখি। কেননা যারা তোমাতে ভরসা রাখে, তাদের প্রতি, তোমার অন্বেষী সেই আত্মারই প্রতি তুমি মঙ্গলময়। আমি জানি, যারা তোমার সেবা করে, তারা অত্যাচারিত নয়, বরং সম্মানিত, কারণ *হে ঈশ্বর, তোমার ঘনিষ্ঠজন সকল অধিক সম্মানিত।* আমি জানি, দাসত্বের সমস্ত জোয়াল তোমার মাধুর্য স্মরণে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে।

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৫:৩; যোহন ১৭:৩

প্র তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,
উ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।
প্র এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।
উ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ২৯:১-১০; ৩০:১,৯-২৩

নিজের দুরবস্থার বিষয়ে যোবের বিলাপ

যোব তাঁর গম্ভীর কথা বলে চললেন; তিনি বললেন:

আহা! যদি আমি সেইমত আবার হতে পারতাম,
আগেকার মাসগুলিতে যেমন ছিলাম!
সেই দিনগুলিতেই, যখন ঈশ্বর আমাকে রক্ষা করতেন!

হ্যাঁ, সেসময়ে আমার মাথার উপরে তাঁর প্রদীপ জ্বলতে থাকত,
তাঁর আলোতে আমি অন্ধকারেও চলতে পারতাম।
আমি যদি সেই শস্যকাটার সময় আবার দেখতে পেতাম,
যখন ঈশ্বরের অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব আমার তাঁবুর উপর বিরাজ করত!
সর্বশক্তিমান তখনও আমার সঙ্গে ছিলেন,
আমার সন্তানেরাও আমার চারপাশে ছিল!
সেসময়ে আমি দুধেই পা ধুয়ে নিতাম,
শৈল থেকে তেল নদীর মতই বয়ে যেত।
সেসময়ে আমি নগরদ্বারের দিকে বেরিয়ে যেতাম,
সেই খোলা জায়গায় আমার আসন পেতে দিতাম;
আমাকে দেখে যুবকেরা পাশে সরে যেত,
প্রবীণেরা পায়ে উঠে দাঁড়াতেন;
গণ্যমান্য ব্যক্তিরাও কথা বলা বন্ধ করতেন,
নিজ নিজ মুখে হাত দিয়ে থাকতেন।
সমাজনেতারা নীরব হয়ে পড়তেন,
তাঁদের জিহ্বা তালুতে লেগে থাকত।
এখন কিন্তু যারা আমার চেয়ে অল্পবয়সী,
তারা আমাকে নিয়ে উপহাস করে;
অথচ অবজ্ঞায় আমি তাদের পিতাদের
আমার মেষপালের কুকুরদের সঙ্গেও রাখতাম না!
অথচ আমি এখন তাদের গানের বিষয় হয়েছি,
হ্যাঁ, তাদের রূপকথার বিষয় হয়েছি!
বিতৃষ্ণা-ভরে তারা আমা থেকে দূরে থাকে,
আমার মুখে থুথু ফেলতেও ক্ষান্ত হয় না।
তিনি আমার ছিলা খুলে আমাকে নত করেছেন,
তাই তারা আমার সামনে বল্গা ছেড়ে দিয়েছে।
সাপের ওই বাচ্চারা আমার ডানে রুখে দাঁড়ায়,
চলার পথে আমাকে ঠেলা দেয়,
আমার বিনাশের জন্য ষড়যন্ত্র খাটাতে ব্যস্ত থাকে।
তারা আমার পথ ধ্বংস করেছে,
আমার সর্বনাশের জন্য মতলব আঁটে,
তাদের রোধ করবে এমন কেউ নেই!
যেন প্রাচীরের বিরাট ছিদ্রের মধ্য দিয়েই তারা এগিয়ে আসে,
আর আমি তেমন ধ্বংসস্তূপের নিচে টলে যাই।
যত বিভীষিকা সবদিক দিয়ে আমার সম্মুখীন,
আমার দৃঢ় আস্থা বাতাসের মত উবে গেল,
আমার ত্রাণের আশা মেঘের মত কেটে গেল।
এখন আমার প্রাণ আমার মধ্যে ক্ষয় হচ্ছে,
দুঃখের দিনগুলো আমাকে আঁকড়ে ধরছে।
রাত্রিকালে আমার হাড় ব্যথায় বিদ্ধ হয়,
আমার জ্বালা আমায় দংশন করে, কখনও নিদ্রা যায় না।

তাঁর প্রবল শক্তির আঘাতে আমার পোশাক জীর্ণ হয়,
তিনি আমার জামার কলার ধরে আমার গলা এঁটে ধরেন।
তিনি আমাকে কাদার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন,
এখন আমি ধুলা ও ছাইমাত্র।
আমি তোমার কাছে চিৎকার করি, কিন্তু তুমি সাড়া দাও না;
আমি তোমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু তুমি লক্ষও কর না।
আমার প্রতি তুমি নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছ,
তোমার শক্ত হাতে আমাকে পীড়ন করছ;
তুমি আমাকে তুলে ঝড়ো বাতাসের পিঠে চড়াচ্ছ,
ঝড়ঝঞ্ঝায় আমায় বিক্ষিপ্ত করছ।
আমি তো জানি, তুমি আমাকে মৃত্যুর দিকেই নিয়ে যাচ্ছ,
সমস্ত জীবিতের মিলন-স্থানেই নিয়ে যাচ্ছ।

শ্লোক যোব ৩০:১৭,১৯; ৭:১৬

প্র রাত্রিকালে আমার হাড় ব্যথায় বিদ্ধ হয়; আমার জ্বালা আমায় দংশন করে, কখনও নিদ্রা যায় না। তিনি আমাকে কাদার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন:
উ এখন আমি ধুলা ও ছাইমাত্র।
প্র আমাকে ছাড়, প্রভু; আমার আয়ু যে শ্বাসমাত্র।
উ এখন আমি ধুলা ও ছাইমাত্র।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু দরোথেওসের আধ্যাত্মিক উপদেশাবলি **উপদেশ ৭**

সমস্ত অস্থিরতার কারণ এ হল যে,
কেউই নিজেকে দোষী করে না

এসো, ভ্রাতৃগণ, অনুসন্ধান করি, কেনই বা একটা ব্যক্তি বিরক্তিকর একটা কথা শুনে প্রায়ই মনঃক্ষুণ্ন হয়ে সেই কথা না শোনার ভান করে এগিয়ে যায়; কিন্তু সময় সময় সেই কথা শোনামাত্রই অস্থির ও দুঃখিত হয়? জিজ্ঞাসা করি, তেমন বৈচিত্রময় ব্যবহারের কারণ কী? তেমন ব্যাপারের একটামাত্র, না বিবিধ যুক্তি আছে? আমি তো সচেতন আছি যে, নানা কারণ ও যুক্তি রয়েছে, কিন্তু সর্বপ্রথমে একটাই রয়েছে যা বাকিগুলোকে জন্মায়—যেভাবে একজন বলেছিলেন, তেমন কিছু সেই বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে যে অবস্থায় কোন ব্যক্তি সময় সময় রয়েছে। প্রার্থনায় বা ধ্যানে রত হলে মানুষ সহজেই বিরক্তিকর ভাইকে সহ্য করে ও অবিচল হয়ে থাকে। অন্য সময় এর কারণ হল এ যে, কোন ব্যক্তি একটি ভাইকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখে; তেমন স্নেহের খাতিরে সেই ব্যক্তি ভাইয়ের সমস্ত কিছু অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গেই সহ্য করে।

অন্য সময় কিন্তু এর কারণ অবজ্ঞা থেকেও আগত হতে পারে, যখন কোন ব্যক্তি তাকে যে বিরক্ত করতে চাচ্ছিল, তাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণা করে, এমনকি তাকে সকলের চেয়ে নিম্ন মনে ক'রে আর কোন মমতা না দেখিয়ে তার দিকে আর তাকায় না, তাকে আর কোন উত্তরও দেয় না, ও কারও সঙ্গে কথা বলার সময়ে তার অপমান ও কটুবাক্যও উল্লেখ করে না।

যেমনটি বলেছি, এসব কিছুই সেই কারণ হতে পারে যার জন্য এক ব্যক্তি অস্থির হয় না, দুঃখও ভোগ করে না, ও কেউ তাকে কিছু বললেও ব্যাপারটা সে অবজ্ঞা ও তুচ্ছ করে। আবার কিন্তু এমনটি হতে পারে যে, কোন ব্যক্তি অমঙ্গলকর অবস্থায় থাকলে কিংবা ভাইকে ঘৃণা করলে ভাইয়ের কথায় অস্থির হয় ও দুঃখ করে। তথাপি এ প্রসঙ্গে আর কতগুলো কারণ থাকতে পারে, যেগুলো অন্যভাবে উপস্থাপিত হতে পারে। কিন্তু তবুও যত্ন সহকারে অনুসন্ধান করলে অনুমান করা যায়, সমস্ত অস্থিরতার কারণ এ যে, কেউই নিজেকে দোষী করে না।

এ থেকেই সমস্ত বিরক্তি ও দুঃখের উৎপত্তি হয়, এ থেকেই এমনটি ঘটে যে, আমরা সময় সময় শান্তি পাই না।

আর এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, কারণ পুণ্যবান ব্যক্তিদের কাছ থেকে আমরা শিখেছি যে, শান্তি পাবার জন্য আমাদের পক্ষে এ পথ ছাড়া অন্য পথ দেওয়া হয় না। ব্যাপারটা যে ঠিক তাই, তা আমরা বহুবার দেখেছি; অথচ সবকিছুতে অসহিষ্ণু হয়েও ও নিজেদের দোষী করতে কখনও সম্মত না হয়েও আমরা অলস হয়ে ও বিরক্তিকর সমস্ত কিছু এড়াবার চেষ্টা ক'রে আশা ও বিশ্বাস করি যে, আমরা সঠিক পথে চলছি।

ব্যাপার এভাবেই দাঁড়ায়। মানুষ কতগুলো গুণের অধিকারী হোক না কেন, আর সেই গুণ যতই অগণিত ও সীমাহীন হোক না কেন, কিন্তু তবু এ পথ ছাড়লে সে আর কখনও শান্তি পাবে না, বরং সবসময় অস্থির হবে, দুঃখ করবে, পরকেও দুঃখ দেবে, ও বৃথা পরিশ্রম করবে।

শ্লোক ১ যোহন ১:৮,৯; প্রবচন ২৮:১৩ দ্রঃ

℣ আমরা যদি বলি আমাদের পাপ নেই, তাহলে আমরা নিজেদেরই প্রতারণা করি।
℟ আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাহলে সেই বিশ্বস্ত ও ধর্মময় ঈশ্বর আমাদের পাপমোচন সাধন করবেন।
℣ নিজের অপরাধ যে গোপন করে, সে কিছুতেই কৃতকার্য হবে না।
℟ আমরা যদি আমাদের পাপ স্বীকার করি, তাহলে সেই বিশ্বস্ত ও ধর্মময় ঈশ্বর আমাদের পাপমোচন সাধন করবেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ১১:১-৪,২৬-৪৩

সলোমনের পাপ
যেরবোয়ামের বিপ্লব ও পলায়ন

সলোমন রাজা ফারাওর কন্যাকে ছাড়া আরও অনেক বিদেশিনী নারীকেও—মোয়াবীয়া, আম্মোনীয়া, এদোমীয়া, সিদোনীয়া ও হিত্তীয়া নারীকে ভালবাসলেন। এরা সকলে সেই জাতিগুলোর নারী, যে জাতিগুলো সম্বন্ধে প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের বলেছিলেন, 'তোমরা তাদের কাছে যেয়ো না, তাদেরও তোমাদের কাছে আসতে দিয়ো না, কারণ তারা নিশ্চয়ই তোমাদের হৃদয়কে তাদের দেবতাদের অনুগামী করে পথভ্রষ্ট করবে।' কিন্তু সলোমন তাদের প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন। সাতশ'জন রাজকন্যাই ছিল তাঁর পত্নী, তিনশ'জন তাঁর উপপত্নী; তাঁর সেই নারীরা তাঁর হৃদয় পথভ্রষ্ট করল। তাই এমনটি ঘটল যে, যখন তাঁর বেশ বয়স হল, তখন তাঁর সেই সমস্ত নারী তাঁর হৃদয়কে অন্য দেবতাদের অনুগামী করে পথভ্রষ্ট করল, ফলে তাঁর পিতা দাউদের হৃদয় যেমন তাঁর পরমেশ্বর প্রভুর প্রতি সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ ছিল, তাঁর হৃদয় তেমনটি রইল না।

সেরেদা-নিবাসী এফ্রাইমীয় নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম, যাঁর বিধবা মাতার নাম সেরুয়া, তিনিও রাজার পরিচর্যায় নিযুক্ত হওয়ার সময়ে রাজদ্রোহ করলেন। তাঁর রাজদ্রোহের কারণ এ: সলোমন মিল্লোটা নির্মাণ করছিলেন, ও তাঁর পিতা দাউদের নগরীর ভেঙে পড়া কয়েকটা প্রাচীর সংস্কার করছিলেন; যেরবোয়াম লোকটি বীরযোদ্ধা ছিলেন, এবং সলোমন এই যুবকটির কর্মদক্ষতা দেখে তাঁকে যোসেফকুলের সমস্ত কর্মীদের অধ্যক্ষ করেন। সেসময়ে যেরবোয়াম যেরুসালেমের বাইরে গিয়ে পথে চলাকালে শীলো-নিবাসী নবী আহিয়ার দেখা পান; নবী নতুন একটা জোব্বা পরে আছেন; তাঁরা দু'জনে তখন খোলা মাঠে একাই ছিলেন। হঠাৎ আহিয়া তাঁর সেই নতুন জোব্বা দু'হাতে ধরে তা ছিঁড়ে বারো টুকরো করে ফেললেন। তারপর তিনি যেরবোয়ামকে বললেন, 'দশটা টুকরো নাও, কারণ ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি সলোমনের হাত থেকে রাজ্য চিরে নেব, আর দশটা গোষ্ঠীকে তোমাকে দেব। তবে আমার দাস দাউদের খাতিরে এবং ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে আমার বেছে নেওয়া নগরী সেই যেরুসালেমের খাতিরে একটা গোষ্ঠী তাঁর হাতে থাকবে। এমনটি ঘটবে, কারণ সে আমাকে ত্যাগ করে সিদোনীয়দের আস্তার্তীস দেবীর, মোয়াবের কামোশ দেবের ও

আম্মোনীয়দের মিল্কম দেবের সামনে প্রণিপাত করল; এবং তার পিতা দাউদ আমার দৃষ্টিতে যা ভাল তেমন কাজই ক'রে, ও আমার বিধি ও নিয়মনীতি পালন ক'রে যেমন আমার সমস্ত পথে চলেছিল, সে তেমনটি করেনি। তবে আমি তারই হাত থেকে সমস্ত রাজ্য কেড়ে নেব এমন নয়, কারণ আমার আজ্ঞা ও বিধিনিয়ম পালন করেছে আমার বেছে নেওয়া দাস সেই দাউদের খাতিরে আমি তাকে তার জীবনের সমস্ত দিন ধরে জননায়ক পদে রেখেছি। তার ছেলের হাত থেকেই আমি রাজ্য কেড়ে নেব, এবং তার দশটা গোষ্ঠী তোমাকে দেব। কেবল একটা গোষ্ঠী তার ছেলের হাতে দেব—সেই যে নগরী আমি আমার আপন নাম অধিষ্ঠিত করার জন্য বেছে নিয়েছি, আমার দাস দাউদের খাতিরে যেন সেই যেরুসালেম নগরীতে আমার সাক্ষাতে একটা প্রদীপ নিত্যই থাকে। তোমাকেই আমি নিযুক্ত করব, ফলে তুমি তোমার প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষামতই সবকিছুর উপরে রাজত্ব করবে: হ্যাঁ, তুমি হবে ইস্রায়েলের রাজা! যদি আমার সমস্ত আদেশবাণী শোন, এবং আমার বিধিনিয়ম ও আজ্ঞা পালনে যদি আমার সমস্ত পথে চল ও আমার দাস দাউদের মত তুমিও যদি আমার দৃষ্টিতে যা ভাল তেমন কাজই কর, তবে আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকব, এবং দাউদের জন্য যেমন করেছি, তেমনি তোমার জন্যও চিরস্থায়ী এক কুল প্রতিষ্ঠা করব। আমি ইস্রায়েলকে তোমার হাতে তুলে দেব; আমি দাউদের বংশকে অবনমিত করব—কিন্তু চিরকালের মত নয়!'

সলোমন যেরবোয়ামকে হত্যা করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু যেরবোয়াম মিশরে সেখানকার রাজা শিশাকের কাছে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিলেন, এবং সলোমনের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মিশরে থাকলেন।

সলোমনের বাকি যত কর্মকীর্তি, তাঁর কাজকর্ম ও প্রজ্ঞার বিবরণ কি সলোমনের কীর্তি-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? সলোমন যেরুসালেমে চল্লিশ বছর সমস্ত ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করলেন। পরে সলোমন তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর আপন পিতা দাউদের নগরীতে সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান রেহোবোয়াম তাঁর পদে রাজা হলেন।

শ্লোক সিরা ৪৭:২০,২২; ২ তি ২:১৩

প্র সলোমন, তুমি তোমার গৌরব বিকৃত করলে: কিন্তু প্রভু তাঁর দয়া কখনও ফিরিয়ে নেন না,
উ তাঁর কোন বাণী তিনি ব্যর্থ হতে দেন না।
প্র ঈশ্বর বিশ্বস্ত থাকেন, কারণ তিনি নিজেকে অস্বীকার করতে পারেন না।
উ তাঁর কোন বাণী তিনি ব্যর্থ হতে দেন না।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর খ্রীসোলগের উপদেশাবলি **উপদেশ ১৬৭**

তপস্যা কর, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে

'তপস্যা কর,' তা না বলে বরং 'আনন্দ কর' বলা হয় না কেন? হ্যাঁ, আনন্দই কর, কারণ মানবীয় বিষয়ের স্থানে ঐশ্বরিক বিষয়ই উপস্থিত, পার্থিব বিষয়ের স্থানে স্বর্গীয়, সাংসারিক বিষয়ের স্থানে সনাতন, অমঙ্গলময় বিষয়ের স্থানে মঙ্গলময়, অনিশ্চিত বিষয়ের স্থানে নিশ্চিত, দুঃখজনক বিষয়ের স্থানে আনন্দদায়ী, অস্থায়ী বিষয়ের স্থানে চিরস্থায়ী বিষয়েই উপস্থিত। *তপস্যা কর!* হ্যাঁ, তারই সত্যি তপস্যা করা উচিত, ঐশ্বরিক বিষয়ের স্থানে যে সাংসারিক বিষয়েয় প্রাধান্য দিয়েছে, সংসারেরই যে সেবা করতে চেয়েছে, ও প্রভুর সঙ্গেই সংসারের উপর প্রভুত্ব করতে যে অস্বীকার করেছে। সে-ই তপস্যা করুক, খ্রীষ্টের সঙ্গে রাজত্ব করার চেয়ে যে শয়তানের সঙ্গেই বিনষ্ট হতে ইচ্ছা করেছে। সে-ই তপস্যা করুক, সদ্‌গুণের মুক্তি এড়িয়ে যে রিপুর বন্দি হতে চেয়েছে। সে-ই তপস্যা করুক, যথেষ্টই তপস্যা করুক, জীবন আঁকড়ে ধরতে না চেয়ে যে মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছে।

স্বর্গরাজ্য সত্যিই কাছে এসে গেছে। স্বর্গরাজ্য হল ধার্মিকদের পুরস্কার, পাপীদের বিচার, ভক্তিহীনদের দণ্ড। অতএব সেই যোহনই ধন্য, যিনি আপন বিচার অনুতাপেই অতিক্রম করতে চাইলেন, পাপীদের বিচার হবে এমনটি চাইলেন না, ভক্তিহীনেরা দণ্ড পাবে এমনটিও চাইলেন না, বরং চাইলেন, পুরস্কার স্বরূপ তারা স্বর্গরাজ্যে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। যোহন তখনই প্রচার করলেন স্বর্গরাজ্য সন্নিকট, যখন জগৎ শিশু অবস্থা থেকে বয়োবৃদ্ধি লাভ করছিল। বর্তমানে আমরা জানি, স্বর্গরাজ্য আরও সন্নিকট, কারণ পরম বার্ধক্যে শ্রান্ত হওয়ায় জগৎ

এখন বলহীন, দুর্বল, মূর্ছিত-প্রায়, ও যন্ত্রণাভুক্ত হয়ে আর কোন শুশ্রূষা মেনে নিচ্ছে না, জীবনের উদ্দেশে মরছে, রোগের উদ্দেশেই জীবনযাপন করছে, নিজের দুর্বলতা দায়ী করায় নিজের সমাপ্তি সপ্রমাণ করছে।

অথচ ইহুদীদের চেয়েও কঠিনমনা এই আমরা পলাতক জগতের পিছনে যাই, ভাবী যুগের কথা ভুলে গিয়ে বর্তমান যুগেই বসে থাকি, বিচারমঞ্চে দাঁড়িয়েও ভয় করি না, আসন্ন প্রভুকে অভ্যর্থনা জানাতে বেরিয়ে পড়ি না; মৃত্যুই থাকুক, তা ইচ্ছা ক'রে মৃতদের পুনরুত্থান ইচ্ছা করি না, দাসত্ব ভোগ করতে ইচ্ছা ক'রে রাজত্ব করতে এমনভাবেই অস্বীকার করি যে, আমাদের প্রভুর রাজ্যও স্থগিত করি। কোথায় গেল এই বাণী, *তোমরা যখন প্রার্থনা কর, তখন বল, তোমার রাজ্যের আগমন হোক!*

আমাদের রোগের উপযুক্ত চিকিৎসার মাধ্যমে আমাদের মহত্তর তপস্যার প্রয়োজন। ভ্রাতৃগণ, তপস্যা করে চলি, শীঘ্রই তপস্যা করতে শুরু করি, কারণ সময় আমাদের হাত থেকে চলে যাচ্ছে, আমাদের ক্ষণ প্রায় এসে গেছে, উপস্থিত হয়ে প'ড়ে বিচার আমাদের ক্ষতিপূরণের সুযোগ বাতিল করছে। আমাদের তপস্যা দৌড় দিক, যেন বিচারের আগেই উপস্থিত হতে পারে; কেননা প্রভু যদিও এখনও আসছেন না, যদিও এখনও অপেক্ষা করছেন, যদিও এখনও দেরি করছেন, তবু তিনি ইচ্ছা করেন আমরা তাঁর কাছে ফিরব যাতে আমাদের মৃত্যু না হয়—যেমনটি তিনি আপন কৃপায় সবসময় আমাদের কাছে বলে থাকলেন, *আমি তো দুর্জনের মৃত্যুতে প্রীত নই, আমি বরং চাই, নিজ পথ ছেড়ে সে যেন বাঁচে।*

সুতরাং ভ্রাতৃগণ, অনুতপ্ত হয়ে মন ফেরাই, ও অল্প সময়মাত্র হাতে আছে বিধায় যেন নিরাশ না হই; কারণ সময়ের নির্মাতা সময় বিস্তারিত করতেও জানেন; এর প্রমাণ হল সুসমাচারের সেই দস্যু, যে ক্রুশে বিদ্ধ হয়ে মৃত্যুক্ষণেই ক্ষমা কেড়ে নিয়ে জীবন দখল করল, ও পরমদেশের দরজা উপড়ে ফেলে রাজ্যে গিয়ে পড়ল। আর আমরা, ভ্রাতৃগণ, আমরা যারা সদিচ্ছার সঙ্গে সেই রাজ্যের অনুসন্ধান করিনি, যা অনিবার্য তা যেন সুযোগেই পরিণত করি; আর পাছে বিচারিত হই, এসো, নিজেরাই বিচার-বিবেচনা করি আমাদের কী ধরনের তপস্যা প্রয়োজন, যেন আমাদের কাছ থেকে দণ্ডাজ্ঞা দূর করতে পারি।

শ্লোক সিরা ১৮:৩০; ১ পি ২:১১

প্র তোমার কামনা-বাসনা দ্বারা নিজেকে শাসিত হতে দিয়ো না,
উ তোমার সমস্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা সংযত রাখ।
প্র মাংসের সমস্ত কামনা-বাসনা প্রাণকে আক্রমণ করে:
উ তোমার সমস্ত প্রবল আকাঙ্ক্ষা সংযত রাখ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ৩১:১-৮,১৩-২৩,৩৫-৩৭

যোব সর্বদাই ধর্মময়তার পথে চললেন

যোব বললেন,

আমি আমার চোখের সঙ্গে চুক্তি করেছিলাম,
কোন কুমারীর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব না।
কিন্তু ঊর্ধ্ব থেকে ঈশ্বর আমার জন্য কী ভাগ্য নিরূপণ করছেন?
উপর থেকে তিনি আমার জন্য কী অধিকার স্থির করছেন?
সর্বনাশ, তা কি অন্যায়কারীর জন্য নয়?
দুর্গতি, তা কি দুষ্কৃতকারীর জন্য নয়?
তিনি কি আমার পথ দেখেন না?
আমার সকল পদক্ষেপ গণনা করেন না?
আমি যদি মিথ্যার সহচর হয়ে থাকি,
আমার পদক্ষেপ যদি ছলনার পথে দৌড়ে থাকে,

তবে তিনি ধর্মময়তার তুলাদণ্ডেই আমাকে রাখুন,
তখন ঈশ্বর আমার সততা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন!
আমার পদক্ষেপ যদি বিপথে গিয়ে থাকে,
আমার হৃদয় যদি আমার চোখের অনুগামী হয়ে থাকে,
আমার হাতে যদি কোন কলঙ্ক লেগে থাকে,
তবে আমি বুনলে অপরেই ফল ভোগ করুক,
আমার যত চারাগাছও উপড়ে ফেলা হোক।
আমার কোন দাস-দাসী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে
আমি বিচারে যদি তাদের অধিকার লঙ্ঘন করে থাকি,
তবে ঈশ্বর যখন উঠে দাঁড়াবেন, আমি তখন কী করব?
তিনি যখন ব্যাপার অনুসন্ধান করবেন, তখন আমি কী উত্তর দেব?
যিনি মাতৃগর্ভে আমাকে গড়েছেন, তিনি কি তাদেরও গড়েননি?
একইজন কি মাতৃগর্ভে আমাদের গঠন করেননি?
আমি দরিদ্রকে তার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু থেকে কখনও বঞ্চিত করিনি,
বিধবার চোখও ক্ষীণ হয়ে আসতে দিইনি;
এতিমকেও আমার খাবারের একটা অংশ না দিয়ে
আমি এক টুকরো রুটিও কখনও একা খাইনি,
কারণ ঈশ্বর ছেলেবেলা থেকে পিতারই মত আমাকে লালন-পালন করেছেন,
মাতৃগর্ভে থাকাকাল থেকে আমাকে চালনা করেছেন।
আমি কি বস্ত্রহীন এমন দুর্ভাগাকে কখনও দেখেছি,
কিংবা গায়ে দেওয়ার মত কিছু নেই এমন নিঃস্বকে আমি কি কখনও দেখেছি,
যারা অন্তর থেকেই আমাকে আশীর্বাদ করেনি,
কিংবা আমার মেষশাবকদের লোমে নিজেদের দেহ গরম করেনি?
নগরদ্বারে আমার কোন পক্ষসমর্থককে দে'খে
আমি যদি কোন এতিমের উপর হাত বাড়িয়ে থাকি,
তবে আমার কাঁধের হাড় খসে পড়ুক,
আমার বাহুর কনুই ভেঙে যাক!
কেননা ঈশ্বরের শাস্তি আমার অন্তরে ভয় জাগাত,
তাঁর মহত্ত্বের সামনে আমি নিজেকে সামলাতে পারতাম না।
হায় হায়! কেউই কি আমার কথা শুনবে না?
এই যে, আমার স্বাক্ষর! সর্বশক্তিমান নিজেই এখন উত্তর দিন!
আমার সেই প্রতিবাদী আমার বিরুদ্ধে যে দোষপত্র লিখেছেন,
অবশ্য আমি তা নিজের কাঁধে বয়ে নেব,
নিজের ভূষণ বলেই তা মাথায় বাঁধব।
আমি তাঁকে আমার সমস্ত পদক্ষেপের হিসাব দেব,
রাজপুরুষের মত তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাব!

শ্লোক যোব ৩১:৩,৪; প্রবচন ১৫:৩

প্র সর্বনাশ, তা কি অন্যায়কারীর জন্য নয়? দুর্গতি, তা কি দুষ্কৃতকারীর জন্য নয়?
উ প্রভুর চোখ সর্বস্থানেই রয়েছে, তা অপকর্মা ও ভাল সকলকেই তলিয়ে দেখে।
প্র তিনি কি আমার পথ দেখেন না? আমার সকল পদক্ষেপ গণনা করেন না?
উ প্রভুর চোখ সর্বস্থানেই রয়েছে, তা অপকর্মা ও ভাল সকলকেই তলিয়ে দেখে।

আত্মার মিথ্যা শান্তি

নিজেকে যে দোষী করবে, সে যতই অসুবিধা, ক্ষতি, নিন্দা, বা দুঃখজনক অন্য কিছুর সম্মুখীন হয়েও মনের আনন্দেই তা বহন করে, নিজেকে সেই সবকিছুর যোগ্য মনে করে, কোন মতেই অস্থির হতে পারে না। তেমন মানুষের চেয়ে শান্তিতে কে আছে?

হয় তো কেউ প্রতিবাদ করে বলবে: 'কোন ভাই যদি আমাকে দুঃখ দেয়, ও নিজেকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমি যদি দেখি যে, তেমন দুঃখ দেওয়ার অবকাশ আমি তাকে দিইনি, তাহলে কেন আমাকে নিজেকেই দোষী মনে করতে হবে?'

প্রথম কথা: যে কেউ ঈশ্বরভীতির সঙ্গে নিজেকে ভাল করে পরীক্ষা করে, সে নিজেকে কখনও সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধী পাবে না, এবং দেখবে যে, কাজে বা কথায় বা আচরণে সে কোন একটা অবকাশ অবশ্যই দিয়েছে। আর যদিও এ সমস্ত ক্ষেত্রে সে নিজেকে নিরপরাধী পায়, সে অবশ্যই অন্য সময়ে সেই ভাইকে এক দুঃখ বা অন্য দুঃখ দিয়েছিল; আবার এ হতে পারে যে, সে অন্য ভাইকে দুঃখ দিয়েছিল। ফলে সে ন্যায়সঙ্গত ভাবেই এখন দুঃখ পাচ্ছে, কিংবা অতীতকালের অন্য কোন পাপের জন্যই দুঃখভোগ করছে।

আর একজন জিজ্ঞাসা করছে, সে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকলে যখন একটা ভাই এসে বিরক্তিকর বা অপমানজনক কথা ব'লে তাকে দুঃখ দেয়, ও তা সহ্য করতে না পেরে সে যখন রাগ করা ও প্রতিবাদ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করে, তখন সে কেন নিজেকে দোষী মনে করবে? সেই ভাই না এলে, কথা না বললে ও তাকে বিরক্ত না করলে, সে কি কখনও পাপ করত?

তেমন ছুতা হাস্যকর ও সম্পূর্ণরূপে যুক্তিহীন। কেননা ক্রোধ-রিপু যে তার মধ্যে জেগেছে, এর কারণ এ নয় যে, তাকে অপমানজনক কথা বলা হয়েছে, আসল কারণ বরং এ যে, সেই অপমানজনক কথা এমন প্রবণতা প্রকাশ করেছে যা আগে থেকেও তার অন্তরে ছিল। তাই ইচ্ছা করলে, প্রায়শ্চিত্ত করার মত তার যথেষ্ট কারণ থাকবে। সে সেই সুন্দর সুন্দর শস্যেরই মত, যা ভাঙানো হলে পরেই তার বিকৃত অংশ চোখে পড়ে।

তেমনিভাবে সেই ব্যক্তি যে মনে করে, সে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে আছে—অথচ নিজের অন্তরে যে রিপু রয়েছে তা দেখে না। ভাই এসে পড়ছে, কিছুটা বিরক্তিকর কথা বলছে, আর তখনই যে সমস্ত কলুষ ও ময়লা তার অন্তরে ছিল তা বেরিয়ে পড়ে। অতএব, সে যদি দয়া পেতে ইচ্ছা করে, তাহলে সে প্রায়শ্চিত্ত করুক, নিজেকে পরিশুদ্ধ করুক, এগিয়ে যেতে চেষ্টা করুক, আর তখন দেখবে যে, অপমানের চেয়ে সেই ভাইকে ধন্যবাদই জানানো উচিত ছিল, কারণ সেই ভাই তাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগই দান করেছিল। পরবর্তীকালে সে তেমন অস্থিরতার অধীন হবে না এমন নয়; কিন্তু সে যতখানি অগ্রসর হবে, ততখানি সেই সমস্ত অস্থিরতা তার কাছে লঘুভার মনে হবে। কেননা আত্মা যতখানি অগ্রসর হয়, ততখানি বলীয়ান হয়ে ওঠে, ও গুরুতর যা কিছু ঘটবে, তা বহন করায় ততখানি সাহসী হয়ে ওঠে।

শ্লোক যোব ৯:২,১৪; ১৫:১৫

প্র সত্যিই, ঈশ্বরের কাছে মর্তমানুষ কী করেই বা ধর্মময় হতে পারে?
উ আমিই কি তাঁকে প্রত্যুত্তর দেব? আমিই কি কথা বাছাই করে তাঁর সামনে রুখে দাঁড়াব?
প্র দেখ, তিনি তাঁর পবিত্রজনদেরও বিশ্বাস করেন না, তাঁর দৃষ্টিতে আকাশও নির্মল নয়।
উ আমিই কি তাঁকে প্রত্যুত্তর দেব? আমিই কি কথা বাছাই করে তাঁর সামনে রুখে দাঁড়াব?

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ১২:১-১৯

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিচ্ছেদ—ইস্রায়েল-রাজ যেরবোয়াম

রেহোবোয়াম সিখেমে গেলেন, যেহেতু গোটা ইস্রায়েল তাঁকে রাজা করার জন্য সিখেমে এসে উপস্থিত হয়েছিল। নেবাটের সন্তান যেরবোয়াম কথাটা শুনতে পেয়ে—তিনি তখনও মিশরে ছিলেন, সলোমন রাজার কাছ থেকে সেইখানে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন—মিশর ছেড়ে ফিরে এলেন। লোকেরা দূত পাঠিয়ে তাঁকে ডেকে আনল, আর যেরবোয়াম ও ইস্রায়েলের সমস্ত জনসমাবেশ এসে রেহোবোয়ামকে বললেন, 'আপনার পিতা আমাদের উপরে দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন; তাই আপনার পিতা আমাদের উপরে যে কঠোর দাসকর্ম ও দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন, আপনি এখন তা হালকা করে দিন, তবে আমরা আপনার সেবা করব।' তিনি প্রতিবাদ করে তাদের বললেন, 'এখন চলে যাও, তিন দিন পরে আবার আমার কাছে এসো।' লোকেরা চলে গেল।

রেহোবোয়াম রাজা, তাঁর আপন পিতা সলোমনের জীবনকালে যে প্রবীণেরা তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন; তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে পরামর্শ দাও, ওই লোকদের আমি কী উত্তর দেব?' তাঁরা তাঁকে বললেন, 'যদি আপনি আজ ওই লোকদের কাছে নিজেকে তাদের দাসরূপে দেখান, ওদের কাছে যদি নত হন, ওদের যদি প্রিয় কথা শোনান, তবে ওরা সারা জীবন ধরেই আপনার দাস হবে।' কিন্তু প্রবীণেরা তাঁকে যে পরামর্শ দিলেন, তিনি তা অবহেলা করলেন এবং যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিল আর এখন তাঁর পরিচর্যায় নিযুক্ত ছিল, তাদেরই সঙ্গে পরামর্শ করলেন। তাদের তিনি বললেন, 'ওই লোকেরা নাকি বলছে, আপনার পিতা আমাদের উপরে যে জোয়াল চাপিয়েছেন, তা হালকা করে দিন; তবে এখন আমরা ওদের কী উত্তর দেব? তোমাদের পরামর্শ কী?' যে যুবকেরা তাঁর সঙ্গে মানুষ হয়েছিল, তারা তাঁকে এই উত্তর দিল, 'যে লোকেরা আপনাকে বলছে: আপনার পিতা আমাদের উপরে দুর্বহ জোয়াল চাপিয়েছেন, আপনি আমাদের জন্য তা হালকা করে দিন, তাদের আপনি এই বলে উত্তর দিন: আমার কনিষ্ঠ আঙুল আমার পিতার কটিদেশের চেয়েও স্থূল! আচ্ছা, যদিও আমার পিতা তোমাদের উপরে দুর্বহই একটা জোয়াল চাপিয়েছেন, তবু আমি তোমাদের সেই জোয়াল আরও দুর্বহ করব; হ্যাঁ, আমার পিতা কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বিছেরই কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব।'

পরে, 'তিন দিন পরে আবার আমার কাছে এসো,' একথা বলে রাজা যে হুকুম দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে যেরবোয়াম এবং সমস্ত লোক যখন তিন দিন পরে রেহোবোয়ামের কাছে এসে উপস্থিত হলেন, তখন রাজা প্রবীণদের পরামর্শ ত্যাগ করে লোকদের কঠোর উত্তর দিলেন; যুবকদের পরামর্শ অনুসারে তিনি বললেন, 'আমার পিতা তোমাদের জোয়াল দুর্বহ করেছিলেন, কিন্তু আমি তোমাদের জোয়াল আরও দুর্বহ করব; আমার পিতা কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দিতেন, কিন্তু আমি বিছেরই কশা দিয়ে তোমাদের শাস্তি দেব!' রাজা লোকদের কথায় কান দিলেন না; এমনটি প্রভুর ব্যবস্থা অনুসারেই ঘটল, শীলো-নিবাসী আহিয়ার মধ্য দিয়ে প্রভু নেবাটের সন্তান যেরবোয়ামকে যে কথা বলেছিলেন, তা যেন সিদ্ধি লাভ করে।

যখন সমস্ত ইস্রায়েল দেখল, রাজা তাদের কথায় কান দিলেন না, তখন তারা রাজাকে এই উত্তর দিল, 'দাউদে আমাদের কী অংশ? যেসের ছেলের সঙ্গে আমাদের তো কোন উত্তরাধিকার নেই! ইস্রায়েল, তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ তাঁবুতে যাও! দাউদ, এবার তোমার কুল নিয়েই তুমি ব্যস্ত থাক!'

তাই ইস্রায়েলীয়েরা নিজ নিজ তাঁবুতে গেল। তথাপি, যে ইস্রায়েল সন্তানেরা যুদার সমস্ত শহরে বাস করত, তাদের উপরে রেহোবোয়াম রাজত্ব করলেন। রেহোবোয়াম রাজা যখন আদোরামকে পাঠালেন—সে ছিল বাধ্যতামূলক কাজের সরদার—তখন সমস্ত ইস্রায়েল তাকে পাথর ছুড়ে মারল, আর সে মারা গেল। তখন রেহোবোয়াম রাজা যেরুসালেমে পালাবার চেষ্টায় শীঘ্রই গিয়ে রথে উঠলেন। এইভাবে ইস্রায়েল আজ পর্যন্ত দাউদকুলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে রয়েছে।

শ্লোক ২ রাজা ১৭:২১,২২,২৩; এজে ৩৭:২২,২৫ দ্রঃ

প্র যেরবোয়াম প্রভুর অনুগমন থেকে ইস্রায়েলকে পরাঙ্মুখ করেছিলেন, ও যেরবোয়াম যে সকল পাপ করেছিলেন, ইস্রায়েল সন্তানেরা তাঁর সেই সমস্ত পাপের পথে চলল; শেষে প্রভু ইস্রায়েলকে নিজের দৃষ্টি থেকে দূর করলেন,

উ যেমনটি বলেছিলেন আপন নবীদের দ্বারা।

প্র তারা দুই জাতি আর হবে না, আর কখনও দুই রাজ্যে বিভক্ত হবে না, তারা বরং নিজেদের দেশে বাস করবে চিরকাল ধরে,

উ যেমনটি প্রভু বলেছিলেন আপন নবীদের দ্বারা।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৫ম পুস্তক ১ম বিভাগ

খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মরলেন

লেখা আছে, ঈশ্বর জাতি দু'টোকে এক-নবমানুষ করে তুললেন; আর আমি মনে করি, পিতা ঈশ্বর এভাবে সেই ধর্মাত্মাকে ধর্মময় করতে ইচ্ছা করলেন যিনি সমস্ত জনগণের উত্তম সেবা করে নিজেই তাদের পাপমোচন সাধন করেছিলেন। যে ধর্মাত্মা সকলকে উত্তমরূপে সেবা করেছিলেন, আমার মতে তিনি আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট ছাড়া অন্য কেউ নন, কেননা তিনি সেবা আদায় করতে নয়, দেহধারণ-ব্যবস্থা অনুসারে সকলের সেবা করতেই এসেছিলেন। এজন্যই পল তাঁকে সেবক বলে অভিহিত করলেন, এবং বিধান ও নবসন্ধির বিষয়ে তিনি বললেন, *দণ্ডের সেবা-পদ যখন গৌরবময় হল, তখন ধর্মময়তার সেবা-পদ গৌরবে আরও বেশি উপচে পড়ে।*

সুতরাং যিনি সকলকে উত্তমরূপে সেবা করলেন, তিনি হলেন সেই ধর্মাত্মা ও অনিন্দনীয় খ্রীষ্ট, কেননা ঈশ্বরের বাণী নিজের স্বরূপকে সাহায্য করার জন্য নয়, বরং আমাদেরই সাহায্য দানের জন্য দাসের স্বরূপ গ্রহণ করলেন; অর্থাৎ কিনা তিনি তা গ্রহণ করলেন যেন আমাদের জন্য সেই সেবা-পদ প্রবর্তন করতে পারেন, যে সেবা-পদ দ্বারা আমরা পরিত্রাণ লাভ করি। আর তাঁকে তখনই ধর্মময় বলে সাব্যস্ত করা হল, যখন তিনি যে দুর্জন ও মৃত্যুদণ্ডের যোগ্য তেমন ভুলধারণা মুছে দেওয়া হল—বস্তুতপক্ষে ইস্রায়েলীয়েরা নিজেদের অধর্মের দণ্ড তাঁরই মধ্যে শোধ করছিল, এমন সময় তিনি সারা পৃথিবীর উপর রাজত্ব করলেন, সেই সকল জাতির উপরেও যারা তাঁর কাছে ছুটে আসছিল। দেহধারণ-ব্যবস্থা যে এত কার্যকর সেবা-পদের অধিকারী, একথা শাস্ত্র নিজেই ব্যক্ত করে বলল, *তিনি নিজেই তাদের পাপমোচন সাধন করবেন।*

বাস্তবিকই বিশ্বপাপ হরণের উদ্দেশ্যে তিনি সেই পাপ নিজেই তুলে নিলেন, এবং সকলের মধ্যে যিনি সর্বোচ্চ ছিলেন, তিনি একাই সকলের জন্য মরলেন—এভাবেই তিনি সকলের সেবা করলেন। এখানে 'সকল' বলতে সর্বজাতি বোঝায়, কারণ ইস্রায়েল এক জাতি ছিল, এবং তিনি তাদের পাপ বহন করায় *উপঢৌকনরূপে সকল জাতিকে পাবেন ও শক্তিশালীদের মধ্যে লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে দেবেন।* তাই তুমি সেই 'সকলের' মধ্যে সর্বজাতির মধ্য থেকে আগত সকল মানুষকে দেখ, কারণ ইস্রায়েলীয়দের চেয়ে এরা সংখ্যায় বেশি ছিল; আবার, উপরোল্লিখিত শক্তিশালীরা বলতে ধন্য প্রেরিতদূতদের বোঝায়, আবার সেই সকলকেও বোঝায় যারা খ্রীষ্টে শক্তিশালী ও যারা আত্মিক শক্তির অধিকারী—এ শক্তিশালীরা শয়তানকে জয় করলেন বিধায় তিনি তাঁদের মধ্যে লুণ্ঠিত সম্পদ ভাগ করে দিলেন।

তিনি আত্মিক ধনভাণ্ডার খুলে যত ঐশ্বর্য আপন পুণ্যজনদের মধ্যে ভাগ করে দেন; এবিষয়ে লেখা আছে, পবিত্র আত্মা দ্বারা একজনকে প্রজ্ঞার ভাষা দেওয়া হয়, আর একজনকে জ্ঞানের ভাষা, আর একজনকে নবীয় বাণী উচ্চারণ করার ক্ষমতা, আর একজনকে আত্মাদের নির্ণয় করার শক্তি, আর একজনকে আরোগ্য সাধনের অনুগ্রহদান। আমরা নানা ভাষায় কথা বলার শক্তি প্রেরিতদূতদের আরোপ করি, ও একথা সমর্থন করি যে, সকল জাতি শয়তানের একপ্রকার সম্পদ ছিল। কিন্তু যিনি সেই সমস্ত অনুগ্রহদান ও শক্তির অধিকারী, সেগুলিকে তিনি সেই ধন্য আচার্যদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন। প্রকৃতপক্ষে কেউ কেউ ধন্য পিতর দ্বারাই আমাদের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের জ্ঞানলাভে আহূত হল; কেউ কেউ পলেরই, আবার কেই কেউ অন্য অন্য প্রেরিতদূতের আত্মিক শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে সত্যের আলোতে চালিত হল। তাই যারা একসময় পথভ্রান্ত ছিল, ত্রাণকর্তা তাদের

মনপরিবর্তন ও আহ্বান যুদ্ধে লুণ্ঠিত সম্পদরূপেই যেন প্রেরিতদূতদের মধ্যে ভাগ করে দিলেন।

এ সত্যি প্রয়োজন ছিল যে, যিনি সকলের জন্য মৃত্যুবরণ করেছিলেন, তাঁকে সকলেই প্রভু রূপে স্বীকার করবে; এজন্যই ইসাইয়া একথা বলেছিলেন, *তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং ভক্তিহীনদের একজন বলে গণ্য হলেন; অথচ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং ভক্তিহীনদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।*

শ্লোক ইসা ৫৩:১২; লুক ২৩:৩৪

প্র তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন;
উ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং ভক্তিহীনদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।
প্র যীশু বলছিলেন, পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।
উ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং ভক্তিহীনদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ৩২:১-৬; ৩৩:১-২২

এলিহুর বাণী : ঈশ্বরের রহস্য

যোব কথা বলা শেষ করলে তাঁর তিনজন মানুষ তাঁর সঙ্গে তর্ক বন্ধ করলেন, কারণ তিনি নিজের ধর্মময়তার পক্ষসমর্থন করতেন। তখন রাম-গোত্রের বুজ-নিবাসী বারাখেলের সন্তান এলিহুর ক্রোধ জ্বলে উঠল। যোবের বিরুদ্ধে তাঁর ক্রোধ জ্বলে উঠল, কারণ যোব দাবি করছিলেন, ঈশ্বর নন, তিনিই ঠিক! তাঁর তিনজন বন্ধুর বিরুদ্ধেও তাঁর ক্রোধ জ্বলে উঠল, কারণ তাঁরা যোবকে উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারায় ঈশ্বরকেই দোষী করেছিলেন। সেই তিনজন যোবের সঙ্গে কথা বলার সময়ে এই এলিহু অন্যান্যদের চেয়ে কম বয়সী হওয়ায় অপেক্ষা করেছিলেন; কিন্তু যখন দেখলেন, সেই তিনজনের মুখে উত্তর দেওয়ার মত আর কিছু নেই, তখন এলিহু ক্রোধে জ্বলে উঠলেন।

বুজ-নিবাসী বারাখেলের সন্তান এলিহু তখন কথা বলতে লাগলেন; তিনি বললেন:

আমি তো যুবক, আপনারা প্রাচীন,
তাই আপনাদের প্রতি সম্মানের খাতিরে
আপনাদের কাছে আমার অভিমত প্রকাশ করতে ভয় করছিলাম।
তবে, যোব, দোহাই আপনার, আমার যা বলার আছে তা শুনুন,
আমার সমস্ত কথায় কান দিন।
দেখুন, আমি মুখ খুলছি,
আমার তালুর মধ্যে আমার জিহ্বা কথা বলছে।
আমার হৃদয়ের সরলতাই কথা বলবে,
আমার ওষ্ঠে স্পষ্ট কথা ফুটবে।
ঈশ্বরের আত্মা আমাকে গড়েছে,
সর্বশক্তিমানের ফুৎকার আমাকে জীবন দিয়েছে।
আপনি পারলে আমাকে উত্তর দিন,
নিজের বক্তব্য প্রস্তুত করুন, তৈরি হোন।
দেখুন, ঈশ্বরের সামনে আমিও আপনার মত,
আমাকেও মাটি দিয়ে গড়া হয়েছে।
তাই আমাকে ভয় করার আপনার কোন কারণ নেই,
আমার হাত আপনার উপর ভারী হবে না।

আপনি আমার কানে একথাই শুধু শুধু শুনিয়ে আসছেন যে,
—হ্যাঁ, আমি তো আপনার কথার সুর ভালই শুনতে পেয়েছি!—
'আমি শুদ্ধ, আমি নিষ্পাপ,
আমি নিষ্কলঙ্ক, আমি নিরপরাধী;
অথচ তিনি আমার বিরুদ্ধে ছুতার পর ছুতা উত্থাপন করছেন,
আমাকে তাঁর শত্রু বলে গণ্য করছেন;
আমার পা বেড়িতে আবদ্ধ করছেন,
আমার সমস্ত পদক্ষেপে চোখ রাখছেন।'
দেখুন, এবিষয়ে—আমি আপনাকে বলছি—আপনি ঠিক নন;
কেননা মানুষের চেয়ে ঈশ্বর মহান।
তাই তাঁর প্রতি কেনই বা আপনার এই অসন্তোষ
তিনি যদি আপনার প্রতিটি কথার উত্তর না দেন?
যেই প্রকারে হোক ঈশ্বর কথা বলেন,
কিন্তু কেউ মন দেয় না!
স্বপ্নে ও রাত্রিকালীন দর্শনে,
যখন মানুষের উপরে ঘোর নিদ্রা নেমে পড়ে,
মানুষ যখন শয্যায় শুয়ে পড়ে,
তখন তিনি মানুষের কান খুলে দেন,
দুঃস্বপ্নে তাকে আতঙ্কিত করেন,
যেন তিনি মানুষকে তার অপকর্ম থেকে ফেরাতে পারেন,
যেন অহঙ্কার থেকে তাকে দূরে রাখতে পারেন;
এইভাবে তিনি গহ্বর থেকে তার প্রাণ,
মৃত্যু-নদী থেকে তার জীবন রক্ষা করেন।
তিনি ব্যথার মধ্য দিয়ে রোগ-শয্যায় তাকে শাসন করেন,
হ্যাঁ, সেই সময়েই, যখন মানুষের হাড় নিরন্তর নিপীড়িত,
যখন খাবারের চিন্তাও তার বিতৃষ্ণা জন্মায়,
সুস্বাদু খাদ্যও তার রুচি জাগায় না,
যখন দেখতে না দেখতেই তার দেহ ক্ষয় হয়ে যায়,
তার চামড়ার নিচের হাড় চোখে পড়ে,
যখন তার প্রাণ গহ্বরের কাছাকাছি হয়,
তার জীবন মৃতদের আবাসের দিকে এগিয়ে চলে।

শ্লোক রো ১১:৩৩,৩৪

প্র আহা! কতই না গভীর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞান!
উ কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।
প্র আসলে কেবা জেনেছে প্রভুর মন? কেবা হয়েছে তাঁর মন্ত্রণাদাতা?
উ কতই না দুর্জ্ঞেয় তাঁর বিচার সকল, সন্ধানের অতীত তাঁর কর্মপথ।

দ্বিতীয় পাঠ - যোবের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা **২৩শ পুস্তক ২৩-২৪**

প্রকৃত জ্ঞান গর্ব এড়ায়

যোব, দোহাই আপনার, আমার যা বলার আছে তা শুনুন, আমার সমস্ত কথায় কান দিন। দাম্ভিকদের শিক্ষাদানের এ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তারা যা শেখায়, তা বিনম্রতা সহকারে ব্যক্ত করতে পারে না, আর সঠিক যা

কিছু জানে, তাও সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে না। শিক্ষাদান করতে গিয়ে তারা এমন ভাব দেখায়, তারা যেন উচ্চতম স্থানেই বাস করছে, ও সেখান থেকে নিচে সেই শ্রোতাদের দিকে তাকাচ্ছে যাদের উপর পরামর্শ নয়, নিজেদের প্রভাব বর্ষণ করতে প্রসন্ন।

এদের কাছে প্রভু নবী দ্বারা সঠিকভাবে বলেছিলেন, *নিষ্ঠুরতা দেখিয়ে ও অত্যাচার করেই তাদের শাসন করেছ।* তারাই নিষ্ঠুরতা দেখায় ও অত্যাচার চালায়, যারা শান্তির সঙ্গে যুক্তি দেখিয়ে নয়, কিন্তু রুক্ষ প্রভুত্ব দেখিয়ে নিজেদের প্রজাদের দোষ সংস্কার করে।

অপরদিকে প্রকৃত শিক্ষাদান ততখানি তৎপরতার সঙ্গে গর্ব-রিপু এড়ায়, গর্বের ওস্তাদ যতখানি উত্তপ্ততার সঙ্গে নিজ কথার তীরগুলি নিক্ষেপ করে। কেননা প্রকৃত শিক্ষাদান সতর্ক থাকে, পাছে পুণ্য কথার মধ্য দিয়ে শ্রোতাদের হৃদয় থেকে যাকে দূর করে দিতে চায়, নিজের গর্বোদ্ধত ব্যবহারে সেই গর্বের ওস্তাদকে সম্মান দেখায়। বরং প্রকৃত শিক্ষাদান সমস্ত সদ্‌গুণাবলির শিক্ষাদাত্রী ও জননী সেই বিনম্রতাকেই নিজ বাণীর মধ্য দিয়ে প্রচার করতে ও নিজ আচরণের মধ্য দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করে, যেন কথার চেয়ে জীবনধারণের মধ্য দিয়েই সত্যের শিষ্যদের কাছে গ্রহণীয় হতে পারে।

এজন্য থেসালোনিকীয়দের কাছে পল একথা বলেন, *তোমাদের মাঝে আমরা নিজেদের শিশুর মতই করেছিলাম।* এজন্য প্রেরিতদূত পিতরও বলেছিলেন, *যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক,* ও শিক্ষাদানের ব্যাপারে যে কয়েকটা নিয়মও পালনীয়, তা ব্যক্ত করতে গিয়ে বলে চলেছিলেন, *তথাপি কোমলতা ও সম্ভ্রম বজায় রেখে ও সদ্বিবেকেই উত্তর দাও।*

আর যখন পল নিজ শিষ্যকে বলেন, *পূর্ণ অধিকারের সঙ্গে এই সমস্ত বিষয়ে কথা বলা, চেতনা দান করা ও তিরস্কার করা তোমার কর্তব্য,* তখন তিনি বাহ্যিক কর্তৃত্ব নয়, আচরণে সূচিত অধিকারের কথাই ইঙ্গিত করেন। কেননা কথা বলার আগে যা কিছু নিজের জীবনাচরণে সাধিত, তা আপনা আপনিই সম্পূর্ণ ক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষায় প্রকাশ পায়, কারণ যখন বিবেক জিহ্বাকে বাধা দেয়, তখন শিক্ষা ক্ষেত্রে অনাস্থা দেখা দেয়; আর এজন্যই পরের উপকারিতার উদ্দেশ্যে উচ্চ ভাষা নয়, সদাচরণই বরং প্রশংসিত। স্বয়ং প্রভুর বেলায়ও লেখা আছে, *তিনি অধিকারসম্পন্ন ব্যক্তির মতই তাদের উপদেশ দিতেন—তাদের শাস্ত্রীদের মত নয়।* কেবল তিনিই বিশিষ্ট ও উত্তম রূপেই সম্পূর্ণ অধিকারের সঙ্গে কথা বললেন, কারণ দুর্বলতাবশত কোন অনিষ্ট কখনও করেননি। আপন মানবতার নিরপরাধিতার মধ্য দিয়ে যা আমাদের দান করলেন, তা তিনি ঈশ্বরত্বের অধিকার থেকেই পেয়েছিলেন।

শ্লোক ১ পি ৫:৫; মথি ১১:২৯

প্র তোমরা সবাই পরস্পরের সেবায় বিনম্রতায় পরিবৃত হও:
উ ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।
প্র তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়; আর তোমরা নিজ নিজ প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।
উ ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ১২:২০-৩৩

রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিচ্ছেদ

যখন সমস্ত ইস্রায়েল শুনতে পেল, যেরবোয়াম ফিরে এসেছেন, তখন লোক পাঠিয়ে তাঁকে ডাকল, যেন তিনি জনসমাবেশে যোগ দেন; এবং তাঁকে সমস্ত ইস্রায়েলের রাজা বলে ঘোষণা করল; কেবল যুদা-গোষ্ঠী ছাড়া আর

কোন গোষ্ঠী দাউদকুলের অনুগামী থাকল না।

যেরুসালেমে এসে পৌঁছবার পর রেহোবোয়াম সমস্ত যুদাকুলকে ও বেঞ্জামিন-গোষ্ঠীকে—এক লক্ষ আশি হাজার সেরা যোদ্ধাকেই ইস্রায়েলকুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এবং সলোমনের সন্তান রেহোবোয়ামের হাতে রাজ্য ফিরিয়ে দেবার জন্য একত্রে সমবেত করলেন। কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ শেমাইয়ার কাছে পরমেশ্বরের এই বাণী এসে উপস্থিত হল, 'সলোমনের সন্তান যুদা-রাজ রেহোবোয়ামকে, গোটা যুদাকুলকে ও বেঞ্জামিনকে এবং জনগণের সকলকে একথা বল: প্রভু একথা বলছেন, তোমাদের ভাইদের বিরুদ্ধে, সেই ইস্রায়েল সন্তানদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে বেরিয়ে পড়ো না! প্রত্যেকে যে যার বাড়িতে ফিরে যাও, কারণ আমিই এই পরিস্থিতি ঘটিয়েছি।' তারা প্রভুর বাণীর প্রতি বাধ্য হল ও প্রভুর বাণী অনুসারে ফিরে গেল। যেরবোয়াম এফ্রাইমের পার্বত্য অঞ্চলে সিখেম প্রাচীরবেষ্টিত করে তা নিজের বাসস্থান করলেন, এবং সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে পেনুয়েল প্রাচীরবেষ্টিত করলেন।

যেরবোয়াম ভাবছিলেন, 'এমন পরিস্থিতিতে রাজ্য যুদাকুলের হাতে নিশ্চয় ফিরে যাবে। এই লোকেরা যদি বলি উৎসর্গ করার জন্য যেরুসালেমে প্রভুর গৃহে যায়, তাহলে এদের মন আবার এদের প্রভু সেই যুদা-রাজ রেহোবোয়ামের প্রতিই ফিরবে; আর আমাকে মেরে ফেলে যুদা-রাজ রেহোবোয়ামের কাছে ফিরবে।' তাই রাজা পরামর্শ নেওয়ার পর দু'টো সোনার বাছুর তৈরি করালেন, তারপর লোকদের বললেন, 'তোমরা বহুদিন ধরেই যেরুসালেমে তীর্থযাত্রা করে আসছ; আর নয়! দেখ, ইস্রায়েল, এই যে তোমার দেবতারা, যাঁরা মিশর দেশ থেকে তোমাকে বের করে এনেছেন।' তিনি সেগুলোর একটা বেথেলে প্রতিষ্ঠা করলেন, আর একটা দানে রাখলেন। এতে পাপ করার অবকাশ সৃষ্টি হল; বস্তুত লোকেরা সেগুলোর একটার সামনে শোভাযাত্রা করে দান পর্যন্তই যাত্রা করত।

তাছাড়া তিনি নানা উচ্চস্থানে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং জনসাধারণের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে তিনি এমন লোকদের যাজক পদে নিযুক্ত করলেন, যারা লেবি-সন্তান ছিল না। যেরবোয়াম বছরের অষ্টম মাসের পঞ্চদশ দিনে এমন পর্বোৎসব প্রবর্তন করলেন, যা যুদায় পালিত পর্বোৎসবের মত, আর তখন তিনি নিজেই যজ্ঞবেদিতে গিয়ে উঠলেন; তেমন কাজ তিনি বেথেলেই করলেন: যে বাছুরমূর্তি তিনি তৈরি করেছিলেন, তার কাছে বলি উৎসর্গ করলেন; এবং উচ্চস্থানগুলিতে যে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেগুলির যাজকদের জন্য তিনি বেথেলেই থাকার ব্যবস্থা করলেন। তিনি সেই অষ্টম মাসের—সেই যে মাস নিজের ইচ্ছামতই তিনি বেছে নিয়েছিলেন—পঞ্চদশ দিনে বেথেলে যে যজ্ঞবেদি তৈরি করেছিলেন, সেই যজ্ঞবেদিতে উঠলেন; ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য তিনি একটা পর্বোৎসব প্রবর্তন করলেন, এবং ধূপ জ্বালাবার জন্য নিজেই যজ্ঞবেদিতে গিয়ে উঠলেন।

শ্লোক তোবিত ১৪:৬,৭; প্রত্যা ২১:২৪ দ্রঃ

প্র সকল জাতি প্রতিমাপূজা ত্যাগ করে যেরুসালেমে এসে বাস করবে।
উ ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে, তারা আনন্দিত হবে।
প্র দেশ সকল তার আলোতে চলবে।
উ ঈশ্বরকে যারা ভালবাসে, তারা আনন্দিত হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - ইসাইয়ার পুস্তকে আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের ব্যাখ্যা ৫ম পুস্তক ২য় বিভাগ

আত্মা ও সত্যের শরণে সাধিত সেই উপাসনা
যা সুসমাচারের দৈববাণীর মধ্য দিয়ে প্রবর্তিত

মোশী দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে। তিনি অনুগ্রহ ও সত্য বলে অভিহিত করেন আত্মা ও সত্যের শরণে সেই উপাসনা, যা মহা শক্তি ও পরাক্রমের সঙ্গে সুসমাচারের দৈববাণীর মধ্য দিয়ে প্রবর্তিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে এ উপযুক্ত ছিল যে, দাস হওয়ায় মোশী অস্থায়ী প্রতীক হবেন, কিন্তু যিনি সনাতন তথা খ্রীষ্ট, তিনি প্রকৃত ও চিরস্থায়ী উপাসনার প্রচারক হবেন। যারা তাঁর কাছে আসে, তাদের জন্য বিশ্বাসের মাধ্যমে যে চিরন্তন সন্ধি খ্রীষ্টের বাস্তবায়িত করার কথা, সেই সন্ধি যে কী, তা

পরবর্তী কথায় স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়: দাউদের কাছে দেওয়া সমস্ত পুণ্য প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্য প্রতিশ্রুতি। এখানে কোন্ প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয়? হয় আমাদের সকলের ত্রাণকর্তা খ্রীষ্টের যে প্রতিশ্রুতি ধন্য দাউদের কাছে দেওয়া হয়েছিল, তা বিশ্বাসে আগত বিধর্মীদের জন্যও বলবৎ; না হয় তিনি সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতিই পুণ্য ও পবিত্র বলে অভিহিত করেন, যা সেই খ্রীষ্টকে লক্ষ করে যিনি মাংস অনুসারে দাউদ-বংশীয় হয়ে জন্ম নিয়েছিলেন। তিনি সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি পুণ্যই বলেন, কারণ সেগুলি তাদের পুণ্যবান করে তোলে যারা সেগুলিকে গ্রহণ করে: একই প্রকারে তিনি প্রভুভয়ও পবিত্র বলেছিলেন, কারণ প্রভুভয় মানুষকে পবিত্রিত করে; আবার সুসমাচারের বাণীকে জীবন বলে অভিহিত করেছিলেন, কারণ সেই বাণী জীবন দান করে। এবিষয়ে স্বয়ং খ্রীষ্ট বলেছিলেন, *যে সমস্ত কথা আমি তোমাদের বলছি, সেই কথাই আত্মা, সেই কথাই জীবন,* অর্থাৎ কিনা আত্মিক ও জীবনদায়ী।

সুতরাং সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি পুণ্য, কারণ মানুষকে পুণ্যবান করে ও তাদের ধর্মময় ও অনিন্দনীয় করে তোলে যারা সেগুলিকে গ্রহণ করে। তাছাড়া সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতি বিশ্বাসযোগ্যও, কারণ মানুষের অন্তরে বিশ্বাস জন্মায় ও তাদের মধ্যে বিশ্বাসের স্থৈর্য্য ও জীবন্ত ভক্তি সঞ্চার করে যারা সেগুলিকে গ্রহণ করে। তেমনই তো খ্রীষ্ট-সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলির শক্তি ও কার্যক্ষমতা। তিনি যখন দাউদের কথা, তথা মাংস অনুসারে দাউদ-বংশীয় খ্রীষ্টেরই কথা বলেন, তখন বলেন, *দেখ, আমি তাঁকে জাতিগুলির জন্য সাক্ষীরূপে, সর্বদেশের উপরে জননায়ক ও বিধানকর্তা রূপে নিযুক্ত করেছি।* এভাবে তিনি দেখাতে চান, আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট সমগ্র জাতির কাছে প্রকৃত ঈশ্বরজ্ঞানের আলো দান করেন—অবশ্যই, তাদের ধারণক্ষমতা অনুসারে, ও তারা যদি কোন বাধা না দিয়ে তা গ্রহণ করতে ইচ্ছা করে। কেননা তিনি সামসঙ্গীতের রচয়িতার বীণার সুরে বলেন, *শোন, সকল জাতি, কান পেতে শোন, সকল জগদ্বাসী—উঁচু-নিচু শ্রেণির যত মানুষ, ধনী-নিঃস্ব নির্বিশেষে। আমার মুখ বলে প্রজ্ঞার বাণী, আমার অন্তর জপ করে সুবুদ্ধির কথা।* যারা পথভ্রষ্ট ছিল, যারা অতুলনীয় নির্বুদ্ধিতার সঙ্গে স্রষ্টার স্থানে সৃষ্টিকে পূজা করত, যারা কাঠ ও পাথরকে ঈশ্বর বলত, তাদের পক্ষে সেই প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধি দরকার ছিল, হ্যাঁ খুবই দরকার ছিল।

পরিশেষে বাণী মাংসধারণ করলেন, এবং এ কারণে তাদের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে বললেন, *প্রভুর আত্মা আমার উপর অধিষ্ঠিত, কেননা তিনি আমাকে তৈলাভিষিক্ত করেছেন। তিনি আমাকে প্রেরণ করেছেন দীনদুঃখীদের কাছে শুভসংবাদ দিতে; বন্দিদের কাছে মুক্তি, অন্ধদের কাছে দৃষ্টিলাভের কথা প্রচার করতে, পদদলিতদের নিস্তার করে বিদায় করতে।* এগুলিই ছিল জাতিগুলির রোগ, কিন্তু তাঁর দ্বারা তারা নিরাময় হল; কেননা তাঁর দ্বারা তারা প্রজ্ঞায় ধনবান হয়ে বোধশক্তি লাভ করল; ফলে তাদের অন্তর এখন আর দুর্বল ও ভগ্ন নয়, বরং সুস্থ, ও সেই সমস্ত কিছু গ্রহণ করতে ও সাধন করতে সক্ষম যা মঙ্গলময় ও পরিত্রাণদায়ী।

শ্লোক যোহন ৪:২৩-২৪

প্র প্রকৃত উপাসকেরা আত্মা ও সত্যের শরণেই পিতার উপাসনা করবে,
উ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।
প্র ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, এবং যারা তাঁর উপাসনা করে, আত্মা ও সত্যের শরণেই তাদের উপাসনা করতে হয়,
উ কারণ পিতা তেমন উপাসকই দাবি করেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ৩৮:১-৩০

ঈশ্বর যোবের যুক্তি খণ্ডন করেন

প্রভু ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য থেকে যোবকে উত্তর দিয়ে বললেন,

এ কে, যে জ্ঞানশূন্য কথা দিয়ে
আমার সুমন্ত্রণা আচ্ছন্ন করছে?
বীরের মত কোমর কষে বাঁধ;

আমি তোমাকে প্রশ্ন করব আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।
যখন আমি পৃথিবীর ভিত স্থাপন করছিলাম, তখন তুমি কোথায় ছিলে?
তোমার যখন এত বুদ্ধি, তখন বল দেখি!
তুমি কি জান, কে পৃথিবীর পরিমাপ স্থির করল?
কিংবা, কে তার উপরে মাপকাঠি ধরল?
তার স্তম্ভগুলো কিসের উপরে ভর করে আছে?
কিংবা, কে তার সংযোগপ্রস্তর বসাল?
সেসময়ে প্রভাতী তারানক্ষত্র মিলে আনন্দধ্বনি তুলছিল,
ঈশ্বরসন্তানেরা মিলে জয়ধ্বনি করছিলেন।
সমুদ্র যখন মাতৃগর্ভ ছেড়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল,
কে কবাটের পিছনে তাকে বন্দি করে রাখল?
সেসময়ে আমিই মেঘমালার কাপড় দিয়ে তাকে ঘিরে রাখলাম,
ঘন তমসার কাঁথা দিয়ে তাকে জড়িয়ে রাখলাম।
তারপর আমি তার এলাকা স্থির করলাম,
অর্গল ও কবাট দিয়ে আটকে রাখলাম।
বললাম, তুমি এপর্যন্ত আসবে, আর নয়;
এইখানে তোমার তরঙ্গমালার দর্প চূর্ণ হবে।
তোমার জন্মকাল থেকে তুমি কি প্রভাতকে কখনও আজ্ঞা দিয়েছ?
উষার উদয়-স্থান কি কখনও নির্ধারণ করেছ,
তা যেন পৃথিবীর চারপ্রান্ত ধ'রে
মর্ত থেকে দুর্জনদের ঝেড়ে ফেলে?
তখন পৃথিবী কাদামাটি-সীলমোহরের মত হয়ে ওঠে,
আর সবকিছু পর্বীয় পোশাকের মত প্রকাশ পায়।
তখন দুর্জনেরা আলো-বঞ্চিত হয়,
আঘাত করতে উদ্যত বাহু চূর্ণ হয়।
তুমি সমুদ্রের উৎসধারায় কখনও গিয়ে পৌঁছেছ?
অতল গহ্বরের নিচে কি কখনও চলাচল করেছ?
তোমার কাছে কি মৃত্যুলোকের দ্বার দেখানো হয়েছে?
মৃত্যু-ছায়ার দ্বারও কি কখনও দেখেছ?
তোমার কি কোন ধারণা আছে, কতখানি পৃথিবীর বিস্তার?
তুমি যখন এসব কিছু জান, তখন বল দেখি!
কোন্ পথ ধরে আলোর আবাসে যাওয়া যায়?
কোথায়ই বা অন্ধকারের বাসস্থান?
তবে তুমি তাদের নিজ নিজ এলাকায় নিয়ে যেতে পারবে,
কিংবা কমপক্ষে তাদের বাড়ির পথ দেখাতে পারবে!
তুমি তা জান বৈ কি, সেসময়ে তো তোমার জন্ম হয়েছিল!
তুমি তো বহু বহু দিনের মানুষ!
তুমি কি হিম-ভাণ্ডারে কখনও গিয়ে পৌঁছেছ?
শিলাবৃষ্টির ভাণ্ডারও কি কখনও দেখেছ?
তা আমি সঙ্কটকালের জন্যই রাখছি,
যুদ্ধ-সংগ্রামের দিনের জন্যই তা রাখছি।

কোন্ দিক দিয়ে আলো বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে,
ও পুববাতাস পৃথিবী জুড়ে ব্যাপ্ত হয়?
কে বৃষ্টিধারা পতনের জন্য খাত কেটেছে?
কে বজ্র-বিদ্যুতের জন্য পথ প্রস্তুত করেছে,
যেন জনবিহীন দেশেও বৃষ্টি পড়ে,
জনশূন্য প্রান্তরেও বর্ষা হয়?
তবে মরুভূমিও পিপাসা মেটায়,
তাতে মরুপ্রান্তরেও নতুন ঘাস গজে ওঠে।
বৃষ্টির কি কোন জনক আছে?
শিশিরবিন্দুর জন্মদাতা কে?
বরফ কার্ গর্ভ থেকে নির্গত হয়েছে?
আকাশের নীহারকে কে জন্ম দিয়েছে?
জল পাথরের মত জমে যায়,
অতল গহ্বরের মুখ শক্ত হয়ে যায়।

শ্লোক যোব ৩৮:৩; রো ৯:২০

প্র বীরের মত কোমর কষে বাঁধ; আমি তোমাকে প্রশ্ন করব আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।
উ হে মানুষ, তুমি কে যে ঈশ্বরকে প্রতিবাদ করছ?
প্র কুমোরের গড়া পাত্র কি কুমোরকে বলতে পারে, আমাকে কেন এভাবে গড়েছ?
উ হে মানুষ, তুমি কে যে ঈশ্বরকে প্রতিবাদ করছ?

দ্বিতীয় পাঠ - যোবের পুস্তকে মহাপ্রাণ সাধু গ্রেগরির ব্যাখ্যা **২৯শ পুস্তক ২-৪**

মণ্ডলী উদীয়মান উষার মতই এগিয়ে আসে

যেহেতু প্রভাত ও উষা অন্ধকার থেকে আলোতে উত্তীর্ণ হয়, সেজন্য যুক্তিসঙ্গত ভাবেই মনোনীতদের সমগ্র মণ্ডলী প্রভাত ও উষা বলে অভিহিত। কেননা উষার মত মণ্ডলীও অবিশ্বস্ততার অন্ধকার থেকে বিশ্বাসের আলোতে উত্তীর্ণ হয় ও অন্ধকারের পর দিব্য জ্যোতির প্রভায় দিনের উদয়ে উন্মীলিত হয়। এজন্য পরম গীতে উপযুক্ত ভাষায় বলা হয়, *এ কে, যে উদীয়মান উষার মত অগ্রসর হচ্ছে?* কেননা স্বর্গীয় জীবনের পুরস্কারের আকাঙ্ক্ষী এ পবিত্র মণ্ডলী উষা বলে অভিহিতা, কারণ পাপের অন্ধকার ত্যাগ করতে করতে ধর্মময়তার আলোতে উদ্ভাসিত হয়।

তথাপি প্রভাত ও উষার উদাহরণ বিষয়ে আমাদের সূক্ষ্মতর কিছু রয়েছে যা বিবেচনাযোগ্য। কেননা প্রভাত ও উষা যদিও সংবাদ দেয়, রাত ফুরিয়ে গেছে, তবু দিনের পূর্ণ বিভা প্রকাশ করে না: একটাকে দূর করতে করতে ও অপরটা গ্রহণ করতে করতে আলোকে অন্ধকারের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় রাখে। ফলে আমরা যারা এজীবনে সত্যের অনুসরণ করি, এই আমরা সকলে প্রভাত ও উষা ছাড়া কী? কেননা আলোর যা কর্ম, আমরা তাও সাধন করি, তথাপি অন্ধকারের বাকি কর্মও সাধন করায় ক্ষান্ত নই। এজন্য নবী ঈশ্বরকে বলেন, *তোমার সম্মুখে জীবিত কেউই ধর্মময় নয়!* আরও লেখা আছে, *আমরা সকলে বহু কিছুতে অপরাধী।*

এজন্য পল *রাত শেষ হয়ে এল*, একথা বলার পর বলেননি 'দিন এসে গেছে,' কিন্তু বললেন *দিন কাছে এসে গেছে।* বস্তুতপক্ষে, রাতের প্রস্থানের পর দিন আসেনি কিন্তু কাছে এসে গেছে, একথা যে সমর্থন করে, সে সন্দেহের অতীত এ প্রমাণ দেয় যে, সে সূর্যোদয়ের আগে আবার অন্ধকারের পরেই রয়েছে—অর্থাৎ সে এখনও উষাতেই রয়েছে।

মনোনীতদের পবিত্র মণ্ডলী তখনই সম্পূর্ণরূপে দিন হয়ে উঠবে, যখন সে পাপের ছায়ায় আর আবদ্ধ হবে না। সে তখনই উজ্জ্বল দিন হবে, যখন আন্তরিক জ্যোতির সিদ্ধ ভক্তিতে উদ্ভাসিত হবে।

এজন্য উষা উপযুক্ত ভাবে মধ্যবর্তী অবস্থা বলেও উপস্থাপিত: লেখা রয়েছে, *তুমি উষার স্বকীয় স্থান নির্ধারণ*

করেছ। কেননা তারই কাছে স্বকীয় স্থান দেখানো হয়, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যে আহূত। আর আসলে উষার স্থান কী? আসলে তা কি সনাতন দর্শনের সেই নিখুঁত জ্যোতি নয়? সেই স্থানে চালিত হলে পর, তখনই উষা অতীত রাত্রির অন্ধকার থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হবে। উষা কোন্ স্বকীয় স্থানের দিকে যাচ্ছিল, তা সামসঙ্গীতের রচয়িতা দ্বারাই ব্যক্ত: *জীবনময় ঈশ্বরের জন্য আমার প্রাণ তৃষাতুর, কবে যাব, কবে দেখতে পাব পরমেশ্বরের শ্রীমুখ?* তেমন পরিচিত স্থানের দিকেই উষা দ্রুতপদে অগ্রসর হচ্ছিল: একথা পল তখনই প্রকাশ করেন, যখন বলেন, তিনি দেহ থেকে মুক্ত হয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। এরপর তিনি বলে চলেন, *আমার পক্ষে জীবন খ্রীষ্ট, এবং মৃত্যু লাভ।*

শ্লোক ফিলি ১:৬,৯

প্র তোমাদের অন্তরে যিনি এই উত্তম কাজ আরম্ভ করেছেন, তিনি তা সম্পন্ন করে যাবেন
উ খ্রীষ্টযীশুর দিন পর্যন্ত।
প্র আমি প্রার্থনা করে থাকি, তোমাদের ভালবাসা যেন জ্ঞানে ও সম্পূর্ণ ধীশক্তিতে উত্তরোত্তর উপচে পড়ে
উ খ্রীষ্টযীশুর দিন পর্যন্ত।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ১৬:২৯–১৭:১৬

ইস্রায়েল-রাজ আহাবের আমলে নবী এলিয়

যুদা-রাজ আসার অষ্টাত্রিংশ বর্ষে অম্রির সন্তান আহাব ইস্রায়েলে রাজ্যভার গ্রহণ করেন; অম্রির সন্তান আহাব বাইশ বছর সামারিয়াতে ইস্রায়েলের উপরে রাজত্ব করেন। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, আহাব তেমন কাজই করলেন, এমনকি তাঁর আগেকার সকল রাজার চেয়েও তিনি খারাপ ছিলেন। নেবাটের সন্তান যেরবোয়ামের পাপাচরণ অনুকরণ করা তাঁর পক্ষে যথেষ্ট হল না; না, তিনি সিদোনীয়দের রাজা এৎ-বায়ালের কন্যা যেসাবেলকেই বিবাহ করলেন এবং বায়ালের সেবা করতে ও তার সামনে প্রণিপাত করতে লাগলেন। সামারিয়াতে তিনি বায়ালের উদ্দেশে যে গৃহ গেঁথেছিলেন, সেই গৃহে একটা যজ্ঞবেদি গড়ে তুললেন। আর শুধু তা নয়, আহাব একটা পবিত্র দন্ডও প্রতিষ্ঠা করলেন, এবং তাঁর আগেকার সকল ইস্রায়েল-রাজের চেয়েও তিনি ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে আরও আরও কুকাজ করলেন।

তাঁর আমলেই বেথেলীয় হিয়েল যেরিখো পুনর্নির্মাণ করল; এভাবে প্রভু নূনের সন্তান যোশুয়ার মধ্য দিয়ে যে বাণী দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে সে নিজের জ্যেষ্ঠ পুত্র আবিরামের উপরেই ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করল, এবং নিজের কনিষ্ঠ পুত্র সেগুবের উপরেই নগরদ্বার বসাল।

গিলেয়াদ-অঞ্চলের তিশবে শহরের মানুষ সেই তিশবীয় এলিয় আহাবকে বললেন, 'আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমি নিজে কথা না বললে এই সামনের বছরগুলিতে শিশির বা বৃষ্টি পড়বে না।' তখন প্রভুর বাণী এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'এখান থেকে চলে যাও, পুবদিকেরই পথ ধর; যর্দনের পুব দিকে যে কেরিথ খাদনদী রয়েছে, তার ধারেই লুকিয়ে থাক। সেখানে তুমি খাদনদীর জল খাবে, আর আমার আদেশে দাঁড়কাকেরা তোমার খাবার যোগাড় করে দিয়ে যাবে।' প্রভুর আদেশমত কাজ করে তিনি রওনা দিয়ে, যর্দনের পুব দিকে যে কেরিথ খাদনদী রয়েছে, তার ধারে থাকতে লাগলেন। দাঁড়কাকেরা তাঁর জন্য সকালে রুটি ও মাংস, এবং সন্ধ্যায়ও রুটি ও মাংস নিয়ে আসত, আর তিনি নদীর জল খেতেন। কিন্তু দেশে বৃষ্টি না হওয়ায় কিছু দিন পরে নদীটা শুকিয়ে গেল।

তখন প্রভুর বাণী তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'ওঠ, সিদোন অঞ্চলে সারেপ্তায় গিয়ে সেইখানে থাক; দেখ, তোমার খাবার যোগাড় করার জন্য আমি সেখানকার এক বিধবাকে উপযুক্ত আজ্ঞা দিয়েছি।' তিনি উঠে সারেপ্তার দিকে রওনা হলেন। তিনি নগরদ্বারে প্রবেশ করছেন, এমন সময় দেখ, সেখানে এক বিধবা কাঠ

কুড়োচ্ছে। তাকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'একটা পাত্রে করে কিছুটা জল আন; আমি খাব।' স্ত্রীলোকটি তা আনতে যাচ্ছে, তখন তিনি তার পিছনে ডাক দিয়ে বললেন, 'হাতে করে এক টুকরো রুটিও আন।' সে উত্তরে বলল, 'তোমার পরমেশ্বর সেই জীবনময় প্রভুর দিব্যি! আমার ঘরে একখানা সেকা রুটিও নেই; আছে শুধু জালার মধ্যে একমুঠো ময়দা আর কুঁজোর মধ্যে খানিকটা তেল। দেখ, আমি দু' চার টুকরো কাঠ কুড়োচ্ছি; নিয়ে গিয়ে আমার জন্য ও আমার ছেলেটির জন্য রান্না করব; আমরা খাব, তারপর মরব!' কিন্তু এলিয় তাকে বললেন, 'ভয় করো না; এখন ঘরে যাও, তুমি যা বললে তাই কর; কিন্তু আগে আমার জন্য ছোট্ট একটা রুটি তৈরি কর আর তা এখানে নিয়ে এসো; তারপর তোমার নিজের জন্য ও তোমার ছেলেটির জন্য কিছু রান্না কর। কেননা ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: যেদিন পর্যন্ত প্রভু পৃথিবীতে বৃষ্টি না আনেন, সেদিন পর্যন্ত ময়দার জালা শূন্য হবে না, তেলের কুঁজো খালি হবে না।' সে গিয়ে এলিয়ের কথামত কাজ করল। আর বেশ কয়েক দিন ধরে সে, নবী নিজে আর সেই ছেলে খেতে পেল, ময়দার জালাও শূন্য হল না, তেলের কুঁজোও খালি হল না, ঠিক যেমনটি প্রভু এলিয়ের মধ্য দিয়ে বলে রেখেছিলেন।

শ্লোক যাকোব ৫:১৭-১৮; সিরা ৪৮:১,৩

প্র এলিয় মনপ্রাণ দিয়ে প্রার্থনা করলেন যেন বৃষ্টি না হয়, আর বৃষ্টি হল না।
উ পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন, আর আকাশ জল মঞ্জুর করল।
প্র একসময় এলিয় নবীর উদ্ভব হল: তিনি আগুনের মত, তাঁর বাণী মশালের মত জ্বলন্ত। প্রভুর বাণীগুণে তিনি আকাশ রুদ্ধ করলেন;
উ পরে তিনি আবার প্রার্থনা করলেন, আর আকাশ জল মঞ্জুর করল।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'ঐশরহস্যগুলি প্রসঙ্গ' ১-৭

দীক্ষাস্নানের পূর্ববর্তী ধর্মক্রিয়া সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষা

কুলপতিদের কর্মকীর্তি বা প্রবচনমালার আদেশগুলো পাঠ করতে করতে আমরা ধর্মনীতি সংক্রান্ত দৈনিক শিক্ষা প্রদান করে এসেছি, যেন তাঁদের দ্বারা গঠিত ও উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে তোমরা প্রবীণদের পথে প্রবেশ করতে, তাঁদের জীবনপথে চলতে ও ঐশবচনগুলি পালন করতে অভ্যস্ত হতে পার; যাতে করে দীক্ষাস্নান দ্বারা নবীভূত হয়ে দীক্ষাস্নাতদের যোগ্য জীবনাচরণ দেখাতে পার।

এখন এমন সময় উপস্থিত, যা রহস্যগুলি সম্বন্ধে কথা বলতে ও সাক্রামেন্তগুলির আসল প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে আমাদের আহ্বান করে। তেমন কিছু যদি অদীক্ষিতদের কাছে দীক্ষাস্নানের আগেই ব্যক্ত করতে সিদ্ধান্ত নিতাম, তাহলে, আমরা মনে করি, ব্যাখ্যা করার চেয়ে বরং এ শিক্ষার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করতাম। তাছাড়া এ কথাও বলা বাঞ্ছনীয় যে, হালকা কোন উপদেশ আগে না দেওয়া থাকলে তবেই রহস্যগুলির স্বয়ং আলো অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে শ্রোতাদের মনে অধিক উজ্জ্বলতর ভাবেই প্রবেশ করবে।

অতএব কান খোল ও অনন্ত জীবনের সেই সুগন্ধ ঘ্রাণ কর, যা সাক্রামেন্তগুলি-দানে তোমাদের শ্বাসে প্রবিষ্ট হয়েছে। তেমন কথা আমরা তখনই প্রতীকাকারে তোমাদের দেখিয়েছিলাম, যখন কান-উন্মোচন-রহস্য উদ্‌যাপন করে বলেছিলাম, *এফ্ফাথা, অর্থাৎ খুলে যাও*, যাতে যারা অনুগ্রহের কাছে এগিয়ে আসতে উদ্যত হচ্ছিল, তারা এক একজন জানতে পারত তাকে কী প্রশ্ন করা হবে, ও মনে রাখতে পারত কী উত্তর দিতে হবে। আমরা যেমন পড়ে থাকি, খ্রীষ্ট তেমন রহস্য সুসমাচারে তখনই উদ্‌যাপন করলেন, যখন সেই কালা ও বোবা লোককে নিরাময় করলেন।

এরপর তোমার কাছে পবিত্রস্থান উন্মুক্ত হল, ও তুমি নবজন্মের পুণ্যালয়ে প্রবেশ করলে। তোমাকে যা প্রশ্ন করা হয়েছিল, তা জপ করতে থাক, তুমি যে উত্তর দিয়েছিলে, তা স্মরণে রাখ। তুমি দিয়াবলকে ও তার সমস্ত কর্ম, এবং সংসার ও তার সমস্ত ললুপতা ও অভিলাষ প্রত্যাখ্যান করেছিলে। তোমার কণ্ঠ মৃতদের সমাধিস্থানে নয়, জীবিতদের গ্রন্থেই রাখা আছে।

[দীক্ষাকুণ্ডের ধারে] তুমি লেবীয়কে দেখেছিলে, যাজককে দেখেছিলে, মহাযাজককে দেখেছিলে। দৈহিক

চেহারা নয়, সেবা-পদের অনুগ্রহই লক্ষ কর। স্বর্গদূতদের সামনেই তো তুমি কথা বলেছিলে, যেমনটি লেখা আছে, *যাজকের ওষ্ঠ সদ্‌জ্ঞান রক্ষা করে, ও তাঁর মুখ থেকে মানুষ বিধানেরই অন্বেষণ করে, কারণ তিনি সেনাবাহিনীর প্রভুর বাণীদূত।* এব্যাপারে ভুল করা চলবে না, অস্বীকার করাও চলবে না যে, যিনি খ্রীষ্টের রাজ্য ও অনন্ত জীবনের সংবাদ দেন, তিনি বাণীদূত। চেহারার জন্য নয়, ভূমিকার জন্যই তাঁর বিচার কর: চিন্তা কর তিনি তোমাকে কী দিলেন, তাঁর দেওয়া দায়িত্বের কথা ভাব, তাঁর পদ মেনে নাও।

তারপর তোমার সেই প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনবার জন্য প্রবেশ ক'রে (যাকে তুমি, ধরা হয়, মুখোমুখিই প্রত্যাখ্যান করেছ) তুমি পুব দিকে ফিরেছিলে, কারণ দিয়াবলকে যে প্রত্যাখ্যান করে, সে খ্রীষ্টের দিকেই ফেরে, তাঁকে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতেই লক্ষ করে।

শ্লোক তীত ৩:৩,৫; এফে ২:৩ দ্রঃ

প্র একসময় আমরাও ছিলাম নির্বোধ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, যত কামনা-বাসনা ও আমোদপ্রমোদের দাস,
উ কিন্তু তাঁর দয়া গুণেই তিনি নবজন্মের জলপ্রক্ষালন ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করলেন।
প্র একসময় আমরা সকলে মাংসের সমস্ত অভিলাষ অনুসারে জীবনযাপন করতাম, স্বভাবত ঐশক্রোধের পাত্র ছিলাম,
উ কিন্তু তাঁর দয়া গুণেই তিনি নবজন্মের জলপ্রক্ষালন ও পবিত্র আত্মার নবীকরণ দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ৪০:১-১৪; ৪২:১-৬

যোব ঈশ্বরের মাহাত্ম্যের বশ্যতা স্বীকার করেন

প্রভু যোবকে বললেন,

প্রতিবাদী কি সর্বশক্তিমানের সঙ্গে তর্ক করবে?
ঈশ্বরের অভিযোক্তা তবে উত্তর দিক!

তখন যোব প্রভুকে উদ্দেশ করে বললেন,

দেখ, আমি ছোট্ট; তোমাকে কী উত্তর দেব?
আমি নিজ মুখে হাত দিলাম!
আমি একবার কথা বলেছি, আর প্রতিবাদ করব না;
দু'বার কথা বলেছি, আর বলব না।
তখন প্রভু ঘূর্ণিবায়ুর মধ্য থেকে যোবকে উত্তর দিলেন। বললেন:
বীরের মত কোমর কষে বাঁধ;
আমি তোমাকে প্রশ্ন করব আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।
তুমি কি সত্যিই আমার বিচার মুছে দেবে?
নিজেকে নির্দোষী করার জন্য কি আমাকে দোষী করবে?
তোমার বাহুতে কী ঈশ্বরের শক্তি আছে?
তুমিও কি তাঁর মত বজ্রনাদ তুলতে পার?
আচ্ছা, মহিমা ও মহত্ত্বে ভূষিত হও,
প্রভা ও গৌরবে পরিবৃত হও;
তোমার ক্রোধের হুঙ্কার ছড়িয়ে দাও,
প্রতিটি দর্পীকে লক্ষ করে নামিয়ে দাও;
প্রতিটি দর্পীকে লক্ষ করে নত কর,

দুর্জনেরা যেইখানে থাকুক না কেন তাদের মাড়িয়ে দাও ;
তাদের মিলিত করে সকলকেই ধুলায় আচ্ছন্ন কর,
অন্ধকারে তাদের মুখ আটকে দাও ;
তখন আমিই প্রথম তোমাকে সম্মান দেখাব,
তুমি যে তোমার ডান হাতে বিজয়ী হলে !

তখন যোব প্রভুকে উত্তর দিয়ে বললেন :

আমি বুঝতে পারছি, তোমার পক্ষে সবই সাধ্য,
তোমার কোন সঙ্কল্প বৃথা যেতে পারে না।
সে-ই কে, যে জ্ঞানবিহীন হয়ে তোমার সুমন্ত্রণা আচ্ছন্ন করতে পারে?
সত্যি, আমি যা বুঝি না, তেমন কথাই আমি বলেছি,
এমন কথা, যা আমার পক্ষে দুরূহ, আমার বোধের অতীত।
আমি নাকি বলছিলাম, 'দোহাই তোমার, শোন, আর আমি কথা বলব ;
আমি তোমাকে প্রশ্ন করব, আর তুমি আমাকে উদ্বুদ্ধ করবে।'
আগে আমি পরের কথা শুনেই তোমাকে জানতাম ;
এখন কিন্তু আমার নিজের চোখই তোমাকে দেখতে পাচ্ছে ;
এজন্য ধুলা ও ছাই অবজ্ঞা করলেও
আমি এখন সান্ত্বনা পাই।

শ্লোক যোব ৪২:৫-৬; ৪০:৫,৪

প্র আগে আমি পরের কথা শুনেই তোমাকে জানতাম ; এখন কিন্তু আমার নিজের চোখই তোমাকে দেখতে পাচ্ছে ;

উ এজন্য ধুলা ও ছাই অবজ্ঞা করলেও আমি এখন সান্ত্বনা পাই।

প্র আমি একবার কথা বলেছি, আর প্রতিবাদ করব না ; দু'বার কথা বলেছি, আবার বলব না। আমি নিজ মুখে হাত দিলাম ;

উ এজন্য ধুলা ও ছাই অবজ্ঞা করলেও আমি এখন সান্ত্বনা পাই।

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যাণ্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইনের 'রচনাবলি' **৬ষ্ঠ বিভাগ**

প্রভু হৃদয়ের ভাবনা ও সঙ্কল্প নির্ণয় করেন

প্রভু আমাদের হৃদয়ের ভাবনা ও সঙ্কল্প সকল জানেন ; কোন সন্দেহ নেই, তিনি সবগুলোকেই জানেন, আমরা কিন্তু কেবল সেগুলোকে জানি, যেগুলোকে তিনি বিচার-অনুগ্রহের মধ্য দিয়ে আমাদের বুঝতে দেন। আসলে আমাদের অন্তরে যে মানবাত্মা, সেই আত্মা মানুষের মধ্যে যা কিছু আছে, তা সব জানে না, এবং মানুষের যে চিন্তা-ভাবনা আত্মা সচেতন বা অচেতন হয়ে অনুভব করে, সেগুলোকে এমন ভাবে অনুভব করে যা সবসময় বাস্তব নয়। আর যেগুলোকে আত্মা মনশ্চক্ষু দ্বারা অনুভব করে, কালিমাভুক্ত দৃষ্টিশক্তির দরুন তাও সূক্ষ্ম ভাবে অনুভব করতে পারে না।

বস্তুতপক্ষে প্রায়ই আমাদের নিজেদের বিচারশক্তি দ্বারা, বা অন্য মানুষ দ্বারা, কিংবা সেই প্রবঞ্চক দ্বারা আমাদের কাছে ভক্তিময় বলে এমন কিছুই উপস্থাপিত হয়, যা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে কোন মতেই পুরস্কারের যোগ্য নয়। কেননা প্রকৃত সদ্‌গুণগুলির, এমনকি রিপুগুলিরও এমন জালবাজি রয়েছে যা মনশ্চক্ষু ভোলায়, ও এমন যাদুর মতই মনের দৃষ্টিকে প্রতারণা করে যে প্রায়ই মনে হয়, মঙ্গলের রূপ অমঙ্গলের মধ্যে রয়েছে, ও একই প্রকারে অমঙ্গলের রূপ মঙ্গলের মধ্যে রয়েছে। এ সমস্ত কিছু হল আমাদের হীনাবস্থা ও অজ্ঞতার ভাগ্য, যা আমাদের পক্ষে বহু নিন্দার যোগ্য, বহু ভয়েরও যোগ্য।

কেননা লেখা আছে, *এমন কতগুলো পথ আছে, যা মানুষের চোখে সোজা-সরল, কিন্তু যার পরিণাম মৃত্যু-পথ।*

তেমন বিপদ এড়াবার জন্য ধন্য যোহন আমাদের উপদেশ দিয়ে বলেন, *তোমরা আত্মাগুলিকে বিচার কর, সেগুলো ঈশ্বর থেকে আসে কিনা।* সেগুলো ঈশ্বর থেকে আসে কিনা, কেইবা তেমন বিচার করতে সক্ষম, যদি ঈশ্বর থেকে তাকে আত্মাগুলোর সেই নির্ণয়শক্তি দেওয়া না হয়, যাতে সে সূক্ষ্মরূপে ও প্রকৃত বিচারমানেই আত্মিক ভাবনা, আসক্তি ও সঙ্কল্প পরীক্ষা করতে পারে? বস্তুতপক্ষে নির্ণয়শক্তি হল সমস্ত সদ্‌গুণের জননী, ও নিজের জীবন কি পরের জীবন পরিচালনা ও সংস্কার করার জন্য তেমন নির্ণয়শক্তি সকলেরই প্রয়োজন।

ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করার সঙ্কল্প ন্যায্য সঙ্কল্প; যে ধারণা ঈশ্বরের দিকে সরলভাবেই ধাবিত, সে ধারণা ধর্মময়। ফলে চোখ যদি সরল হয়, তাহলে আমাদের জীবনের ও আমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের গোটা রূপটাও উজ্জ্বল হবে। কিন্তু সরল চোখ চোখও হয়, সরলও হয়, কারণ চোখ হওয়ায় ন্যায্য সঙ্কল্পের মধ্য দিয়ে দেখে কী করণীয়, ও সরল হওয়ায় ধর্মময় ধারণার মধ্য দিয়ে সরলভাবেই তাই সাধন করে যা দুমনা ভাবে করণীয় নয়। ন্যায্য সঙ্কল্প কোন ভুল মেনে নেয় না; ধর্মময় ধারণা যত প্রবঞ্চনা দূর করে দেয়। এই তো প্রকৃত নির্ণয়শক্তি, অর্থাৎ ন্যায্য সঙ্কল্প ও ধর্মময় ধারণার সমন্বয়।

সুতরাং সমস্ত কিছু নির্ণয়শক্তির আলোয় করণীয়—ঠিক যেন ঈশ্বরের মধ্যে ও ঈশ্বরের সামনে।

শ্লোক মিখা ৬:৮; সাম ৩৭:৩

প্র হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, এবং প্রভু তোমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা করেন, তা তোমাকে বলাই হয়েছে;
উ শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।
প্র প্রভুতে ভরসা রাখ, সৎকর্ম কর, তবেই এ দেশে বসবাস করবে।
উ শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ১৮:১৬খ-৪০

কার্মেলে যজ্ঞানুষ্ঠান

সেসময়, আহাব এলিয়ের দিকে গেলেন। এলিয়কে দেখামাত্র আহাব বলে উঠলেন, 'এই যে তুমি আছ, তুমি যে ইস্রায়েলের সর্বনাশ!' এলিয় উত্তরে বললেন, 'আমি ইস্রায়েলের সর্বনাশ নই, বরং আপনি ও আপনার পিতৃকুল, আপনারা মিলেই তাই! কেননা আপনারা প্রভুর আজ্ঞাগুলি ত্যাগ করেছেন, আর আপনি বায়াল দেবের অনুগামী হয়েছেন। এখন আদেশ দিয়ে সমস্ত ইস্রায়েলকে কার্মেল পর্বতে আমার কাছে সম্মিলিত করুন; আর সঙ্গে সম্মিলিত করুন বায়াল দেবের নবী সেই চারশ' পঞ্চাশজনকে ও আশেরা দেবীর নবী সেই চারশ'জনকে, যারা যেসাবেলের খাবার টেবিলে পোষা।'

আহাব সমস্ত ইস্রায়েল সন্তানকে সেখানে আহ্বান করলেন, এবং কার্মেল পর্বতে সেই নবীদের সম্মিলিত করলেন। এলিয় সমস্ত লোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে থাকবে? প্রভুই যদি পরমেশ্বর হন, তবে তাঁরই অনুসরণ কর! বায়ালই যদি হয়, তবে তারই অনুসরণ কর।' কিন্তু লোকেরা তাঁকে কোন উত্তর দিল না। লোকদের উদ্দেশ করে এলিয় বলে চললেন, 'আমি, কেবল একা এই আমিই প্রভুর নবী বলে একা রয়েছি; কিন্তু বায়ালের নবীরা চারশ' পঞ্চাশজন আছে। আমাদের জন্য দু'টো ষাঁড় আনা হোক। ওরা নিজেদের জন্য একটা বেছে নিক, ও টুকরো টুকরো করে কাঠের উপরে সাজিয়ে রাখুক, কিন্তু তাতে যেন আগুন না ধরায়। আমিও অন্য ষাঁড়টা একইভাবে প্রস্তুত করে কাঠের উপরে সাজিয়ে রাখব, কিন্তু তাতে আগুন ধরাব না। তারপর তোমরা তোমাদের দেবতার নাম করবে, আর আমি প্রভুর নাম করব। যে ঈশ্বর আগুন

পাঠিয়ে সাড়া দেবেন, তিনিই পরমেশ্বর!' সকল লোক উত্তর দিল: 'ঠিক কথা!'

এলিয় বায়ালের নবীদের বললেন, 'ষাঁড়টা বেছে নিয়ে তোমরাই শুরু করে নাও, কারণ সংখ্যায় তোমরাই বেশি। তোমাদের দেবতার নাম কর, কিন্তু আগুন ধরাবে না।' ওরা ষাঁড়টা নিল, তা প্রস্তুত করল, এবং সকালবেলা থেকে দুপুরবেলা পর্যন্ত বায়ালের নাম করতে থাকল; চিৎকার করে বলছিল: 'বায়াল, আমাদের সাড়া দাও!' কিন্তু কারও কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছিল না, কোন সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না, আর একই সময়ে ওরা, যে যজ্ঞবেদি তৈরি করেছিল, তার চারদিকে লাফালাফি করে নাচতে থাকল। দুপুর এল: তখন এলিয় তাদের বিদ্রূপ করতে লাগলেন; তিনি বলছিলেন, 'আরও জোরে ডাক, সে নিশ্চয়ই দেবতা! হয় তো সে অন্যমনস্ক আছে, হয় তো ব্যস্ত আছে, হয় তো বা কোথাও ঘুরে বেড়াচ্ছে; কিংবা কি জানি, হয় তো ঘুমিয়ে পড়েছে, তবে তাকে জাগানো চাই!' তাই ওরা আরও জোর গলায় চিৎকার করতে লাগল, এবং তাদের প্রথামত খড়্গ ও বর্শা দ্বারা নিজেদের দেহ কাটাকাটি করতে লাগল—শেষে তাদের গা সম্পূর্ণই রক্তাক্ত হল। দুপুর পার হয়ে গেছিল, আর ওরা তখনও ভাবোন্মত্ত হয়ে চিৎকার করে প্রলাপ বকছিল—এর মধ্যে বলি উৎসর্গের সময় এসে গেছিল, কিন্তু তবুও কারও কণ্ঠস্বরও শোনা যাচ্ছিল না, কোন সাড়াও পাওয়া যাচ্ছিল না, ওদের প্রতি মনোযোগের কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছিল না।

তখন এলিয় সমস্ত লোককে বললেন: 'কাছে এগিয়ে এসো!' সকলে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। প্রভুর যে যজ্ঞবেদি একসময় ভেঙে দেওয়া হয়েছিল, তিনি তা মেরামত করলেন। প্রভু যে যাকোবকে একথা বলেছিলেন, 'তোমার নাম হবে ইস্রায়েল', সেই যাকোবের সন্তানদের গোষ্ঠী-সংখ্যা অনুসারে এলিয় বারোটা পাথর নিয়ে সেগুলি দিয়ে প্রভুর নামের উদ্দেশে একটি যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; বেদির চারপাশে দুই সেয়া পরিমাণ বীজ ধরতে পারে, এমন একটা নালা কাটলেন। তারপর তিনি কাঠ সাজিয়ে ষাঁড়টা টুকরো টুকরো করে কাঠের উপরে রাখলেন। আর বললেন, 'চার জালা জল ভরে এই আহুতিবলির উপরে ও কাঠের উপরে ঢেলে দাও।' তারা তাই করল। তিনি বললেন, 'আবার তাই কর।' আর তারা আবার তাই করল। তিনি বললেন, 'তৃতীয়বারের মত কর।' আর তারা তৃতীয়বারের মত তাই করল। বেদির চারপাশে জল বয়ে যেতে লাগল; নালাটাও জলে ভরে গেল।

বলি উৎসর্গের সময়ে নবী এলিয় এগিয়ে এসে বললেন, 'হে প্রভু, আব্রাহাম, ইসায়াক ও ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, আজ একথা জ্ঞাত হোক যে, ইস্রায়েলে তুমিই পরমেশ্বর, এবং আমি তোমার দাস, এবং তোমার আদেশেই এই সমস্ত কিছু করেছি। প্রভু, আমাকে সাড়া দাও, আমাকে সাড়া দাও, যেন এই লোকেরা জানতে পারে যে তুমিই, হে প্রভু, তুমিই পরমেশ্বর, এবং তুমি এদের মন পুনর্জয় করছ!'

তখন প্রভুর আগুন নেমে পড়ল, এবং আহুতিবলি, কাঠ, পাথর ও ধুলা সবই গ্রাস করল, এবং নালার মধ্যকার সেই জলও চেটে খেল। তা দেখে সমস্ত লোক উপুড় হয়ে পড়ল; তারা বলে উঠল: 'প্রভুই পরমেশ্বর, প্রভুই পরমেশ্বর!' এলিয় বললেন, 'বায়ালের নবীদের ধর, তাদের একজনকেও পালাতে দিয়ো না।' তারা তাদের ধরল, আর এলিয় কিশোন খাদনদীর ধারে তাদের নামিয়ে এনে সেখানে তাদের মেরে ফেললেন।

শ্লোক ১ রাজা ১৮:২১; মথি ৬:২৪

প্র এলিয় সমস্ত লোকের সামনে এগিয়ে গিয়ে বললেন, তোমরা আর কতকাল দুই নৌকায় পা দিয়ে থাকবে?
উ প্রভু যদি পরমেশ্বর হন, তবে তাঁরই অনুসরণ কর।
প্র দুই মনিবের সেবায় থাকা কারও পক্ষে সম্ভব নয়: ঈশ্বর ও ধন, উভয়ের সেবায় থাকা তোমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।
উ প্রভু যদি পরমেশ্বর হন, তবে তাঁরই অনুসরণ কর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'ঐশরহস্যগুলি প্রসঙ্গ' ৮-১১

আমরা জল ও পবিত্র আত্মা থেকেই নবজন্ম গ্রহণ করি

দীক্ষাকুণ্ডের ধারে তুমি কী দেখেছিলে? জল দেখেছিলে বটে, কিন্তু কেবল জল নয়; অনুষ্ঠান চালাতে লেবীয়েরাও ছিলেন, প্রশ্ন করতে ও তৈলাভিষিক্ত করতে মহাযাজকও ছিলেন। সর্বপ্রথমে প্রেরিতদূত তোমাকে এ

শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, *দৃশ্য বিষয়ের দিকে নয়, অদৃশ্য বিষয়ের দিকেই লক্ষ রাখা দরকার, কারণ যা দৃশ্য তা ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু যা অদৃশ্য তা চিরস্থায়ী।* অন্যত্র তুমি একথা পড়তে পার যে, ঈশ্বরের *অদৃশ্য গুণ, অর্থাৎ তাঁর সনাতন পরাক্রম ও ঈশ্বরত্ব, জগতের সৃষ্টিলগ্ন থেকে বোধশক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর নানাবিধ সৃষ্টিকর্মে দৃষ্টিগোচর হচ্ছে।* এজন্য স্বয়ং প্রভুও বললেন, *তোমরা আমাকে বিশ্বাস না করলেও সেই সমস্ত কর্মেই বিশ্বাস রাখ।* তাই তুমি বিশ্বাস কর যে সেখানেই তাঁর ঈশ্বরত্বের উপস্থিতি। তুমি কি তাঁর কর্মে বিশ্বাস কর, অথচ তাঁর উপস্থিতি বিশ্বাস কর না? কেমন করে কর্ম পরেই আসবে, যদি না আগে উপস্থিতি এসে থাকে?

তথাপি ভেবে দেখ এ রহস্য কতই না প্রাচীন ও জগৎসৃষ্টি থেকেই নানা পূর্বপ্রতীকে প্রদর্শিত। সেই আদিতে, যখন ঈশ্বর আকাশ ও পৃথিবী গড়লেন, তখন—লেখা আছে—*আত্মা জলরাশির উপরে চলাফেরা করছিলেন।* যিনি চলাফেরা করছিলেন, তিনি কি সেই জলরাশির উপরে ক্রিয়াশীল ছিলেন না? আমি কিন্তু কেন 'ক্রিয়াশীল' কথাটা বলব? তাঁর উপস্থিতির দিক দিয়ে তিনি তো চলাফেরাই করছিলেন। চলাফেরা করছিলেন যিনি, তিনি কি ক্রিয়াশীল ছিলেন না? জগৎসৃষ্টি হতে হতে তিনি যে ক্রিয়াশীল ছিলেন, একথা তুমি তখনই স্বীকার কর, যখন নবী তোমাকে বলেন, *প্রভুর বাণীতেই গড়ে উঠল আকাশমণ্ডল, তাঁর মুখের আত্মা দ্বারাই তার যত বাহিনীর আবির্ভাব।* নবীয় সাক্ষ্যদান এ কথা দু'টোর ভিত্তি, তথা তিনি চলাফেরা করছিলেন, আবার তিনি ক্রিয়াশীল ছিলেন। তিনি যে চলাফেরা করছিলেন, একথা মোশীই বললেন; আর তিনি যে ক্রিয়াশীল ছিলেন, এবিষয়ে দাউদই সাক্ষ্য দিলেন।

অন্য একটা সাক্ষ্য ধর। নিজের সমস্ত শঠতার ফলে সমস্ত মাংস বিকৃত ছিল। তিনি বলে চলেন, *আমার আত্মা মানুষদের মধ্যে থাকবেন না, কারণ তারা মাংসমাত্র।* এতে ঈশ্বর দেখান, মাংসের কলুষ ও পাপের গুরুতর কালিমার দরুন ঐশআত্মার অনুগ্রহ দূরে চলে যায়। তাই ঈশ্বর যা কিছু দিয়েছিলেন, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে ইচ্ছা করে জলপ্লাবন ঘটালেন ও সেই ধর্মিষ্ঠ নোয়াকে জাহাজে উঠতে আদেশ দিলেন। জলপ্লাবন শেষে তিনি প্রথমে সেই কাকটা ছাড়লেন যা ফিরল না, পরে সেই কপোত ছাড়লেন যা—শাস্ত্রের বর্ণনা অনুসারে—জলপাইগাছের শাখা মুখে করে ফিরে এল। তুমি তো জল দেখতে পাচ্ছ, কাষ্ঠ দেখতে পাচ্ছ, কপোত দেখতে পাচ্ছ, অথচ রহস্যটির বিষয়ে কি সন্দেহ কর?

জলেই মাংস ডোবানো হয় যাতে মাংসের সমস্ত পাপ ধৌত হতে পারে। সেই জলেই লজ্জাকর সমস্ত কিছু সমাহিত। কাষ্ঠেই প্রভু যীশু বিদ্ধ হলেন যখন আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগ করলেন। হ্যাঁ, তুমি নবসন্ধিতে শিখেছ, কপোতের আকারেই সেই পবিত্র আত্মা নেমে এলেন, যিনি তোমার প্রাণে শান্তি ও তোমার মনে স্থৈর্য্য সঞ্চার করেন।

শ্লোক ইসা ৪৪:৩,৪; যোহন ৪:১৪

প্র আমি তৃষাতুর ভূমির উপরে জল, ও শুষ্ক মাটির উপরে খরস্রোত প্রবাহিত করব। তোমার বংশের উপরে আমার আত্মা বর্ষণ করব,

উ তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজে উঠবে।

প্র আমি যে জল দেব, সেই জলই তার অন্তরে এমন এক জলের উৎস হয়ে উঠবে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী;

উ তারা জলস্রোতের ধারে ঝাউগাছের মত গজে উঠবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোব ৪২:৭-১৭

ঈশ্বর যোবের ধর্মময়তা স্বীকার করে
তাঁকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন

যোবকে এই সমস্ত কথা বলার পর প্রভু তেমান-নিবাসী এলিফাজকে বললেন, 'তোমার ও তোমার দুই বন্ধুর উপর আমার আক্রোশ জ্বলে উঠেছে, কারণ আমার দাস যোব আমার বিষয়ে যেমন যথার্থ কথা বলেছে, তোমরা

সেইমত কথা বলনি। সুতরাং তোমরা সাতটা বাছুর ও সাতটা ভেড়া নিয়ে আমার দাস যোবের কাছে গিয়ে তোমাদের কল্যাণে আহুতি দাও; আর আমার দাস যোব তোমাদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করবে, যেন তার খাতিরে আমি তোমাদের নির্বুদ্ধিতার শাস্তি না দিই; কেননা আমার দাস যোব আমার বিষয়ে যেমন যথার্থ কথা বলেছে, তোমরা সেইমত কথা বলনি।'

তখন তেমান-নিবাসী এলিফাজ, শুয়াহ্-নিবাসী বিল্দাদ ও নায়ামাথ-নিবাসী জোফার গিয়ে প্রভুর কথামত কাজ করলেন; এবং প্রভু যোবের প্রার্থনা গ্রহণ করলেন।

যোব তাঁর বন্ধুদের জন্য প্রার্থনা নিবেদন করার পর প্রভু তাঁকে তাঁর আগের অবস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন; এমনকি প্রভু যোবের আগেকার সম্পদ দ্বিগুণ করলেন।

তাঁর সকল ভাই, বোন, আর আগেকার পরিচিতজনেরা সকলেই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এল; তাঁর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া করে তারা তাঁকে সহানুভূতি দেখাল, এবং প্রভু তাঁর উপর যত অমঙ্গল এনেছিলেন, তার জন্য তাঁকে সান্ত্বনা দিল; তারা এক একজন তাঁকে একটা করে রুপোর মুদ্রা ও একটা করে সোনার আঙটি উপহার দিল।

প্রভু আগেরটার চেয়ে যোবের এই বর্তমান অবস্থাকেই বেশি আশীর্বাদ করলেন, ফলে যোব চৌদ্দ হাজার মেষ, ছ'হাজার উট, এক হাজার জোড়া বলদ ও এক হাজার গাধীর মালিক হলেন। তাঁর ঘরে আরও সাত ছেলে ও তিন মেয়ের জন্ম হল। তিনি বড় মেয়ের নাম ঘুঘু, দ্বিতীয়জনের নাম দারুচিনি, ও তৃতীয়জনের নাম কাজল রাখলেন। যোবের মেয়েদের মত সুন্দরী তরুণী সমস্ত দেশে মিলল না; তাদের পিতা তাদের ভাইদের সঙ্গে তাদেরও উত্তরাধিকারিণী করলেন।

এই সমস্ত কিছুর পর যোব আরও একশ' চল্লিশ বছর বেঁচে থেকে চতুর্থ প্রজন্ম পর্যন্ত তাঁর পুত্রপৌত্রদের দেখতে পান। শেষে, বৃদ্ধ ও পূর্ণায়ু হয়ে যোবের মৃত্যু হয়।

শ্লোক যোব ৪২:১০,১১,১২; ১ করি ১০:১৩

প্র প্রভু যোবের আগেকার সম্পদ দ্বিগুণ করলেন, আর তাঁর ভাইয়েরা এসে তাঁকে
সহানুভূতি দেখাল।
উ প্রভু আগেরটার চেয়ে যোবের এই বর্তমান অবস্থাকেই বেশি আশীর্বাদ করলেন।
প্র ঈশ্বর তো বিশ্বস্ত; তিনি তোমাদের শক্তির ঊর্ধ্বে তোমাদের পরীক্ষিত হতে দেবেন না, বরং পরীক্ষার সঙ্গে
সঙ্গে তিনি তা সহ্য করার শক্তি দেওয়ায় রেহাই পাবার উপায়ও দেবেন।
উ প্রভু আগেরটার চেয়ে যোবের এই বর্তমান অবস্থাকেই বেশি আশীর্বাদ করলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আকুইনোর সাধু টমাসের ব্যাখ্যা ১৪:২

সত্যকার জীবনে পৌঁছানোর পথ

পথ স্বয়ং খ্রীষ্ট, এজন্য তিনি বলেন, *আমিই পথ।* আর একথা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসঙ্গত, কারণ *তাঁর মধ্য দিয়েই আমরা পিতার কাছে প্রবেশাধিকার পেয়েছি।*

আর যেহেতু এ পথ গন্তব্যস্থান থেকে দূরবর্তী নয়, বরং তার সঙ্গে সংযুক্ত, সেজন্য তিনি বলেন, *আমিই সত্য ও জীবন,* আর এভাবে তিনি নিজে একাধারে হন পথ ও গন্তব্যস্থান: মানবতা অনুসারে তিনি পথ, ঈশ্বরত্ব অনুসারে তিনি গন্তব্যস্থান। সুতরাং মানুষ হওয়ায় তিনি বলেন *আমিই পথ;* ও ঈশ্বর হওয়ায় তিনি বলে চলেন *আমিই সত্য ও জীবন।* এ কথা দু'টোর মধ্য দিয়ে এ পথের গন্তব্যস্থান উত্তমরূপেই প্রদর্শিত।

কেননা এ পথের গন্তব্যস্থান হল মানব আকাঙ্ক্ষার লক্ষ্য; মানুষ প্রকৃতপক্ষে দু'টো জিনিসের আকাঙ্ক্ষা করে: প্রথম, সেই সত্যজ্ঞান যা তার মানবস্বরূপের স্বীয় বৈশিষ্ট্য; দ্বিতীয়, তার সেই আপন অস্তিত্বের ধারাবাহিকতা যা অন্য সমস্ত জিনিসেরও সাধারণ বৈশিষ্ট্য। খ্রীষ্ট কিন্তু হলেন সত্যজ্ঞান লাভের জন্য পথ, কারণ তিনি নিজেই সত্য: *প্রভু, আমাকে সত্যে চালনা কর, আর আমি তোমার পথে চলব।* খ্রীষ্ট আবার হলেন জীবনলাভের জন্যও

পথ, কারণ তিনি নিজেই জীবন: *তুমি আমাদের জানিয়েছ জীবনের পথ।*

আর এজন্য তিনি এ পথের গন্তব্যস্থান সত্য ও জীবন বলেই নির্ধারণ করলেন—শব্দ দু'টোর ব্যাখ্যা উপরেই দেওয়া হয়েছে। প্রথমে তিনি হচ্ছেন জীবন, যেমনটি লেখা আছে, *তাঁর মধ্যে ছিল জীবন*; তারপরে তিনি হচ্ছেন সত্য, কারণ *তিনি ছিলেন মানুষের আলো*, আর আলো হল সত্যের নামান্তর।

তাই তুমি যদি অনুসন্ধান কর কোন্ দিকে তোমাকে যেতে হবে, খ্রীষ্টকেই আঁকড়ে ধরে থাক, কারণ তিনি নিজেই পথ: *এই তো পথ, এপথে চল।* আর আগস্তিন বলেন, 'মানব-খ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে চল, আর তুমি ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবে।' পথের বাইরে থেকে দ্রুতপদে চলার চেয়ে পথের মধ্যে থেকে খোঁড়ানো ভাল; কেননা পথের মধ্যে থেকে যে খোঁড়ায়, যদিও আস্তে আস্তে অগ্রসর হয় তবু সে গন্তব্যস্থানের দিকেই যেতে থাকে; কিন্তু পথের বাইরে থেকে যে চলে, সে যত দ্রুতপদেই দৌড়োয়, গন্তব্যস্থান থেকে তত দূরে চলে যায়।

তাই তুমি যদি অনুসন্ধান কর কোন্ দিকে তোমাকে যেতে হবে, খ্রীষ্টকেই আঁকড়ে ধরে থাক, কারণ তিনিই সেই সত্য যার কাছে পৌঁছতে আমরা আকাঙ্ক্ষা করি: *আমার মুখ সত্য জপ করবে।* তুমি যদি অনুসন্ধান কর কোথায় থামতে হবে, খ্রীষ্টকেই আঁকড়ে ধরে থাক, কারণ তিনিই জীবন: *যে আমাকে পায়, সে জীবন পায়,* ও *প্রভু থেকে পরিত্রাণের জল তুলে আনবে।*

অতএব তুমি নিশ্চিত হতে চাইলে খ্রীষ্টকে আঁকড়ে ধরে থাক: তবে পথভ্রষ্ট হতে পারবে না, কারণ তিনি নিজেই পথ। ফলে যারা তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তারা অগম্য পথে নয়, ন্যায়পথেই চলে। একই প্রকারে প্রবঞ্চনা থাকতে পারে না, কারণ তিনি নিজেই সত্য, ও সকলকে সত্য শিক্ষাদান করেন; তিনি নিজে বলেন: *সত্যের বিষয়ে যেন সাক্ষ্য দিতে পারি, এজন্যই আমি জন্মেছি, এজন্যই জগতে এসেছি।* একই প্রকারে অস্থিরতা থাকতে পারে না, কারণ তিনি নিজেই জীবন ও জীবনদাতা, যেমনটি নিজে বলেন: *আমি এসেছি তারা যেন জীবন পায় ও প্রচুর পরিমাণেই তা পায়।*

শ্লোক সাম ৮৬:১১; যোহন ১৪:৬; সাম ১৬:১১

প্র তোমার পথ আমাকে শেখাও, প্রভু, যেন তোমার সত্যে চলতে পারি।
উ আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন।
প্র তুমি আমাকে জানিয়ে দেবে জীবনের পথ, তোমার সম্মুখেই আনন্দের পূর্ণতা।
উ আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন।

১৮শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ১৯:১-৯ক,১১-২১

এলিয়ের কাছে প্রভুর আত্মপ্রকাশ

সেসময়, এলিয় যা কিছু করেছেন এবং কেমন করে খড়্গের আঘাতে যত নবীকে মেরে ফেলেছেন, যখন আহাব যেসাবেলকে এই সমস্ত কথা জানালেন, তখন যেসাবেল দূত পাঠিয়ে এলিয়কে বলে দিলেন, 'আগামীকাল এই সময়ের মধ্যে যদি আমি তোমার দশা তাদের একজনের দশার মত একই দশা না করি, তবে দেবতারা আমাকে এই শাস্তির সঙ্গে আরও বড় শাস্তিও দিন!' ব্যাপারটা দেখে এলিয় উঠে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য পালিয়ে গেলেন। যুদা-অঞ্চলের বের্শেবায় এসে পৌঁছে তিনি সেখানে তাঁর চাকরকে রাখলেন; তিনি নিজে কিন্তু এক দিনের পথ মরুপ্রান্তরে এগিয়ে এক রোতনগাছের তলায় গিয়ে বসলেন। মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায় তিনি বললেন, 'আর নয়, প্রভু! এবার আমার প্রাণ নাও; না, আমার পিতৃপুরুষদের চেয়ে আমি ভাল নই।' আর সেই রোতনগাছের তলায় শুয়ে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন; আর হঠাৎ এক স্বর্গদূত তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, 'ওঠ, খেয়ে নাও!' তিনি

তাকিয়ে দেখলেন, গরম পাথরে সেকা একখানা রুটি আর এক কুঁজো জল ওখানে তাঁর মাথার কাছে রয়েছে; তিনি খেয়ে নিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন। প্রভুর দূত আর একবার তাঁর কাছে এসে তাঁকে স্পর্শ করে বললেন, 'ওঠ, খেয়ে নাও; নইলে যাত্রাপথ তোমার পক্ষে বেশি দীর্ঘ হবে।' উঠে তিনি খেয়ে নিলেন, এবং সেই খাদ্যের প্রভাবে চল্লিশদিন চল্লিশরাত হেঁটে চলে পরমেশ্বরের পর্বত সেই হোরেবে এসে পৌঁছলেন।

সেখানে তিনি একটা গুহার মধ্যে ঢুকে সেইখানে রাত কাটালেন; আর দেখ, তাঁর কাছে প্রভুর বাণী এসে উপস্থিত হল; তিনি বললেন, 'বাইরে যাও, এবং পর্বতে প্রভুর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াও!' কেননা সেসময়ে প্রভু সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন প্রভুর আগে আগে গিয়ে একটা প্রচন্ড ঝড়ো বাতাস পর্বতমালা ফাটিয়ে দিল ও বড় যত পাথর ভেঙে দিল; কিন্তু সেই ঝড়ো বাতাসের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। ঝড়ো বাতাসের পরে ভূমিকম্প হল, কিন্তু সেই ভূমিকম্পের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। ভূমিকম্পের পরে আগুন হল, কিন্তু সেই আগুনের মধ্যে প্রভু ছিলেন না। আগুনের পরে মৃদু এক মর্মরধ্বনি হল। তা শোনামাত্র এলিয় আলোয়ান দিয়ে মুখ ঢেকে নিলেন, এবং বাইরে গিয়ে গুহার মুখে দাঁড়ালেন। তখন তাঁর প্রতি এক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল যা তাঁকে বলল 'এলিয়, এখানে কী করছ?' তিনি উত্তর দিলেন, 'সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর জন্য আমি জ্বলন্ত আগ্রহে জ্বলছি, কেননা ইস্রায়েল সন্তানেরা তোমার সন্ধি ত্যাগ করেছে, তোমার যত যজ্ঞবেদি ভেঙে দিয়েছে, ও তোমার নবীদের খড়্গের আঘাতে প্রাণে মেরেছে। আর আমি, একা আমিই রয়েছি; আর তারা আমার প্রাণ নিতে চেষ্টা করছে।' প্রভু তাঁকে বললেন, 'এবার যাও, একই পথ ধরে দামাস্কাসের মরুপ্রান্তরের দিকে ফিরে যাও; সেখানে গিয়ে পৌঁছে হাজায়েলকে আরামের রাজারূপে অভিষিক্ত কর। পরে নিম্শির সন্তান যেহুকে ইস্রায়েলের রাজারূপে অভিষিক্ত করবে, এবং তোমার পদে নবী হবার জন্য আবেল-মেহোলা-নিবাসী শাফাটের সন্তান এলিসেয়কে অভিষিক্ত করবে। যে কেউ হাজায়েলের খড়্গ এড়াবে, যেহু তাকে মেরে ফেলবে; যে কেউ যেহুর খড়্গ এড়াবে, এলিসেয় তাকে মেরে ফেলবে। কিন্তু আমি নিজের জন্য সাত হাজার লোককে বাঁচিয়ে রাখব, এরা সকলে বায়ালের সামনে জানুপাত করেনি, এদের সকলের মুখ তাকে চুম্বন করেনি।'

সেখান থেকে রওনা হয়ে তিনি শাফাটের সন্তান এলিসেয়ের দেখা পেলেন; এলিসেয় তখন জমিতে লাঙল দিচ্ছেন; তাঁর আগে আগে বারো জোড়া বলদ চলছে, আর শেষ জোড়ার সঙ্গে তিনি নিজেই রয়েছেন। তাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে এলিয় নিজের আলোয়ানটা তাঁর গায়ের উপরে ফেলে দিয়ে গেলেন। তিনি বলদগুলো ফেলে রেখে এলিয়ের পিছু পিছু ছুটে তাঁকে বললেন, 'অনুমতি দিন, আমি আমার মাতাপিতাকে চুম্বন করে আসি, তারপর আপনার অনুসরণ করব।' তিনি উত্তরে তাঁকে বললেন, 'যাও, ফিরে যাও! তোমাকে আমি কী করলাম?' এলিসেয় তাঁকে ছেড়ে ফিরে গেলেন; এক জোড়া বলদ নিয়ে বলি দিলেন, কাঠের জোয়াল জ্বেলে বলদগুলোর মাংস রান্না করলেন, এবং তা লোকদের খেতে দিলেন। তারপর উঠে এলিয়কে অনুসরণ করে তাঁর সেবায় রত থাকলেন।

শ্লোক যাত্রা ৩৩:২২,২০; যোহন ১:১৮

প্র প্রভু মোশীকে বললেন: আমার গৌরব যখন তোমার সামনে দিয়ে যাবে, আমি তোমাকে শৈলের এক ফাটলে রাখব ও আমার যাওয়াটা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমার হাত দিয়ে তোমাকে ঢেকে রাখব,

উ কারণ মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না।

প্র ঈশ্বরকে কেউ কখনও দেখেনি; সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন;

উ কারণ মানুষ আমাকে দেখলে জীবিত থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'ঐশরহস্যগুলি প্রসঙ্গ' **১২-১৬,১৯**

এ সমস্ত কিছু প্রতীকাকারেই ঘটল

প্রেরিতদূত আমাদের এ শিক্ষাদান করেন যে, *আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সেই মেঘের নিচে ছিলেন, সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন।* উপরন্তু মোশী নিজে তাঁর সেই গীতিকায় বলেন, *তুমি যেই ফুৎকার দিলে সাগর তাদের ঢেকে দিল।* তুমি তো উপলব্ধি

কর যে, হিব্রুদের সেই যে সমুদ্র-পারেও যেখানে মিশরীয়েরা মরল ও হিব্রুরা ত্রাণ পেল, পবিত্র দীক্ষাস্নানের প্রতীক পরিলক্ষিত ছিল; আর প্রকৃতপক্ষে এই সাক্রামেন্তে দৈনন্দিন আমাদের কী শিক্ষা দেওয়া হয়, একথা ছাড়া যে, দণ্ড নিমজ্জিত হয়, ভুল ধ্বংসিত হয়, কিন্তু ভক্তি ও নিরপরাধিতা অক্ষুণ্ন হয়ে পার হয়! তুমি তো একথা শোন যে, আমাদের পিতৃপুরুষেরা একটি মেঘের নিচে, এমনকি মঙ্গলকারীই একটি মেঘের নিচে ছিলেন। মেঘটি মঙ্গলকারী ছিল যেহেতু মানবীয় ভাবাবেগের অগ্নিদাহ শীতল করে দিল। আবার এজন্যও মেঘটি মঙ্গলকারী, যেহেতু তাদেরই উপর ছায়া ছড়িয়ে দেয়, পবিত্র আত্মা যাদের কাছে এসে উপস্থিত হন। অবশেষে সেই মেঘ কুমারী মারীয়ার উপর অধিষ্ঠান করল ও পরাৎপরের শক্তি তাঁর উপর ছায়া ছড়িয়ে দিল যখন সেই কুমারী মানবজাতির মুক্তির জন্ম দিলেন। আর সেই অলৌকিক কাজ মোশীর মধ্য দিয়ে প্রতীকাকারে ঘটেছিল। ফলে ঐশআত্মা যখন প্রতীকে উপস্থিত ছিলেন, তখন কি তিনি বাস্তব সত্যে উপস্থিত হবেন না? শাস্ত্রও তো তোমাকে বলে: *মোশী দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে।*

মারায় উৎসারিত জল তিত ছিল: মোশী তার মধ্যে এক টুকরো কাঠ দিলেন, তাতে জল মিষ্ট হয়ে উঠল। কেননা প্রভুর ক্রুশের প্রচারবাণী ছাড়া ভাবী পরিত্রাণের পক্ষে জলের কোন উপকারিতা নেই; কিন্তু পরিত্রাণদায়ী ক্রুশ-রহস্য দ্বারা পবিত্রিত হলেই জল আত্মিক প্রক্ষালনের জন্য ও পরিত্রাণদায়ী পানপাত্রের জন্য উপযুক্ত হয়ে ওঠে। সুতরাং মোশী, অর্থাৎ নবী যেমন সেই উৎসারিত জলে সেই কাঠ দিয়েছিলেন, তেমনি যাজক এ জলকুণ্ডে প্রভুর ক্রুশের প্রচারবাণী দেন, তাতে জল অনুগ্রহদানের উদ্দেশে মিষ্ট হয়ে ওঠে।

তাই তুমি কেবল দেহের চোখে বিশ্বাস করো না: যা অদৃশ্য তা অধিক দৃষ্টিগোচর হয়, কারণ দেহের চোখে যা দৃষ্টিগোচর তা অস্থায়ী, যা অদৃশ্য তা কিন্তু চিরস্থায়ী। আর চোখের কাছে যা উপলব্ধ নয়, তা কিন্তু অন্তর ও মনের কাছে অধিক দৃষ্টিগোচর। অবশেষে তুমি যেন এইমাত্র শোনা রাজাবলির পাঠ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠ। সেই নামান সিরিয়ার মানুষ ছিলেন, তাঁর কুষ্ঠ ছিল, আর কেউই তাঁকে সারিয়ে তুলতে পারত না। তখন বন্দিদের মধ্য থেকে একটি মেয়ে একথা বলল যে, ইস্রায়েলে এমন এক নবী আছেন যিনি কুষ্ঠরোগের অশুচিতা থেকে তাঁকে মুক্ত করতে পারবেন। শাস্ত্রে বলে, সোনা ও রুপো সঙ্গে করে তিনি ইস্রায়েলের রাজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁর আসার কারণ শুনে রাজা পোশাক ছিঁড়ে ফেলে একথা বললেন যে, তেমন যাচনা যখন রাজ-অধিকারের বাইরে, তখন সেই যাচনা তাঁর পক্ষে অতিরিক্তই একটা পরীক্ষা। এলিসেয় কিন্তু রাজাকে বলে পাঠালেন, তিনি যেন তাঁর কাছেই সেই সিরিয়াবাসীকে পাঠান, তিনি যেন জানতে পারেন যে ইস্রায়েলে ঈশ্বর আছেন। তিনি এলে এলিসেয় তাঁকে যর্দন নদীতে সাতবার ডুব দিতে আদেশ করলেন। তখন সেই লোক মনে মনে ভাবতে লাগলেন যে, তাঁর মাতৃভূমির নদীগুলোর এমন শ্রেয় জল আছে যার মধ্যে তিনি বারবারই ডুব দিলেও কখনও কুষ্ঠ থেকে প্রক্ষালিত হননি; আর তখন একথা স্মরণে তিনি নবীর আদেশ মানছিলেন না। কিন্তু দাসদের অনুরোধ ও যুক্তির জোরে তিনি সম্মত হয়ে ডুব দিলেন। তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হয়ে উঠে তিনি এ সত্য উপলব্ধি করলেন যে, মানুষ যে প্রক্ষালিত হয়, তা জলের নয়, অনুগ্রহেরই গুণে। রোগমুক্ত হবার আগেই তিনি সন্দেহ করেছিলেন; তুমি ইতিমধ্যে রোগমুক্ত হয়েই উঠেছ বিধায় তোমাকে সন্দেহ করতে হবে না।

শ্লোক সাম ৭৮:৫২,৫৩; ১ করি ১০:২ দ্রঃ

প্র তিনি মেষপালের মতই তাঁর আপন জনগণকে বের করে আনলেন, তাদের তিনি নিরাপদে নিয়ে চললেন,
ফলে তারা কিছুই ভয় করল না,
উ সাগর কিন্তু তাদের শত্রুকে ঢেকে দিল।
প্র সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হলেন;
উ সাগর কিন্তু তাদের শত্রুকে ঢেকে দিল।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ওবাদিয়া ১-২১

এদোমের বিরুদ্ধে বাণী

ওবাদিয়ার দর্শন।
প্রভু পরমেশ্বর এদোমের বিষয়ে একথা বলছেন:
আমরা প্রভুর কাছ থেকে এই বাণী পেয়েছি,
দেশগুলোর কাছে এক দূত প্রেরিত হয়েছে:
'ওঠ! এসো, আমরা এই জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামি।'
দেখ, আমি তোমাকে দেশগুলোর মধ্যে ক্ষুদ্রতমই করেছি,
তুমি নিতান্ত অবজ্ঞার পাত্র।
হে তুমি, শৈলশিরার মধ্যে যার বাস,
তুমি যে উচ্চস্থানগুলিকে নিজের আবাস কর,
তোমার হৃদয়ের স্পর্ধা তোমাকে ভ্রষ্ট করেছে;
তুমি মনে মনে বলছ,
'কে আমাকে মাটিতে নামিয়ে দেবে?'
যদিও তুমি ঈগলের মত ঊর্ধ্বে গিয়ে ওঠ,
যদিও তারানক্ষত্রের মধ্যে নিজের বাসা বাঁধ,
তবু আমি তোমাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনব—প্রভুর উক্তি।
তোমার কাছে যদি চোরেরা আসত,
কিংবা রাত্রিকালে যদি দস্যুরা আসত,
—আহা, তোমার কেমন সর্বনাশ হত!—
তবে তারা কি কেবল তাদের প্রয়োজনমতই চুরি করত?
যারা আঙুর সংগ্রহ করে, যদি তারা তোমার কাছে আসত,
তারা কি কিছুটা ফল রেখে যেত না?
আহা, এসৌয়ের সম্পত্তি কেমন লুট করা হয়েছে!
তার গুপ্ত ধন কেমন উৎপাটন করা হয়েছে!
তোমার সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ যারা,
তারা সকলে তোমার সীমানা পর্যন্তই তোমার পিছু পিছু ধাওয়া করেছে;
তোমার মিত্র যারা,
তারাও প্রবঞ্চনা করে তোমার উপরে জয়ী হয়েছে;
তোমার সঙ্গে রুটি ভাগ করে খেত যারা,
তারা তোমার পায়ে ফাঁদ পেতেছে:
না, এদোমের বিচারবোধ নেই!
সেইদিন আমি কি এদোমের জ্ঞানবানদের উচ্ছেদ করব না?
—প্রভুর উক্তি—
আমি কি এসৌয়ের পর্বত থেকে সুবুদ্ধি নিশ্চিহ্ন করব না?
হে তেমান, তোমার বীরযোদ্ধারা বিহ্বল হবে,
এসৌয়ের পর্বত থেকে সকল মানুষ উচ্ছিন্ন হবে।
সেই হত্যাকাণ্ডের জন্য,
তোমার ভাই যাকোবের প্রতি সাধিত অত্যাচারের জন্য

লজ্জা তোমাকে আচ্ছন্ন করবে,
তুমি চিরকালের মত উচ্ছিন্ন হবে।
কারণ যেদিন ভিনদেশীরা তার সম্পত্তি লুট করে নিচ্ছিল,
যেদিন বিজাতীয়রা তার নগরদ্বারে প্রবেশ করছিল
ও যেরুসালেমের উপরে গুলিবাঁট করছিল,
সেদিন তুমিও সেখানে উপস্থিত ছিলে,
এমনকি তাদের একজনেরই মত ব্যবহার করলে!
তোমার ভাইয়ের দিনে, তার ভীষণ দুর্দশার দিনে
তার দিকে আনন্দের সঙ্গে চোখ নিবদ্ধ রেখো না;
যুদা-সন্তানদের সর্বনাশের দিনে
তাদের দশায় আনন্দ করো না;
তাদের সঙ্কটের দিনে বড়াই করে কথা বলো না!
আমার আপন জনগণের দুর্বিপাকের দিনে
তাদের নগরদ্বারে প্রবেশ করো না;
তাদের দুর্বিপাকের দিনে
তাদের অমঙ্গলের দিকে আনন্দিত মনে তাকিয়ো না;
তাদের দুর্বিপাকের দিনে
তাদের সম্পত্তির দিকে হাত বাড়িয়ো না।
তাদের পলাতকদের বধ করার জন্য
চৌরাস্তায় ওত পেতে থেকো না;
তাদের সঙ্কটের দিনে,
তাদের রেহাই পাওয়া লোকদের শত্রুহাতে তুলে দিয়ো না।
কারণ সকল দেশের বিরুদ্ধে প্রভুর দিন কাছে এসে গেছে।
তুমি যেমন করেছ, তোমার প্রতিও তেমনি করা হবে;
তোমার কুকর্ম তোমারই মাথায় নেমে পড়বে।
কেননা তোমরা যেমন আমার পবিত্র পর্বতে পান করেছ,
তেমনি সকল দেশ নিরন্তর পান করবে,
পান করতে করতে গিলে ফেলবে,
কিন্তু তারা অজাতের মত হবে।
যারা রেহাই পেয়েছে, তারাই সিয়োন পর্বতে আশ্রয় পায়,
তাতে সিয়োন পর্বত আবার পবিত্র হয়ে ওঠে,
এবং যাকোবকুল আপন অপহারকদের কাছ থেকে
নিজের অধিকার ফিরে পাবে।
তখন যাকোবকুল হবে আগুন,
যোসেফকুল হবে অগ্নিশিখা,
এসৌকুল হবে খড়কুটোর মত;
নিজেদের মধ্যে ওরা আগুন ধরিয়ে তা গ্রাস করবে;
ফলে এসৌকুলে কেউ রক্ষা পাবে না,
কারণ স্বয়ং প্রভু একথা বলেছেন।
নেগেবের লোকেরা এসৌয়ের পর্বত অধিকার করে নেবে,
সেফেলার লোকেরা ফিলিস্তিনিদের দেশ দখল করবে;

তারা এফ্রাইম ও সামারিয়ার ভূমি অধিকার করবে,
এবং বেঞ্জামিন গিলেয়াদ দখল করবে।
ইস্রায়েল সন্তানদের এই নির্বাসিত সৈন্যদল
সারেপ্তা পর্যন্ত কানানীয়দের তাড়িয়ে দেবে,
এবং যেরুসালেমের যে নির্বাসিত লোকেরা সেফারাদে আছে,
তারা নেগেবের শহরগুলি অধিকার করে নেবে।
এসৌয়ের পর্বতের উপরে শাসন করার জন্য
তারা বিজয়ী হয়ে সিয়োন পর্বতে উঠবে;
তখন রাজ্য প্রভুরই হবে।

শ্লোক ওবাদিয়া ৩-৪,১৫

প্র হে তুমি, শৈলশিরার মধ্যে যার বাস, তুমি যে উচ্চস্থানগুলিকে নিজের আবাস কর, তোমার হৃদয়ের স্পর্ধা তোমাকে ভ্রষ্ট করেছে; তুমি মনে মনে বলছ, কে আমাকে মাটিতে নামিয়ে দেবে?
উ যদিও তুমি ঈগলের মত ঊর্ধ্বে গিয়ে ওঠ, যদিও তারানক্ষত্রের মধ্যে নিজের বাসা বাঁধ, তবু আমি তোমাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনব—প্রভুর উক্তি।
প্র সকল দেশের বিরুদ্ধে প্রভুর দিন কাছে এসে গেছে। তুমি যেমন করেছ, তোমার প্রতিও তেমনি করা হবে; তোমার কুকর্ম তোমারই মাথায় নেমে পড়বে।
উ যদিও তুমি ঈগলের মত ঊর্ধ্বে গিয়ে ওঠ, যদিও তারানক্ষত্রের মধ্যে নিজের বাসা বাঁধ, তবু আমি তোমাকে সেখান থেকে নামিয়ে আনব—প্রভুর উক্তি।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি 'দীক্ষাস্নান বিষয়ক উপদেশ', প্রস্তাবনা

তোমরা যারা রোগপীড়িত, নিরাময় হতে এসো

দেখ, সমস্ত মঙ্গলদানের যিনি বিতরণকারী, যিনি বছরগুলি গণনা করেন ও কালচক্রের হিসাব রাখেন, তিনি সেই পরিত্রাণের দিন বয়ে নিয়ে এসেছেন, যেদিনে প্রথামত আমরা অতিথিদের দত্তকপুত্রত্বে, দীনহীনদের অনুগ্রহের সহভাগিতায়, ও পাপে কলুষিতদের পাপ-শোধনে আহ্বান করে থাকি। এ হল সেই প্রাচীন ঘোষণা যা ত্রাণকর্তার আবির্ভাবের কিছু দিন আগেই বাস্তব রূপ পেয়েছিল: *এমন একজনের কণ্ঠস্বর যে মরুপ্রান্তরে চিৎকার করে বলে, প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত কর, তাঁর রাস্তা সমতল কর।* আমি তো যোহনও নই, দাউদও নই, আমার ক্ষুদ্রতা কিন্তু যেন মহাপ্রভুর বিধানের পরাক্রমে বাধা সৃষ্টি না করে। আমরা তো বিধান-প্রণেতাদের প্রতি সম্মানার্থে বাধ্যতা স্বীকার করি না, কিন্তু সভয়ে বিধানকর্তার অধিকার ও আদেশের প্রতি নত হই।

রাজার অনুগ্রহ এসেইছে: এ অনুগ্রহ দু'শ্রেণী পীড়িতদের আরাম দিয়ে অনুগ্রহধন্য করেছে: বন্দিদের মুক্তিদান করল ও ঋণীদের ঋণ মাপ করে দিল। তাই আমিও এ দু'শ্রেণী লোকদের কাছে উপযুক্ত ঔষধ দিতে পারি, ও মহা ভরসার সঙ্গে তাদের এ প্রতিশ্রুতি দিই যে, তৎপরতা গুণে তারা সাহায্য পাবেই। আর যাতে কেউ মনে না করে যে এ চিকিৎসা দামী, আমি স্পষ্টই বলছি রোগীদের কোন্ ঔষধ ব্যবহার করার কথা: প্রথমজনদের কাছে আমি দীক্ষাস্নানের জল দ্বারা সুস্থতা প্রতিশ্রুত হই; দ্বিতীয়জনদের রোগ আমি স্বল্প অশ্রুজলেই বিনাশ করি।

সাপের যে দংশনে আমরা দৈনন্দিন দংশিত, সেরে ওঠার জন্য কোন পোড়া বা কাটাকাটি না করে সেই দংশন থেকে মুক্ত হবার জন্য সেই চিকিৎসা ও ঈশ্বরের অনুগ্রহদান যথেষ্ট। তাই তোমরা যারা পীড়িত, অবহেলা না করে চিকিৎসা পেতে এসো। কেননা রোগ অবিরত ও প্রাচীন হলে চিকিৎসকের দক্ষতাও অক্ষম, চিকিৎসাও অক্ষম হয়ে পড়ে। তোমরা যারা দীনহীন ও অভাবগ্রস্ত, রাজার দানগুলি গ্রহণ করতে এসো; এবং তোমরা, হে মেষগুলো, সেই ক্রুশের মুদ্রাঙ্কন ও চিহ্ন গ্রহণ কর, যা সমস্ত অমঙ্গলের প্রতিকার ও সহায়তা স্বরূপ। নাম দাও: কালি দিয়ে আমি ক্ষয়শীল পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ করব, ঈশ্বর কিন্তু অক্ষয়শীল ফলকগুলির উপরেই তা খোদাই করবেন, কারণ তিনি নিজ আঙুল দিয়ে সেইভাবে লেখেন, যেভাবে একসময় হিব্রুদের জন্য বিধান লিখেছিলেন।

তাঁর কাছে এসো, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ; তোমরা নিজেদের ধৌত কর, শোধন কর, আমার দৃষ্টি থেকে তোমাদের অপকর্ম সরিয়ে দাও। এবাণী বহুদিন আগে লেখা হয়েছিল, কিন্তু তার শক্তি নিঃশেষ হয়নি, এমনকি দিনের পর দিন অধিক তেজময় হয়ে ওঠে। তোমাদের অনুরোধ করি: কারাবাস থেকে বেরিয়ে এসো; রিপুর যত অন্ধকারময় স্থান ঘৃণা কর; শৃঙ্খলিতদের নির্মম কারারক্ষক সেই শয়তান থেকে দূরে পলাও—সে তো পাপীদের বিপদে পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, আর সেই সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। ঈশ্বর যেমন আমাদের শুভকর্মে আনন্দ পান, পাপের প্রণেতা তেমনি অপকর্মেই আনন্দ করে।

পুরানো মানুষকে ত্যাগ কর—সেই মানুষ তো এমন একটা অপরিষ্কার, ময়লা ও অনুপযুক্ত পোশাকের মত, যা শত শত পাপে কলঙ্কিত ও অধর্ম-কাপড় দিয়েই বানানো। অমরত্বের সেই পোশাক গ্রহণ কর, যা স্বয়ং খ্রীষ্ট পরিধানের জন্য তৈরী অবস্থায় তোমাকে অর্পণ করছেন; তেমন উপহার ফিরিয়ে দিয়ো না, পাছে দাতাকে দুঃখ দাও। তুমি কাদার মধ্যে গড়াগড়ি দিয়েছ: যর্দনের দিকে শীঘ্রই দৌড় দাও: যোহন তোমাকে ডাকছেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টই তোমাকে সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছেন। অনুগ্রহের নদী সর্বস্থানেই বয়: তার উৎসও পালেস্তাইনে নয়, তার মোহনাও পার্শ্ববর্তী সমুদ্রে নয়; তেমন নদী বরং সারা বিশ্বকে জলসিক্ত করে, পরমদেশে প্রবেশ করে, ও পরমদেশ থেকে নির্গত সেই চারটে নদীর বিপরীত গতিতে বেয়ে পরমদেশে এমন ঐশ্বর্য বয়ে নিয়ে যায়, যা বেরিয়ে যাওয়া সেই প্রাচীন ঐশ্বর্যের চেয়ে অধিক মূল্যবান। এ নদীর উৎকৃষ্ট উৎস হলেন খ্রীষ্ট: তাঁরই কাছ থেকে বেয়ে বেয়ে নদীটা সারা বিশ্বকে জলে পরিপূর্ণ করে তোলে। তার জল মিষ্ট ও সুস্বাদু, লবণাক্ত নয়। মারার জলাশয় যেমন কাঠের স্পর্শে মিষ্ট হয়ে উঠেছিল, তেমনি এ নদীর জল আত্মার উপস্থিতির ফলেই মিষ্ট হয়ে ওঠে।

শ্লোক এজে ৩৬:২৬,২৭; রো ৯:১৫

℣ আমি তোমাদের দেব এক নতুন হৃদয়।
℟ আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।
℣ আমি যাকে দয়া দেখাতে চাই, তাকেই দয়া দেখাব; ও যাকে করুণা দেখাতে চাই, তাকেই করুণা দেখাব।
℟ আমার বিধিপথে তোমাদের চালনা করব, আমার নিয়মনীতি পালনে তোমাদের নিষ্ঠাবান করব।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ২১:১-২১,২৭-২৯

দীনদুঃখীদের পক্ষসমর্থক এলিয়

সেসময়, এই ঘটনা হল: যেস্রেয়েলীয় নাবোথের একটা আঙুরখেত ছিল; খেতটা সামারিয়ার রাজা আহাবের প্রাসাদের পাশে অবস্থিত। আহাব নাবোথকে বললেন, 'তোমার আঙুরখেত আমাকে দাও; খেতটা আমার বাড়ির সংলগ্ন বলে আমি একটা শাকসবজির বাগান করব; তার বদলে তোমাকে তার চেয়ে ভাল একটা আঙুরখেত দেব; কিংবা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমি তার দাম নগদ টাকায় দেব।' নাবোথ আহাবকে বলল, 'আমি আমার পৈতৃক সম্পদ আপনাকে দেব, প্রভু করুন, এমনটি কখনও যেন না হয়।' যেস্রেয়েলীয় নাবোথ যে বলেছিল 'আমি আমার পৈতৃক সম্পদ আপনাকে দেব না,' এই কথায় আহাব মনঃক্ষুণ্ন ও বিরক্ত হলেন; ঘরে ফিরে এসে তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেন, মুখ ফিরিয়ে থাকলেন, কোন কিছু খেতেও অস্বীকার করলেন।

তাঁর স্ত্রী যেসাবেল তাঁকে গিয়ে বলল, 'তোমার মন এমন বিষণ্ন কেন যে, তুমি মুখে কিছুই দিচ্ছ না?' উত্তরে তিনি তাকে বললেন, 'আমি যেস্রেয়েলীয় নাবোথকে বলেছিলাম, টাকার বিনিময়ে তোমার আঙুরখেত আমাকে দাও; কিংবা, তুমি ইচ্ছা করলে, আমি তার বদলে আর একটা আঙুরখেত তোমাকে দেব; কিন্তু সে বলল, আমি আমার আঙুরখেত আপনাকে দেব না।' তাঁর স্ত্রী যেসাবেল তাঁকে বলল, 'আর তুমিই কি ইস্রায়েলের রাজা? ওঠ, খেয়ে নাও; তোমার মন প্রফুল্ল হোক! আমি যেস্রেয়েলীয় নাবোথের সেই আঙুরখেত তোমাকে দেব!'

সে আহাবের নাম করে কয়েকটা চিঠি লিখে তাঁর সীলমোহরের ছাপ দিল, তারপর সেই চিঠিগুলো সেই সকল

প্রবীণ ও গণ্যমান্য লোকদের কাছে পাঠিয়ে দিল, যাঁরা নাবোথের একই শহরের বাসিন্দা। চিঠিতে সে এই কথা লিখেছিল: 'তোমরা উপবাস ঘোষণা কর, এবং জনসভায় নাবোথকে প্রথম সারিতে আসন দাও। তার মুখোমুখি করে দু'জন ধূর্ত লোককে বসাও; তার বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলে এরা বলুক, "তুমি পরমেশ্বরকে ও রাজাকে অভিশাপ দিয়েছ!" পরে বাইরে নিয়ে গিয়ে তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেল।'

নাবোথের শহরের বাসিন্দা—সেই প্রবীণেরা ও গণ্যমান্য লোকেরা যাঁরা তার একই শহরের মানুষ—যেসাবেল যে আজ্ঞা দিয়েছিল সেই আজ্ঞামত, অর্থাৎ সে যে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিল, ঠিক তার লেখামতই তাঁরা কাজ করলেন: তাঁরা উপবাস ঘোষণা করলেন এবং জনসভায় নাবোথকে প্রথম সারিতে আসন দিলেন। তখন ধূর্ত দু'জন লোক এসে তার মুখোমুখি হয়ে আসন নিল; এরা সবার সামনে নাবোথের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ তুলল, 'নাবোথ পরমেশ্বরকে ও রাজাকে অভিশাপ দিয়েছে।' তাই লোকেরা তাকে শহরের বাইরে নিয়ে গিয়ে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলল। পরে তারা যেসাবেলের কাছে এই খবর পাঠাল: 'নাবোথকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছে।' নাবোথকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছে, কথাটা শোনামাত্র যেসাবেল আহাবকে বলল, 'ওঠ, যেস্রেয়েলীয় নাবোথ টাকার বিনিময়ে যে আঙুরখেত তোমাকে দিতে রাজি ছিল না, তার সেই খেতের দখল নাও; কারণ নাবোথ আর বেঁচে নেই, সে মারা গেছে।' নাবোথ এবার মৃত, তা শুনে আহাব উঠে যেস্রেয়েলীয় নাবোথের আঙুরখেতের দখল নিতে গেলেন।

তখন প্রভুর বাণী তিশবীয় এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'ওঠ, সামারিয়াতে গিয়ে ইস্রায়েলের রাজা আহাবের সঙ্গে দেখা কর; দেখ, সে নাবোথের আঙুরখেতে রয়েছে, তার দখল নিতে সে সেইখানে গিয়েছে। তুমি তাকে বলবে: প্রভু একথা বলছেন, তুমি নরহত্যা করেছ, আর এখন পরের সম্পদেরও দখল নিচ্ছ! এজন্য—প্রভু একথা বলছেন—কুকুরে যেখানে নাবোথের রক্ত চেটে খেয়েছে, সেখানে কুকুরে তোমার রক্তও চেটে খাবে।' আহাব এলিয়কে বললেন, 'ওরে শত্রু আমার, এবার তোমার কাছে ধরা পড়লাম!' তিনি উত্তর দিলেন, 'ঠিক তাই! কারণ প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করার জন্য তুমি নিজেকে বিক্রি করেছ! দেখ, আমি তোমার মাথায় একটা অমঙ্গল ডেকে আনব; তোমাকে ঝাঁটা দিয়ে একেবারেই দূর করে দেব। আহাব-বংশের প্রতিটি পুরুষমানুষকে—ইস্রায়েলে তারা ক্রীতদাসই হোক বা স্বাধীন মানুষই হোক—তাদের সকলকেই নিশ্চিহ্ন করব।'

আহাব যখন তেমন কথা শুনলেন, তখন পোশাক ছিঁড়ে ফেলে গায়ে চটের কাপড় পরে উপবাস করলেন; তিনি চটের কাপড় পরে শুয়ে পড়তেন, মাথা নত করে বেড়াতেন। তখন প্রভুর বাণী তিশবীয় এলিয়ের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল, 'তুমি কি দেখতে পাচ্ছ, আহাব আমার সামনে কেমন করে নিজেকে অবনমিত করেছে? সে আমার সামনে নিজেকে অবনমিত করেছে বলে আমি তার জীবনকালে সেই অমঙ্গল ঘটাব না, তার সন্তানের জীবনকালেই তার কুলের উপরে সেই অমঙ্গল ডেকে আনব।'

শ্লোক যাকোব ৪:৮,৯,১০; ৫:৬

প্র হে পাপী সকল, হাত শুদ্ধ কর; হে দোমনা সকল, হৃদয় নির্মল কর।
উ শোকার্ত হয়ে চোখের জল ফেল, প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর।
প্র তোমরা ধার্মিককে দণ্ডিত করেছ, বধ করেছ, আর সে তোমাদের প্রতিরোধ করতে অক্ষম;
উ শোকার্ত হয়ে চোখের জল ফেল, প্রভুর সম্মুখে নিজেদের নমিত কর।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'ঐশরহস্যগুলি প্রসঙ্গ' **১৯-২১,২৪,২৬-৩৮**

পবিত্র আত্মা ছাড়া জল শুচি করতে অক্ষম

তোমাকে আগে বলা হয়েছে, তুমি যা দেখ তাই কেবল বিশ্বাস করবে না, পাছে তুমি বলতে: 'এ কি সেই মহারহস্য, *যা কোন চোখ দেখেনি, কোন কানও শোনেনি, কোন মানুষের হৃদয়েও প্রবেশ করেনি?* আমি সেই জল দেখতে পাচ্ছি যা প্রতিদিনও দেখতে পেতাম; তবে কি এই জল, যার মধ্যে বারবার ডুব দিলেও আমি কখনও শুচি হইনি, এই জলই কি আমাকে শুচি করবে?' এতেই জেনে নাও যে, পবিত্র আত্মা ছাড়া জল শুচি করতে পারে না।

এজন্যই তুমি পড়েছ যে, দীক্ষাস্নানে *তিন সাক্ষী একমত*: জল, রক্ত ও আত্মা, কারণ তিনটির একটিকে বাদ দিলে দীক্ষাস্নান-সাক্রামেন্ত আর থাকে না। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টের ক্রুশ ছাড়া জল-ই বা কী? তা সাধারণ একটা পদার্থ, সাক্রামেন্ত ক্ষেত্রে যার কোন কার্যক্ষমতা নেই। অন্য দিকে জল ছাড়াও নবজন্মের রহস্য থাকে না, *কারণ জল ও আত্মা থেকে নবজন্ম না নিলে কেউই ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করতে পারে না।* কিন্তু দীক্ষাপ্রার্থীও প্রভু যীশুর সেই ক্রুশে বিশ্বাসী যা দ্বারা সেও চিহ্নিত, তবু পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষাস্নাত না হলে সে পাপমোচন পেতে পারে না, আত্মার অনুগ্রহদানও লাভ করতে পারে না।

সেজন্য সেই সিরিয়াবাসী বিধানের ব্যবস্থাকালে অনুসারে সাতবারই জলে ডুব দিয়েছিলেন, তুমি কিন্তু ত্রিত্বের নামে দীক্ষাস্নাত হয়েছ। তুমি যা করেছ তা স্মরণ কর: পিতাকে স্বীকার করেছ, পুত্রকেও স্বীকার করেছ, আত্মাকেও স্বীকার করেছ। অনুক্রমটা পালন করে থাক। এ বিশ্বাসে তুমি জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করেছ, ঈশ্বরের কাছে পুনরুত্থান করেছ, ও জগতের সেই পদার্থে তথা জলেই একপ্রকারে সমাহিত হয়ে পাপের কাছে মৃত্যুবরণ করে অনন্ত জীবনের উদ্দেশে পুনরুত্থিত হয়েছ। অতএব বিশ্বাস কর: জল অক্ষম নয়।

অবশেষে, সেই পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোকও [সেই মেষ-জলকুণ্ডের ধারে] একটি মানুষের অপেক্ষায় ছিল। কুমারী-জাত প্রভু যীশু ছাড়া সেই মানুষ আর কেইবা হতে পারে? তাঁরই আগমনে প্রতীকটা কয়েক জনকেই মাত্র আর সারিয়ে তোলে না, প্রকৃত বাস্তবতাই বরং নিখিল মানবজাতিকে সারিয়ে তোলে। সুতরাং তিনিই সেই প্রতীক্ষিতজন যাঁর নেমে আসার কথা ছিল, ও যাঁর বিষয়ে পিতা ঈশ্বর দীক্ষাগুরু যোহনকে বলেছিলেন, *যাঁর উপরে আত্মাকে নেমে এসে থাকতে দেখবে, তিনিই পবিত্র আত্মায় দীক্ষাস্নান সম্পাদন করেন।* এবিষয়ে যোহন সাক্ষ্যদান করে বলেছিলেন: *আমি দেখেছি, আত্মা কপোতের মত স্বর্গ থেকে নেমে এসে তাঁর উপর থাকলেন।* এবং পবিত্র আত্মা কোন্ কারণেই বা কপোতের মত নেমে এলেন, একারণ ছাড়া যে, তুমিও যেন দেখতে ও জানতে পার যে, ধর্মপ্রাণ নোয়া জাহাজ থেকে যে কপোত ছেড়েছিলেন, সেই কপোতটা এই কপোতেরই প্রতীক ছিল—অর্থাৎ কিনা সাক্রামেন্ত যে কি প্রকার, তা তুমি যেন চিনে নিতে পার!

এখনও সন্দেহ করার আর কীবা আছে? সুসমাচারে সুস্পষ্ট কণ্ঠে সেই পিতা নিজেই তোমার কাছে ঘোষণা করে বলছেন: ইনি আমার প্রিয় পুত্র, এঁতে আমি প্রসন্ন। যাঁর উপর পবিত্র আত্মা কপোতের মত নিজেকে প্রকাশ করলেন, সেই পুত্র নিজেই ঘোষণা করছেন। যিনি কপোতের মত নেমে এলেন, সেই পবিত্র আত্মা নিজেই ঘোষণা করছেন। সেই দাউদ নিজেই ঘোষণা করছেন, প্রভুর কণ্ঠস্বর জলরাশির উপরে বিরাজিত, গৌরবের ঈশ্বর বজ্রনাদ করেন, প্রভু বিপুল জলরাশির উপরে বিরাজিত। শাস্ত্র নিজেই তোমার কাছে সাক্ষ্য দান করে বলে যে, যেরুব-বায়ালের প্রার্থনায় আগুন স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিল, ও এলিয়ের প্রার্থনায় এমন আগুন প্রেরিত হয়েছিল যা যজ্ঞ পবিত্রিত করল।

ব্যক্তিবিশেষের গুণ নয়, যাজকদের পদেরই কথা বিচার-বিবেচনা করে দেখ। আর যদি গুণের কথা ধর, তবে এলিয়কে যেভাবে পরিগণিত কর, সেই পিতর ও পলের গুণও সেভাবে পরিগণিত করবে, যাঁরা প্রভু যীশুর কাছ থেকে এ রহস্য গ্রহণ করে আমাদের কাছে সম্প্রদান করে গেছেন। প্রাচীনদের কাছে দৃশ্য আগুন প্রেরিত হত তারা যেন বিশ্বাস করতে পারত; আমরা কিন্তু যারা বিশ্বাস করি, সেই আগুন আমাদের অন্তরে অদৃশ্যভাবেই ক্রিয়াশীল—তাদের বেলায় প্রতীকাকারে, আমাদের বেলায় ঘোষণা গুণে। তাই তুমি বিশ্বাস কর যে, যাজকদের প্রার্থনায় আহূত হয়ে সেই প্রভু যীশুই উপস্থিত যিনি বলেছিলেন: যেখানে দু' তিনজন আমার নামে একত্র হয়, আমি সেখানে তাদের মধ্যে আছি। ফলে মণ্ডলীই যেখানে থাকে, রহস্যগুলিই যেখানে থাকে, মহত্তর কারণে সেইখানে তিনি প্রসন্ন হয়ে নিজের উপস্থিতি মঞ্জুর করেন।

তাই তুমি দীক্ষাকুণ্ডে নেমে গেছিলে। নিজের উত্তর স্মরণ কর: অর্থাৎ, তুমি পিতায় বিশ্বাস কর, পুত্রে বিশ্বাস কর, পবিত্র আত্মায় বিশ্বাস কর। তুমি তো বলনি, 'আমি বড়জন, মেঝজন ও কনিষ্ঠজনে বিশ্বাস করি;' বরং নিজের কণ্ঠ দ্বারা তুমি এতেই নিজেকে আবদ্ধ করেছ যে, তুমি যেরূপে পিতায় বিশ্বাস কর সেরূপে পুত্রে বিশ্বাস কর, ও যেরূপে পুত্রে বিশ্বাস কর সেরূপে আত্মায় বিশ্বাস কর—একটামাত্র ব্যতিক্রম বজায় রেখে যে, ক্রুশের কথা কেবল প্রভু যীশুর বেলায় বিশ্বাসের বিষয়বস্তু।

শ্লোক মথি ৩:১১; ইসা ১:১৬,১৭

℣ আমার পরে যিনি আসছেন, তিনি আমার চেয়ে শক্তিশালী : আমি তাঁর জুতো খুলবার যোগ্য নই।

℟ তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন।

℣ অনাচার ত্যাগ কর ; সদাচরণ করতে শেখ।

℟ তিনি পবিত্র আত্মা ও আগুনেই তোমাদের দীক্ষাস্নাত করবেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোয়েল ১:১,১৩–২:১১

প্রভুর দিন আসন্ন

প্রভুর বাণী, যা পেথুয়েলের সন্তান যোয়েলের কাছে এসে উপস্থিত হল।

যাজকেরা, চটের কাপড় কোমরে জড়িয়ে বিলাপ কর ;
যজ্ঞবেদির সেবক যারা, তোমরাও চিৎকার কর ;
এসো, আমার পরমেশ্বরের সেবক যারা,
চটের কাপড়ে সারারাত জেগে কাটাও,
কারণ তোমাদের পরমেশ্বরের গৃহ
শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য থেকে বঞ্চিত।
উপবাস পালনে নিজেদের পবিত্র কর,
জনসভা আহ্বান কর,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর গৃহে
প্রবীণদের ও দেশনিবাসী সকলকে সমবেত কর,
প্রভুর কাছে হাহাকার করে বল :
হায় হায়, সেই দিন !
প্রভুর সেই দিন কাছেই এসে গেছে,
দিনটি যে বিনাশকের কাছ থেকে সর্বনাশের মতই আসছে !
আমাদের চোখের সামনে থেকে কি খাদ্য মিলিয়ে যায়নি ?
আমাদের পরমেশ্বরের গৃহ থেকে কি আনন্দ ও উল্লাস উচ্ছিন্ন হয়নি ?
যত বীজ ঢেলার নিচে পচে গেছে,
গোলাঘর সবই শূন্য,
শস্যাগার বিধ্বস্ত,
কারণ ফসল ম্লান হয়ে পড়েছে।
গবাদি পশু কেমন ডাকছে !
বলদপাল সবই দিশেহারা হয়ে বেড়াচ্ছে,
কারণ তাদের জন্য আর চারণমাঠ নেই ;
মেষপালও একই দণ্ড বহন করছে।
প্রভু, তোমার কাছেই আমি চিৎকার করি,
কারণ আগুন প্রান্তরের চারণভূমি গ্রাস করেছে,
তার শিখা মাঠের যত গাছপালা পুড়িয়ে ফেলেছে।
বন্যজন্তুরাও হাঁপাতে হাঁপাতে তোমার দিকে চেয়ে আছে,
কারণ জলস্রোত সবই শুষ্ক হয়েছে,
এবং আগুন প্রান্তরের চারণভূমি গ্রাস করেছে।
সিয়োনে তুরি বাজাও,

আমার পবিত্র পর্বতে সিংহনাদ তোল!
দেশনিবাসী সকলে কম্পিত হোক,
কারণ প্রভুর দিন আসছে,
হ্যাঁ, সেই দিন কাছেই এসে গেছে:
তমসা ও কালিমার দিন,
মেঘ ও অন্ধকারের দিন।
পাহাড়পর্বতের উপরে বলবান এক মহাজাতি
উষার মত ছড়িয়ে পড়ছে;
তার মত জাতি অনাদিকাল থেকে কখনও হয়নি,
তার পরে পুরুষানুক্রমের ভাবী বছরগুলিতেও হবে না।
সেই জাতির আগে আগে আগুন সবই গ্রাস করে,
তার পিছু পিছু অগ্নিশিখা জ্বলতে থাকে;
তার আগে দেশটি যেন এদেন বাগান,
তার পিছনে উৎসন্ন মরুপ্রান্তর,
কিছুই রেহাই পায় না।
তারা দেখতে ঘোড়ার মত,
দ্রুতগামী অশ্বের মত তারা ছুটে চলে,
বহু রথের আওয়াজের মত শব্দ ক'রে
তারা পর্বতচূড়ার উপরে লাফ দিতে দিতে ছোটে,
খড়কুটো পুড়িয়ে ফেলে এমন অগ্নিশিখার মতই তাদের শব্দ,
তারা যুদ্ধের জন্য শ্রেণিবদ্ধ বলবান জাতির মত।
তাদের দেখে জাতিসকল সন্ত্রাসিত,
সকলের মুখ ফেকাশে হয়ে পড়ে।
বীরের মতই তারা দৌড়ে আসে,
এমন যোদ্ধাদের মত, যারা নগরপ্রাচীরে ওঠে;
তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ পথ ধরে এগিয়ে চলে,
এপাশ ওপাশ কেউই করে না।
তারা একে অন্যের উপরে চাপাচাপি করে না,
প্রত্যেকে নিজ নিজ পথে সোজা এগিয়ে চলে;
তীর-বর্ষণের মধ্যেও তাদের শ্রেণিবিন্যাস ভাঙে না।
তারা নগরের উপরে লাফিয়ে পড়ে,
প্রাচীরের উপরে হঠাৎ দৌড়ে আসে,
ঘর-বাড়ির উপরে ওঠে,
জানালা দিয়ে প্রবেশ করে চোরের মত।
তাদের আগমনে পৃথিবী কম্পান্বিত,
আকাশমণ্ডল আলোড়িত,
সূর্য-চন্দ্র অন্ধকারময় হয়ে পড়ে
তারানক্ষত্রের বিভাও ম্লান হয়ে পড়ে।
সৈন্যশ্রেণীর অগ্রভাগে প্রভু নিজ বজ্রকণ্ঠ ধ্বনিত করছেন,
তাঁর সেনাদল যে সত্যিই মহান,
তাঁর বাণীর সাধকও যে অধিক শক্তিশালী,

হ্যাঁ, প্রভুর দিন যে সত্যি মহান ও মহাভয়ঙ্কর :
তা সহ্য করবে এমন সাধ্য কার্?

শ্লোক যোয়েল ২:১১,১২,১৩; প্রত্যা ৬:১৬,১৭ দ্রঃ

℣ প্রভুর দিন সত্যি মহান ও মহাভয়ঙ্কর : তা সহ্য করবে এমন সাধ্য কার্?
℟ তাই তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান ও স্নেহশীল।
℣ সিংহাসনে সমাসীন যিনি, তাঁর ও মেষশাবকের মহাদিন এসে পড়ল : কে দাঁড়াতে সক্ষম?
℟ তাই তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান ও স্নেহশীল।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি 'দীক্ষাস্নান বিষয়ক উপদেশ'

খাঁটি শিক্ষার প্রতি তোমার আত্মা উন্মীলিত কর

নাভের সন্তান যীশুর অনুকরণ কর : তিনি যেমন মঞ্জুষা বহন করতেন, তুমি তেমনি সুসমাচার বহন কর; মরুপ্রান্তর তথা পাপ থেকে দূরে যাও, যর্দন পার হও, জীবনের উৎস সেই খ্রীষ্টের দিকে ছুটে যাও, ছুটে যাও সেই ভূমির দিকে যা আনন্দদায়ী ফল বহন করে ও প্রতিশ্রুতি মত যা দুধ ও মধু-প্রবাহী। যেরিখো তথা প্রাচীন জীবনাচরণ ধ্বংস কর, পাছে সেই জীবনাচরণ শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায়। সেই অতৃপ্তিকর কাক তোমা থেকে দূর করে দাও। কপোতটিকে তোমার কাছে উড়তে দাও : প্রথম যীশুই স্বর্গ থেকে তাকে প্রতীকাকারে নামিয়ে দিয়েছিলেন; সে কপোত প্রবঞ্চনা জানে না, বরং সে কোমল ও সন্তানোৎপাদী; সে যদি রুপোর মত শোধন করা ও যাচাই করা মানুষকে পায়, তবে স্বেচ্ছায়ই তার অন্তরে বাস করে, ও নিজের আগুনে তার আত্মাকে জ্বালিয়ে ঠিক যেন ডিমে তা দিয়ে বহু সন্তান প্রসব করে সেগুলি দান করে। তেমন সন্তান হল শুভকর্ম, সদালাপ, বিশ্বাস, ন্যায়, দেহসংযম, শুচিতা, পবিত্রতা। এগুলি পবিত্র আত্মার সন্তান, এগুলি আমাদেরও সম্পদ।

নিজের আত্মাকে পুস্তকের মত খোল, তার উপরে খাঁটি শিক্ষা লিপিবদ্ধ হতে দাও, যাতে তোমাকে সবসময়ের মত শিশুর ন্যায় কথা না বলতে হয় ও বালকের ন্যায় চিন্তা করতে না হয়। তোমার বিষয়ে আমার লজ্জা লাগে, কারণ তুমি পরিপক্ক মানুষ হয়ে উঠছ না; রহস্য গোপন রাখতে পারে না, এমন শিশুরই মত তোমাকে এখনও দীক্ষাপ্রার্থীদের সঙ্গে গির্জা থেকে বের হতে হয়; অথচ সময় হয়েছে, রহস্য বিষয়ে তোমাকে সচেতন হতেই হবে। আধ্যাত্মিক জনগণের সঙ্গে যোগ দাও, রহস্যময় কথা শেখ।

ছয় পাখা-বিশিষ্ট খেরুবদূত যে সঙ্গীত সিদ্ধতা-প্রাপ্ত খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের সঙ্গে গান করেন, তুমিও সেই সঙ্গীত আমাদের সঙ্গে গান কর। আত্মাকে বলবান করে তোলে তেমন খাদ্যের আকাঙ্ক্ষা কর; হৃদয় আনন্দিত করে তোলে তেমন পানীয় আস্বাদন কর; প্রবীণবর্গ যুবকদের কাছে যে রহস্য গুপ্তভাবে সম্প্রদান করেন, সে রহস্য ভালবাস। সেই ইথিয়পীয় কঞ্চুকীর উদ্দীপ্ত বাসনার অনুকরণ কর। পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রেরিত ফিলিপকে গ্রহণ করে ও রথে নিজেরই পাশে বসিয়ে তিনি পথে চলতে চলতে সচেতন হননি যে, পাঠ করা ছাড়া তিনি ইসাইয়ার প্রজ্ঞার কথাও উপলব্ধি করছিলেন। কুকুরশাবক যেমন মেষশাবকের রক্ত পছন্দ করে, তিনি তেমনি ব্যাখ্যা পছন্দ করে ফিলিপকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করে বসলেন যতক্ষণ না হাতে থাকা সেই ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণ জ্ঞানে চালিত হলেন। এমনকি ক্লান্তি না মেনে তিনি দীক্ষাস্নান চেয়ে কোন সরাইখানা বা শহর বা গ্রাম বা দীক্ষাকুণ্ডের অপেক্ষা না করেই দীক্ষাস্নান গ্রহণ করলেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, প্রভু সর্বত্রই আছেন, ও গ্রাহকের বিশ্বাস ও পবিত্রতাদানকারী যাজকের আশীর্বাদ থাকলে তবে দীক্ষাস্নানের পক্ষে যে কোন জল উপযুক্ত।

অতএব খ্রীষ্টের দান গ্রহণ কর, কারণ এ উৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় উপকার যে গ্রহণ করে, সে সানন্দে তাদেরই মধ্যে পরিগণিত হয় যারা দত্তকপুত্রত্ব গ্রহণ করে; এবং তেমন মঙ্গলকর পরিবর্তনের ফলে তার সকল বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন আনন্দ করে ও গভীর উল্লাসে মেতে ওঠে।

শ্লোক প্রবচন ৩:১১-১২; ১:৮

℣ সন্তান আমার, তুমি প্রভুর শাসন অস্বীকার করো না,
℟ তাঁর সদুপদেশে ক্লান্তিবোধ করো না; কেননা পিতা প্রিয়তম পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন, তেমনি প্রভু যাকে

ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।

প্র তোমার পিতার শিক্ষাবাণী শোন, তোমার মাতার নির্দেশবাণী ত্যাগ করো না;

উ তাঁর সদুপদেশে ক্লান্তিবোধ করো না; কেননা পিতা প্রিয়তম পুত্রকে যেমন ভর্ৎসনা করেন, তেমনি প্রভু যাকে ভালবাসেন তাকে ভর্ৎসনা করেন।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ১ রাজা ২২:১-৯,১৫-২৩,২৯,৩৪-৩৮

ভক্তিহীন রাজা আহাবের উপরে ঈশ্বরের সঙ্কল্প প্রকাশিত

সেসময়, এমন তিন বছর কেটে গেল যখন আরাম ও ইস্রায়েলের মধ্যে কোন যুদ্ধ হল না। তৃতীয় বছরে যুদা-রাজ যোসাফাৎ ইস্রায়েলের রাজার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ইস্রায়েলের রাজা তাঁর কর্মচারীদের বলেছিলেন, 'রামোৎ-গিলেয়াদ যে আমাদের, একথা তোমরা কি জান না? অথচ আমরা আরাম-রাজের হাত থেকে তা ফিরিয়ে না নিয়ে এমনি চুপ করে বসে আছি।' তিনি যোসাফাৎকে বললেন, 'আপনি আমার সঙ্গে কি রামোৎ-গিলেয়াদ আক্রমণ করতে আসবেন?' যোসাফাৎ উত্তরে ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, 'মনে করুন: আমি ও আপনি, আমার লোক ও আপনার লোক, আমার ঘোড়া ও আপনার ঘোড়া, সবই এক!' তথাপি যোসাফাৎ ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, 'আজই প্রভুর বাণীর অভিমত অনুসন্ধান করুন।' ইস্রায়েলের রাজা নবীদের—সংখ্যায় প্রায় চারশ'জনকে—একত্রে সমবেত করে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাকে কি রামোৎ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাতে হবে, না পিছটান দিতে হবে?' তারা উত্তর দিল, 'রণ-অভিযান চালান; প্রভু তা মহারাজের হাতে তুলে দিলেন!' কিন্তু যোসাফাৎ বললেন, 'যার দ্বারা অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি, প্রভুর এমন আর কোন নবী কি এখানে নেই?' ইস্রায়েলের রাজা যোসাফাৎকে বললেন, 'যার দ্বারা আমরা প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি, এমন আর একজন আছে; কিন্তু আমি তাকে ঘৃণা করি, কারণ আমার পক্ষে তার কোন বাণী কখনও মঙ্গলসূচক নয়, শুধু অমঙ্গলেরই ভাববাণী দেয়; সে ইম্লার ছেলে মিখা।' যোসাফাৎ বললেন, 'মহারাজ এমন কথা যেন না বলেন!' তখন ইস্রায়েলের রাজা তাঁর একজন কর্মচারীকে ডেকে হুকুম দিলেন: 'ইম্লার ছেলে মিখাকে শীঘ্রই আন।'

তিনি রাজার সামনে এসে উপস্থিত হলে রাজা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিখা, আমরা রামোৎ-গিলেয়াদকে আক্রমণ করতে যাব, না পিছটান দেব?' তিনি উত্তর দিয়ে তাঁকে বললেন, 'এগিয়ে যান, জয়লাভ নিশ্চিত, কেননা প্রভু তা মহারাজের হাতে তুলে দিয়েছেন!' রাজা তাঁকে বললেন, 'তুমি প্রভুর নামে আমাকে সত্যকথা ছাড়া আর কিছুই বলবে না, আমাকে কতবার এই শপথ তোমাকে করাতে হবে?' তিনি উত্তরে বললেন,

'আমি দেখতে পাচ্ছি: সমস্ত ইস্রায়েল পালকবিহীন মেষপালের মত
পর্বতে পর্বতে বিক্ষিপ্ত হয়ে বেড়াচ্ছে!
প্রভু একথা বলছেন, তাদের জননায়ক নেই;
প্রত্যেকে শান্তিতে যে যার ঘরে ফিরে যাক!'

ইস্রায়েলের রাজা যোসাফাৎকে বললেন, 'আমি কি আগেই আপনাকে বলছিলাম না যে, লোকটা আমার পক্ষে মঙ্গলের নয়, কেবল অমঙ্গলেরই বাণী দেয়?' মিখা বলে চললেন, 'এজন্য আপনি এখন প্রভুর বাণী শুনুন: আমি দেখতে পেলাম: প্রভু সিংহাসনে আসীন, তাঁর ডান ও বাঁ পাশে স্বর্গের সমস্ত বাহিনী তাঁকে ঘিরে আছে। প্রভু জিজ্ঞাসা করলেন, কে গিয়ে আহাবের মন ভোলাবে, সে যেন রণ-অভিযান চালিয়ে রামোৎ-গিলেয়াদে মারা পড়ে? কেউ এক ধরনের উত্তর দিল, কেউ অন্য ধরনের উত্তর দিল; শেষে এক আত্মা এগিয়ে এসে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে বলল, আমিই তার মন ভোলাব! প্রভু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন করে? সে উত্তর দিল, আমি গিয়ে তার সকল নবীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা হব। তিনি বললেন, তুমি নিশ্চয়ই তার মন ভোলাবে, তুমি অবশ্যই সফল

হবে; যাও, সেইমত কর! সুতরাং দেখুন, প্রভু আপনার এই সকল নবীর মুখে মিথ্যাবাদী আত্মা দিয়েছেন; কিন্তু আপনার বিষয়ে প্রভু সর্বনাশেরই বাণী দিয়েছেন।' পরে ইস্রায়েলের রাজা ও যুদা-রাজ যোসাফাৎ রামোৎ-গিলেয়াদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করলেন।

কিন্তু একটা লোক দৈবাৎ ধনুক টেনে ইস্রায়েলের রাজার বর্মের ও বুকপাটার জোড়স্থানে তীর দ্বারা আঘাত করল; রাজা তাঁর রথচালককে বললেন, 'রথ ফেরাও, সৈন্যদলের মধ্য থেকে আমাকে বের করে নাও; আমি আহত হয়েছি!' সেদিন সারাদিন ধরে তুমুল যুদ্ধ হল; রাজাকে আরামীয়দের সামনে তাঁর নিজের রথে দাঁড়িয়ে রাখা হল; সন্ধ্যাবেলায় তিনি মারা গেলেন; তাঁর ক্ষতের রক্ত রথের নিম্নস্থান পর্যন্তই ঝরে পড়েছিল। সূর্যাস্তের সময়ে সৈন্যদলের মধ্যে সবদিকেই এক রব উঠে ছড়িয়ে পড়ল: 'প্রত্যেকে যে যার শহরে, প্রত্যেকে যে যার দেশে চলে যাক। রাজা মারা গেছেন!' তাঁকে সামারিয়াতে আনা হল, সেই সামারিয়াতেই রাজাকে সমাধি দেওয়া হল। রথটা সামারিয়ার দিঘিতে ধুয়ে দেওয়া হল: কুকুরে তাঁর রক্ত চেটে খেল, ও বেশ্যারা সেখানে স্নান করল, ঠিক যেমনটি প্রভু বাণী দিয়েছিলেন।

শ্লোক যেরে ২৯:৮,৯,১১; দ্বিঃবিঃ ১৮:১৮ দ্রঃ

প্র তোমাদের নবীরা যেন তোমাদের না ভোলায়: তারা তোমাদের কাছে আমার নামে মিথ্যা ভাববাণী দেয়।
উ আমি তো জানি তোমাদের জন্য কেমন শান্তির পরিকল্পনা করেছি—প্রভুর উক্তি।
প্র আমি এক নবীর উদ্ভব ঘটাব, ও তাঁর মুখে আমার নিজের বাণী রেখে দেব।
উ আমি তো জানি তোমাদের জন্য কেমন শান্তির পরিকল্পনা করেছি—প্রভুর উক্তি।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'ঐশরহস্যগুলি প্রসঙ্গ' **২৯-৩০,৩৪-৩৫,৩৭,৪২**

দীক্ষাস্নানের পরবর্তী ধর্মক্রিয়া সংক্রান্ত ধর্মশিক্ষা

জল থেকে বেরিয়ে এসে তুমি যাজকের কাছে আরোহণ করেছিলে। এর পরে কী ঘটেছে তা বিবেচনা করে দেখ। তোমার কি তাই ঘটেনি, যা দাউদ বললেন, *যেমন মাথায় সেই উৎকৃষ্ট তেল যা দাড়ি বেয়ে, আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে?* এ হল সেই তেল যে তেলের বিষয়ে সলোমনও বলেছিলেন, *ছড়িয়ে পড়া সুগন্ধি তেলের মতই তোমার নাম; এজন্য যুবতীরা তোমাকে ভালবাসে।* হে প্রভু যীশু, কতগুলো প্রাণ আজ নবায়িত হয়ে তোমাকে ভালবেসে বলল: *তোমার পিছু পিছু আমাকে আকর্ষণ কর! তোমার পোশাকের সুবাসের পিছনে ছুটে যাব।* তারা পুনরুত্থানেরই সুবাসের আকাঙ্ক্ষা করছিল। তেমনটি কেনই ঘটে তা উপলব্ধি করতে চেষ্টা কর, কারণ *প্রজ্ঞাবানের কপালেই তো চোখ থাকে।* আর এজন্যই তেল দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, যাতে তুমি যৌবনেরই অনুগ্রহ লাভ কর; আবার তেল আরোনের দাড়ি বেয়ে ঝরে পড়ে, যাতে তুমি মনোনীত, যাজকীয় ও মূল্যবান জাতি হতে পার। কেননা আমরা সকলে আত্মার অনুগ্রহে তৈলাভিষিক্ত হই যাতে ঈশ্বরের রাজ্য ও যাজকত্ব রূপে গঠিত হতে পারি।

এরপর তুমি শুচিশুভ্র পোশাক গ্রহণ করেছিলে, যাতে প্রমাণিত হয় যে তুমি পাপের খোসা থেকে বেরিয়ে এসেছ ও সেই নিরপরাধিতার শুচি কাপড় পরিধান করেছ যা বিষয়ে নবী বলেছিলেন: *হিসোপ দিয়ে আমার উপর জল ছিটিয়ে দাও, তবেই শুদ্ধ হব; আমাকে ধৌত কর, তবেই তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে উঠব।* কেননা যে দীক্ষাস্নাত হয়, সে বিধান অনুসারে ও সুসমাচার অনুসারেও শুচি বলে গণ্য: বিধান অনুসারে, কারণ মোশী হিসোপগাছের পাতা দিয়েই মেষশাবকের রক্তের উপর জল ছিটিয়ে দিতেন; সুসমাচার অনুসারে, কারণ—সুসমাচারে যেভাবে খ্রীষ্ট আপন পুনরুত্থানের গৌরব দেখালেন—তাঁর পোশাক তুষারের মতই শুভ্র ছিল। যার দণ্ড মোচন করা হয়, সে তুষারের চেয়েও শুভ্র হয়ে ওঠে। এজন্য ইসাইয়া দ্বারাও প্রভু বলেন, *তোমাদের পাপ সিঁদুরে-লাল হলেও আমি সেগুলিকে তুষারের মত শুভ্র করে তুলব।*

নবজন্মের প্রক্ষালন দ্বারা তেমন পোশাক ধারণ করে মণ্ডলী পরম গীতে বলে: *আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, কিন্তু সুন্দরী।* মানবদশার দুর্বলতা হেতু আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, অনুগ্রহ হেতু আমি সুন্দরী; পাপীদের নিয়ে গঠিত বিধায় আমি কৃষ্ণাঙ্গিনী, বিশ্বাসের সাক্রামেন্ত গুণে আমি সুন্দরী। তেমন পোশাক দেখে যেরুসালেমের কন্যারা মুগ্ধ হয়ে বলে

ওঠে: *এ কে, যে শুচিশুভ্র হয়ে আরোহণ করছে?* আগে সে কৃষ্ণাঙ্গিনীই ছিল, কেমন করে হঠাৎ শুভ্র হয়ে উঠল?

নবী জাখারিয়ার পুস্তকেও এবিষয়ে পড়তে পার যে, যে মণ্ডলীর খাতিরে খ্রীষ্ট *কলঙ্কপূর্ণ পোশাক* পরিধান করেছিলেন, শুভ্র পোশাকে পরিবৃতা তাঁর সেই আপন মণ্ডলীকে দেখে, অর্থাৎ নবজন্মের প্রক্ষালনে ধৌতা ও শুচি প্রাণকে দেখে তিনি বলেন, *আহা, তুমি কেমন সুন্দরী, সখী আমার! কেমন সুন্দরী তুমি! তোমার চোখ দু'টো কপোত স্বরূপ;* আর প্রকৃতপক্ষে পবিত্র আত্মা কপোতের আকারেই স্বর্গ থেকে নেমে এসেছিলেন।

ফলে স্মরণে রাখ যে, তুমি আত্মার সীলমোহর গ্রহণ করেছিলে: সেই প্রজ্ঞা ও সুবুদ্ধির আত্মা, সুমন্ত্রণা ও পরাক্রমের আত্মা, সুবিবেচনা ও ভক্তির আত্মা, ও প্রভুভয়ের আত্মা গ্রহণ করেছিলে, তবে যা গ্রহণ করেছিলে তা রক্ষা কর। পিতা ঈশ্বর তোমাকে চিহ্নিত করলেন, খ্রীষ্ট প্রভু তোমাকে বলবান করলেন, ও—যেমন প্রেরিতদূতের পাঠ থেকে শিখতে পেরেছ—সেই প্রভু অগ্রিম হিসাবে তোমার হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

শ্লোক এফে ১:১৩,১৪; ২ করি ১:২১-২২ দ্রঃ

প্র তোমরা যারা বিশ্বাসী প্রতিশ্রুতির সেই পবিত্র আত্মারই মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছ যিনি আমাদের উত্তরাধিকারের অগ্রিম দানস্বরূপ,

উ তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে, ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন।

প্র স্বয়ং ঈশ্বর তৈলাভিষেক দ্বারা আমাদের চিহ্নিত করেছেন এবং অগ্রিম হিসাবে আমাদের হৃদয়ে আত্মাকে দিয়েছেন।

উ তাদেরই পূর্ণ মুক্তির উদ্দেশে, ঈশ্বর যাদের নিজের জন্য কিনেছেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোয়েল ২:১২-২৭

সমস্ত হৃদয় দিয়েই আমার কাছে ফিরে এসো

'তাই এখন—প্রভুর উক্তি—তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে,
এবং উপবাস, কান্না ও বিলাপ—তেমন সাধনা করেই
আমার কাছে ফিরে এসো।'
তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো,
তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান;
অমঙ্গল সাধন করে তিনি দুঃখ পান।
কে জানে, হয় তো তিনি এবারও দুঃখ পেয়ে
পিছনে রেখে যাবেন একটা আশীর্বাদ,
অর্থাৎ আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে
একটা শস্য-নৈবেদ্য ও পানীয়-নৈবেদ্য।
সিয়োনে তুরি বাজাও,
উপবাস পালনে নিজেদের পবিত্র কর,
মহাসভা আহ্বান কর।
গোটা জনগণকে সমবেত কর,
জনসমাবেশ আহ্বান কর,
বৃদ্ধদের একত্রে ডাক,
ছেলেমেয়ে ও দুধের শিশু সকলকেই জড় কর,
বর বাসর থেকে, কনেও মিলন-কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসুক।
বারান্দার ও বেদির মাঝখানে দাঁড়িয়ে

প্রভুর পরিচারক যাজকেরা কাঁদতে কাঁদতে বলুক,
‘হে প্রভু, তোমার জনগণকে রেহাই দাও।
তোমার উত্তরাধিকার বিজাতীয়দের টিটকারি ও উপহাসের পাত্র হবে,
তেমন লজ্জায় তাকে ফেলে দিয়ো না।’
জাতিসকলের মধ্যে কেনই বা বলা হবে:
‘কোথায় ওদের পরমেশ্বর?’
তখন প্রভু নিজের দেশের বিষয়ে উত্তপ্ত প্রেমের জ্বালায় জ্বলে উঠে
তাঁর আপন জনগণের প্রতি দয়ায় বিগলিত হলেন।
তাঁর আপন জনগণকে উত্তর দিয়ে প্রভু বললেন:
‘দেখ, আমি তোমাদের কাছে গম, আঙুররস ও তেল প্রেরণ করছি,
যতক্ষণ না তোমরা পরিতৃপ্ত হও;
না, তোমাদের আমি বিজাতীয়দের টিটকারির পাত্র আর কখনও করব না।
বরং আমি তোমাদের কাছ থেকে
সেই উত্তর দেশীয় শত্রুকে দূর করে দেব,
তাকে শুষ্ক ও উৎসন্ন দেশে তাড়িয়ে দেব:
তার অগ্রভাগ পুব সমুদ্রের দিকে
ও তার পশ্চাদ্ভাগ পশ্চিম সমুদ্রের দিকে ঠেলে দেব।
তখন তার দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়বে, তার পূতিগন্ধ উঠবে,
কারণ সে যথেষ্ট কুকর্ম সাধন করেছে।’
হে দেশভূমি, ভয় করো না,
উল্লাস কর, আনন্দিত হও,
কারণ প্রভু মহা মহা কাজ সাধন করেছেন।
হে বন্যজন্তু, ভয় করো না,
কারণ প্রান্তরের চারণভূমিতে ঘাস আবার গজে উঠল,
গাছপালা ফলবান হচ্ছে,
আঙুরলতা ও ডুমুরগাছ তেজ দেখাচ্ছে।
হে সিয়োন-সন্তানেরা, উল্লসিত হও,
তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আনন্দ কর,
কারণ তিনি ঠিক পরিমাণে তোমাদের বৃষ্টি দান করেন,
এবং আগের মত তোমাদের জন্য প্রথম ও শেষ বর্ষার জল নামিয়ে আনেন।
খামার শস্যে পরিপূর্ণ হবে,
মাড়াইকুণ্ড আঙুররস ও তেলে উথলে উঠবে।
আর পঙ্গপাল, পতঙ্গে, ঘুরঘুরে ও শুঁয়াপোকা—এই যে বিরাট বাহিনীকে
আমি তোমাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম,
তারা যে যে বছরের ফসল গ্রাস করেছিল,
আমি তার ক্ষতিপূরণ করব।
তোমরা প্রচুর খাদ্য খাবে, তৃপ্তির সঙ্গেই খাবে,
এবং তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর নামের প্রশংসা করবে,
যিনি তোমাদের মাঝে আশ্চর্য কর্মকীর্তি সাধন করেছেন;
আমার আপন জনগণের জন্য আর লজ্জা নয়!
তখন তোমরা জানবে যে আমি ইস্রায়েলের মাঝে আছি:

আমিই, প্রভু তোমাদের সেই পরমেশ্বর, অন্য কেউ নয়।
আমার আপন জনগণের জন্য আর লজ্জা নয়!

শ্লোক লুক ২১:২৫,৩১; মার্ক ১৩:৩৩

প্র সূর্যে, চাঁদে ও আকাশের তারায় নানা চিহ্ন দেখা দেবে, এবং পৃথিবী জুড়ে জাতিগুলো দুঃখক্লিষ্ট হবে।
উ তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে।
প্র সাবধান থাক, জেগে থাক, কেননা সে সময় কবে হবে, তা জান না।
উ তোমরা ওই সকল ঘটনা দেখলেই বুঝবে, ঈশ্বরের রাজ্য কাছে এসে গেছে।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি **'দীক্ষাস্নান বিষয়ক উপদেশ'**

তোমরা সেই পুরস্কার ও জয়মালা ভালবাস
ঈশ্বর যা ন্যায়ের মহাবীরদের জন্য প্রস্তুত করেছেন

ঈশ্বরে ভরসা ও বিশ্বাসের স্বাধীন স্বীকৃতির খাতিরে সকল পুণ্যজন বিপদ ভালবাসলেন, ও যারা তাঁদের দেহ দীর্ণ-বিদীর্ণ করতে বা নানাভাবে হত্যা করতে চাচ্ছিল, তাদের কাছে তা নিবেদন করলেন; তাঁরা কিন্তু কোন প্রতিকূলতা দ্বারা পরাজিত বা নমিত হননি, কারণ নিজেদের রক্ত ও গৌরবময় কীর্তির পুরস্কার স্বরূপ স্বর্গরাজ্যে আনন্দ প্রত্যাশা করছিলেন।

এজন্য আব্রাহাম পুত্রকে বলিদান করার আদেশ গ্রহণ করলেন, ও মোশী প্রান্তরে চরম প্রতিকূলতা ভোগ করলেন; এলিয় নির্জন অবস্থায়ই অভাবের মধ্যে দিন কাটালেন; ও সকল নবী মেষ ও ছাগের চামড়ায় আবৃত হয়ে নানা ক্লেশ ও পীড়নের মধ্যে জীবনযাপন করলেন। এর জন্য ও সুসমাচারের জন্য সুসমাচার-রচয়িতাগণ কষ্টভোগ করলেন, ও সাক্ষ্যমরেরা স্বৈরশাসকদের নির্যাতন সহ্য করলেন। আর যে কেউ ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সুবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ও স্বর্গীয় বিষয়ের আকাঙ্ক্ষী, সে একদিনও পুনরুত্থিত মানুষদের সঙ্গে থাকতে সহ্য করবে না, যদি ঈশ্বরের প্রশংসার পাত্র হতে ও বিশ্বস্ত দাসরূপে সম্মানের বস্তু হতে যোগ্য না হয়। এ সত্যে অনুপ্রাণিত হয়ে দাউদ হরিণের পিপাসা নিজেরই পিপাসা করেন, কারণ দেখাতে চান তাঁর ঈশ্বরের আকাঙ্ক্ষা কতই না মহান; ঈশ্বরের আলিঙ্গন আধ্যাত্মিক ভাবে উপভোগ করার জন্য তিনি ঈশ্বরের শ্রীমুখ দেখতে বাসনা করেন। খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকবার উদ্দেশ্যে পল নিজ দেহকে যেন ভারী ও অস্বস্তিকর পোশাকের মত ত্যাগ করতে চান: দু'জনেই ধন্য ও চিরস্থায়ী আনন্দের কথা ভাবেন। তেমন আনন্দের প্রতি আসক্তি না থাকলে, বাকি সমস্ত কিছু *অসারের অসার।*

স্বর্গেরই আহ্বানের অংশীদার হে খ্রীষ্টবিশ্বাসী মানুষ, অপকর্মা ও দুর্জনদের যোগ্য চিন্তা-ভাবনা এড়িয়ে চল, এবং দন্ডমুক্তি এড়ানো সৌভাগ্য বলে মনে করো না; বরং সেই পুরস্কার ও জয়মালা ভালবাস, ঈশ্বর যা ন্যায়ের মহাবীরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন। সরল মনে দীক্ষাস্নান যাচনা কর, সেই মোহরটি গ্রহণ করে তা ফলহীন অবস্থায় ফেলে রেখো না; বরং উপমার শিক্ষামত দশ নগরীর উপর কর্তৃত্ব নাও। যে কেউ দীক্ষাস্নান অবহেলা করেছে ও মোহরটি মাটির নিচে লুকিয়ে রেখেছে, সে অবশ্যই সেই কথা শুনবে, যা সেই অলস ও অচিন্তাশীল দাসের উদ্দেশে বলা হয়েছিল। সম্প্রতিকালে আলোপ্রাপ্ত হয়েছে এমন ব্যক্তি যদি বিশ্বাসের সঙ্গে কর্ম যোগ না করে থাকে, সে যেন মহা অপরাধে অপরাধী।

সে বন্দি ছিল, অসংখ্য অপরাধে অপরাধী, বিচারের ভয়েই জীবনযাপন করছিল, সেই দিনের ভয়েও যেদিন তার জবাবদিহি করার কথা। হঠাৎ ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা এসে উপস্থিত হল, কারাবাস খুলে দিল ও বন্দিদের মুক্ত করে দিল।

তাঁরই প্রশংসাবাদ ধ্বনিত হোক, যিনি অনুগ্রহ দান করে আপন অসীম মঙ্গলময়তায় তাকে বাঁচিয়ে রাখলেন, জীবনের আশায় যে আশাহীন ছিল। তেমন মানুষ নিজের বিষয়ে সচেতন হোক, নত হয়ে জীবনযাপন করুক: গর্বস্ফীত না হোক—শেকল থেকে মুক্ত হয়েছে বিধায় সে নিজেই যেন বিরাট একটা কিছু সাধন করেছে! অপকর্মের ক্ষমা ক্ষমার পাত্রের দাবি-করা-ধর্মময়তার সাক্ষ্য নয়, কিন্তু তাঁরই দয়ার সাক্ষ্য যিনি ক্ষমা মঞ্জুর

করলেন।

শ্লোক ২ পি ১:৪,৩

প্র খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বর তাঁর মহামূল্যবান ও সুমহান যত প্রতিশ্রুতি আমাদের দান করেছেন,
উ উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।
প্র তিনি আপন গৌরব ও মাহাত্ম্যে আমাদের আহ্বান করেছেন,
উ উচ্ছৃঙ্খল দুর্মতির কারণে জগতে উপস্থিত সেই অবক্ষয় এড়িয়ে তোমরা যেন ঐশস্বরূপের সহভাগী হয়ে উঠতে পার।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ বংশ ২০:১-৯,১৩-২৪

বিশ্বস্ত রাজা যোসাফাতের ঈশ্বরের মহা সাহায্যের পাত্র

সেসময়, মোয়াবীয়েরা ও আম্মোনীয়েরা এবং তাদের সঙ্গে মেউনীয়েরা যোসাফাতের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালাল। তখন যোসাফাতের কাছে এই খবর এল, 'সাগরের ওপার থেকে, এদোম থেকে বিপুল লোকসমারোহ আপনার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসছে। দেখুন, তারা হাৎসাসন-তামারে, অর্থাৎ এন্-গেদিতে এসে পৌঁছেছে।' ভয়ে অভিভূত হয়ে যোসাফাৎ প্রভুর উপর নির্ভর করবেন বলে স্থির করলেন, এই মর্মে যুদার সর্বত্রই উপবাস ঘোষণা করিয়ে দিলেন। যুদার লোকেরা প্রভুর কাছে সাহায্য যাচনা করার জন্য একত্রে সমবেত হল; যুদার সমস্ত শহর থেকেই লোকেরা প্রভুর অন্বেষণ করতে এল।

প্রভুর গৃহে, নতুন প্রাঙ্গণের সামনাসামনি, যুদার ও যেরুসালেমের জনসমাবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে যোসাফাৎ বললেন, 'হে আমাদের পিতৃপুরুষদের পরমেশ্বর প্রভু, তুমি কি স্বর্গেশ্বর নও? তুমি কি জাতিগুলোর সমস্ত রাজ্যের শাসনকর্তা নও? শক্তি ও পরাক্রম তো তোমারই হাতে; তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তেমন সাধ্য কারও নেই! হে আমাদের পরমেশ্বর, তুমিই কি তোমার আপন জনগণ ইস্রায়েলের জন্য এই অঞ্চলের অধিবাসীদের দেশছাড়া করনি? তুমি কি এই দেশ তোমার বন্ধু আব্রাহামের বংশকেই চিরকালের মত দাওনি? ইস্রায়েলীয়েরা এই দেশে বসবাস করেছে, এবং এই দেশে তোমার নামের উদ্দেশে এক পবিত্রধাম গেঁথে তুলে বলেছে: যদি খড়্গ বা শাস্তি বা মহামারী বা দুর্ভিক্ষের মত অমঙ্গল আমাদের মাথায় নেমে পড়ে, এবং আমরা এই গৃহের সামনে, তোমারই সামনে দাঁড়াই—কেননা এই গৃহে তোমার আপন নাম উপস্থিত,—এবং আমাদের সঙ্কটে তোমার কাছে হাহাকার করি, তাহলে তুমি শুনে ত্রাণকর্ম সাধন করবেই।' শিশু, স্ত্রীলোক ও ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সমস্ত যুদা এইভাবে প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, এমন সময়ে জনসমাবেশের মধ্যে যাহাজিয়েল নামে একজন লেবীয়ের উপর প্রভুর আত্মা নেমে পড়ল; তিনি আসাফ-গোত্রের মাত্তানিয়ার প্রপৌত্র যেইয়েলের পৌত্র বেনাইয়ার পুত্র জাখারিয়ার সন্তান। তিনি বললেন, 'হে সমগ্র যুদা, হে যেরুসালেম-বাসীরা, আর আপনিও, হে মহারাজ যোসাফাৎ, সকলে শোন: প্রভু তোমাদের এই কথা বলছেন, ওই বিপুল লোকসমারোহকে ভয় পেয়ো না, নিরাশও হয়ো না, কারণ এই যুদ্ধ তোমাদের নয়, পরমেশ্বরেরই ব্যাপার! তোমরা আগামীকাল ওদের বিরুদ্ধে নাম; দেখ, ওরা সিস চড়াই পথ দিয়ে আসবে। তোমরা ওদের সঙ্গে মিলবে গিরিখাতের শেষপ্রান্তে, যা যেরুয়েল মরুপ্রান্তরের সামনে। সেই মুহূর্তে তোমাদের যুদ্ধ করতে হবে না; তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, তবেই, হে যুদা, হে যেরুসালেম, তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের জন্য প্রভু কেমন ত্রাণকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন। ভয় পেয়ো না, নিরাশ হয়ো না; আগামীকাল ওদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাও, আর প্রভু তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকবেন!'

যোসাফাৎ মাটিতে অধোমুখ হয়ে প্রণাম করলেন, এবং সমগ্র যুদা ও যেরুসালেম-বাসীরা প্রভুকে পূজা করতে প্রভুর সামনে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কেহাৎ ও কোরাহ্ উভয় বংশের লেবীয়েরা জোর গলায় ইস্রায়েলের

পরমেশ্বর প্রভুর প্রশংসা করতে উঠে দাঁড়াল।

পরদিন খুব সকালে তারা তেকোয়া মরুপ্রান্তরের দিকে রওনা দিতে প্রস্তুতি নিল। তারা রওনা দিতে উদ্যত হচ্ছিল এমন সময় যোসাফাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'হে যুদা, হে যেরুসালেম-বাসীরা, আমার কথা শোন! তোমরা তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আস্থা রাখ, তবেই সুস্থির হবে; তাঁর নবীদের উপরে আস্থা রাখ, তবেই সফল হবে।' পরে লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি পবিত্র বসনে ভূষিত প্রভুর গায়কদলকে অস্ত্রসজ্জিত লোকদের পুরোভাগে রাখলেন, তারা যেন প্রভুর প্রশংসাগান করতে করতে বলে, *প্রভুর স্তবগান কর, তাঁর কৃপা যে চিরস্থায়ী!*

তারা আনন্দগান ও প্রশংসাগান শুরু করামাত্র প্রভু, যুদার বিরুদ্ধে যারা আসছিল, সেই আম্মোনীয়, মোয়াবীয় ও সেইর-পাহাড়িয়া লোকদের বিরুদ্ধে ফাঁদ ছুড়ে মারলেন, ফলে ওরা পরাস্ত হল, কেননা আম্মোনীয়েরা ও মোয়াবীয়েরা সেইর-পাহাড়িয়া লোকদের বিরুদ্ধে উঠল, বিনাশ-অভিশাপের হাতে তাদের তুলে দিল, এবং সেইরের লোকদের সংহার করার পর একে অপরকে বিনাশ করার জন্য একে অপরকে সহযোগিতা করল! যখন যুদার লোকেরা সেই উপপর্বতে এসে পৌঁছল যেখান থেকে মরুপ্রান্তর দেখা যায়, তখন সেই লোকসমারোহের দিকে তাকাল, আর দেখ, মাটিতে শুধু লাশ ছড়িয়ে রয়েছে, কেউই রেহাই পায়নি!

শ্লোক এফে ৬:১২,১৪; ২ বংশ ২০:১৭ দ্রঃ

প্র আমাদের সংগ্রাম রক্তমাংসের কোন শত্রুর বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু অনিষ্টের পরাক্রম ও মন্দাত্মাদের বিরুদ্ধে।
উ তাই সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াও।
প্র যুদ্ধের সময়ে তোমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাক, তবেই তোমরা দেখতে পাবে তোমাদের জন্য প্রভু কেমন ত্রাণকর্ম সাধন করতে যাচ্ছেন।
উ তাই সত্যের বন্ধনী কোমরে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়াও।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'ঐশরহস্যগুলি প্রসঙ্গ' **৪৩,৪৭-৪৯**

নবদীক্ষিতদের কাছে খ্রীষ্টদেহ সাক্রামেন্ত দান

এভাবে ধৌত হয়ে ও তেমন সুসজ্জায় সজ্জিত হয়ে নবদীক্ষিতের দল খ্রীষ্টের বেদির দিকে অগ্রসর হতে হতে বলে: *আমি যাব পরমেশ্বরের বেদির কাছে, আমার আনন্দের, আমার পুলকের ঈশ্বরের কাছে।* কেননা প্রাচীন ভুল-ভ্রান্তির শেষাংশ ত্যাগ ক'রে *ঈগলের যৌবনে নবায়িত হয়ে* তারা স্বর্গীয় ভোজে আসন নিতে দ্রুতপদে এগিয়ে যায়। এসে তারা পরমপবিত্র বেদি সুসজ্জিত অবস্থায় দর্শন করে বলে ওঠে, *আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট।* এই নবদীক্ষিতের দলের কথা ইঙ্গিত করেই তো দাউদ বলেন: *প্রভু [মেষ] আমাকে পালন করেন; অভাব নেই তো আমার; আমায় তিনি শুইয়ে রাখলেন নবীন ঘাসের চারণমাঠে, আমায় নিয়ে গেলেন সঞ্জীবনী জলের কূলে।* পরে তিনি আরও বলেন: *মৃত্যু-ছায়ার উপত্যকাও যদি পেরিয়ে যাই, আমি কোন অনিষ্টের ভয় করব না, তুমি যে আমার সঙ্গে আছ। তোমার যষ্টি, তোমার পাচনি আমাকে সান্ত্বনা দিল। আমার সম্মুখে তুমি সাজিয়েছ ভোজনপাট আমার শত্রুদের সামনে; আমার মাথা তুমি তৈলসিক্ত করেছ; আর তোমার উত্তেজনাময় পানপাত্রটি, আহা, কেমন উৎকৃষ্ট!*

এ সত্যিকারে আশ্চর্যেরই ব্যাপার যে ঈশ্বর পিতৃপুরুষদের উপর মান্না বর্ষণ করেছিলেন ও তাঁরা দিনে দিনে স্বর্গীয় খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন। এজন্যই লেখা আছে: *মানুষ স্বর্গদূতদের রুটি খেয়েছিল।* অথচ যাঁরা সেই রুটি খেয়েছিলেন, তাঁরা সকলে প্রান্তরে মারা গেছিলেন। কিন্তু এই যে খাদ্য তুমি গ্রহণ করছ, এই যে *জীবনময় সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে,* তা অনন্ত জীবনের মূলশক্তি দান করে, আর যে কেউ তা খায়, অনন্তকালেও *তার মৃত্যু হবে না,* কারণ এ রুটি হল খ্রীষ্টের দেহ।

এএবার বিবেচনা করে দেখ, কোনটা অধিক উৎকৃষ্ট: স্বর্গদূতদের রুটি না সেই খ্রীষ্টের মাংস যা জীবনদায়ী দেহ? মান্না স্বর্গ থেকে আগত, এ রুটি স্বর্গের ঊর্ধ্বেই বিরাজিত; সেটা স্বর্গীয়, এটি স্বর্গের প্রভুর; পরদিনের জন্য

রাখলে সেটা ক্ষয় হয়ে যেত, এটি সমস্ত ক্ষয় থেকে মুক্ত, ও যে কেউ তা ভক্তিভরে আস্বাদন করে, সে ক্ষয় দেখতে পারবে না। পিতৃপুরুষদের জন্য জল শৈল থেকে নির্গত হয়েছিল, তোমার জন্য রক্ত খ্রীষ্ট থেকেই নির্গত হল; জল তাঁদের পিপাসা ক্ষণিকের মতই মিটিয়ে দিয়েছিল, রক্ত তোমাকে অনন্তকালের উদ্দেশেই ধৌত করে। ইহুদী জল পান করে কিন্তু তবুও তার তেষ্টা পায়, সেই রক্ত পান করলে তোমার আর তেষ্টা পেতে পারবে না—এক কথায়, সেকালের সমস্ত কিছু প্রতীকাকারে ঘটেছিল, এ সমস্ত কিছু বাস্তবেই ঘটছে।

যা দেখে তুমি মুগ্ধ হও, তা যখন প্রতীকমাত্র, তখন কত না মহত্তরই সেই বাস্তবতা যার প্রতীক দেখে তুমি মুগ্ধ। পিতৃপুরুষদের বেলায় যা ঘটেছিল, তা যে প্রতীকমাত্র, সেবিষয়ে এবাণী শোন: *তাঁরা এমন এক আত্মিক শৈল থেকে পান করছিলেন, যা তাঁদের পিছু পিছু চলছিল—আর শৈলটা সেই খ্রীষ্ট! কিন্তু তাঁদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের প্রতি প্রভু প্রসন্ন হননি, ফলে তাঁদের মৃতদেহ প্রান্তরে এদিক ওদিক ছড়িয়ে দেওয়া হল। এই সমস্ত কিছু আমাদের খাতিরেই দৃষ্টান্ত হিসাবে ঘটেছিল।* যেটা অধিক উৎকৃষ্ট, তা জানতে পেরেছ: কারণ ছায়ার চেয়ে আলোই শ্রেয়, প্রতীকের চেয়ে সত্যই শ্রেয়, স্বর্গ থেকে আগত মান্নার চেয়ে তার নির্মাতার দেহই শ্রেয়।

শ্লোক ১ করি ১০:১-২,১১,৩-৪

প্র আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে সমুদ্রের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, এবং সকলে মোশীর উদ্দেশে মেঘে ও সমুদ্রে দীক্ষাস্নাত হয়েছিলেন;
উ এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই।
প্র সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন; আবার সকলে একই আত্মিক পানীয়
পান করেছিলেন;
উ এই সমস্ত কিছু তাঁদের প্রতি ঘটেছিল দৃষ্টান্ত হিসাবেই।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোয়েল ৩:১—৪:৮

শেষ বিচার

আমি সমস্ত মর্তদেহের উপর আমার আত্মা বর্ষণ করব;
তোমাদের ছেলেমেয়ে সকলেই নবী হয়ে উঠবে,
তোমাদের প্রবীণেরা স্বপ্ন দেখবে,
তোমাদের যুবকেরা দর্শন পাবে;
সেই দিনগুলিতে আমি দাস ও দাসীদের উপরেও আমার আত্মা বর্ষণ করব;
আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব:
রক্ত, আগুন ও ধোঁয়া-স্তম্ভ।
প্রভুর দিনের আগমনের আগে,
সেই মহা ও ভয়ঙ্কর দিনের আগে
সূর্য অন্ধকারে,
ও চাঁদ রক্তে পরিণত হবে।
যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে;
কারণ প্রভুর বাণীমত
সিয়োন পর্বতে ও যেরুসালেমে এমন দল থাকবে যারা রেহাই পেয়েছে;
এবং যারা বেঁচেছে,
তাদেরও মধ্যে এমন দল থাকবে, প্রভু যাদের আহ্বান করবেন।
কেননা দেখ, সেই দিনগুলিতে ও সেই সময়ে,
যখন আমি যুদা ও যেরুসালেমের দশা ফেরাব,

তখন সকল দেশ সংগ্রহ ক'রে
'প্রভুই বিচারকর্তা' নামে উপত্যকায় তাদের নামিয়ে আনব;
সেখানে আমি আমার জনগণ ও আমার উত্তরাধিকার ইস্রায়েলের খাতিরে
তাদের বিচার সম্পাদন করব,
কারণ তারা জাতিসকলের মধ্যে তাদের বিক্ষিপ্ত করেছে,
এবং আমার দেশ ভাগ ভাগ করে নিয়েছে।
তারা আমার আপন জনগণের জন্য গুলিবাঁট করেছে,
বেশ্যার বিনিময়ে বালক দিয়েছে,
পান করার জন্য আঙুররসের বিনিময়ে বালিকা বিক্রি করেছে।
হে তুরস ও সিদোন,
এবং তোমরাও, হে ফিলিস্তিনিদের সমস্ত অঞ্চল,
আমার কাছে তোমরা বা কী?
তোমরা কি আমার উপর প্রতিশোধ নিতে পারবে?
তোমরা আমার উপর প্রতিশোধ নিলে
আমি দেরি না করে অকস্মাৎ সেই অপকর্মের ফল তোমাদেরই মাথায় নামিয়ে আনব;
কারণ তোমরা আমার রুপো ও আমার সোনা কেড়ে নিয়েছ,
আমার বহুমূল্য ধন তোমাদের মন্দিরগুলিতে তুলে নিয়ে গেছ;
তোমরা যুদা-সন্তানদের ও যেরুসালেম-সন্তানদের
তাদের দেশের সীমানা থেকে দূর করে দেওয়ার জন্য
গ্রীসদেশের সন্তানদের কাছে বিক্রি করেছ।
তোমরা তাদের যেখানে বিক্রি করেছ,
দেখ, আমি সেখান থেকে তাদের জাগিয়ে তুলব;
তোমাদের অপকর্মের ফল তোমাদেরই মাথায় নামিয়ে আনব,
কারণ আমি তোমাদের ছেলেমেয়েদের
যুদা-সন্তানদের দ্বারা বিক্রি করব,
আর তারা শেবায়ীয়দের কাছে, দূরের এক জাতিরই কাছে
তাদের বিক্রি করবে।
স্বয়ং প্রভু একথা বলেছেন!

শ্লোক যোয়েল ৩:২-৩,৫

প্র সেই দিনগুলিতে আমি দাস ও দাসীদের উপরেও আমার আত্মা বর্ষণ করব; আকাশে ও পৃথিবীতে অলৌকিক লক্ষণ দেখাব।
উ যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে।
প্র সিয়োন পর্বতে ও যেরুসালেমে এমন দল থাকবে যারা রেহাই পেয়েছে; এবং যারা বেঁচেছে, তাদেরও মধ্যে এমন দল থাকবে, প্রভু যাদের আহ্বান করবেন।
উ যে কেউ প্রভুর নাম করবে, সে নিষ্কৃতি পাবে।

দ্বিতীয় পাঠ - নিস্যার বিশপ সাধু গ্রেগরির উপদেশাবলি 'দীক্ষাস্নান বিষয়ক উপদেশ'

আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা,
জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে,
তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর

নবজন্মের প্রক্ষালন যে গ্রহণ করেছে, সে এমন নব-নিযুক্ত সৈন্যের মত, যে সৈন্য এইমাত্র সেনাদলে স্থান

পেয়েছে, যে সৈন্য এখনও নিজের বীর্য দেখায়নি বা এমন কোনও কর্মকীর্তিও সাধন করেনি যা প্রকৃত সৈন্যের যোগ্য। তাই কটিবন্ধন ও চাদর পরিধান করায় একজন মানুষ যেমন নিজেকে বলীয়ান মনে করে না, রাজপরিবারের একজনেরই মত রাজার সামনে অযথা বন্ধুত্ব দেখিয়ে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনও করে বসে না, এমন পুরস্কারও চায় না যা কেবল তাদেরই প্রাপ্য যারা যুদ্ধে পরিশ্রম করেছে ও বীরত্ব দেখিয়েছে, তেমনি তুমিও অনুগ্রহ পাওয়া সত্ত্বেও আগে যদি বিশ্বাসের খাতিরে বহু বিপদের সম্মুখীন না হও, দেহ-লালসার বিরুদ্ধে যদি যুদ্ধ না কর, ও বিশ্বাসকে হাতিয়ার করে যদি শয়তানকে ও অপদূতদের সমস্ত প্রবঞ্চনা রোধ না কর, তাহলে পুণ্যজনদের সঙ্গে বাস করার ও তাঁদের উত্তরাধিকার পাবার কল্পনা করো না।

এমনকি, ভাল মনে করলে, এসো, যে বাণী বিচারের দিনে উচ্চারিত হওয়ার কথা, প্রভুর সেই বাণী ধরি, কারণ সে বাণীতে যা ব্যক্ত হয়, আমাদের পক্ষে তা উত্তম শিক্ষা: *এসো, আমার পিতার আশীর্বাদের পাত্র যে তোমরা, জগৎপত্তনের সময় থেকে যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তা উত্তরাধিকাররূপে গ্রহণ কর।*

কোন্ ভিত্তিতেই বা তোমরা সেই রাজ্য পাবে? অক্ষয়শীলতায় পরিবৃত হয়েছ কিংবা তোমাদের পাপ ধৌত হয়েছে এর জন্য নয়, ভালবাসায় ন্যায়ের সঙ্গে ব্যবহার করেছ বিধায়ই তোমাদের রাজ্য দেওয়া হবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই সকলের তালিকা দেওয়া হয় যাদের খাদ্য, জল ও পোশাক দেওয়া হয়েছে। যিনি প্রবঞ্চিত হতে পারেন না, সেই বিচারকর্তা ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তেমন বিচার সম্পাদন করেন। কেননা অনুগ্রহ হল প্রভুরই দান। জীবনাচরণ ক্ষেত্রে সম্মানলাভের কথা যুক্তিসঙ্গত কথা; কিন্তু পাওয়া অনুগ্রহ ক্ষেত্রে পুরস্কারের কথা ওঠেই না, এমনকি সে ক্ষেত্রে সকলেই ঋণী। সুতরাং, দীক্ষাস্নান দ্বারা আলোপ্রাপ্ত হয়ে আমাদের উপকর্তার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো দরকার; আর ঈশ্বরের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা ভাইবোনদের প্রতি ভালবাসায় ও আমাদের নিজেদের পরিত্রাণ ও পবিত্রতার প্রতি যত্নেই প্রকাশ পাবার কথা।

অতএব, তোমরা যারা জীবনের শেষ ক্ষণেই দীক্ষাস্নানের উপর নির্ভর কর, তেমন যুক্তিহীন ধারণা ত্যাগ কর, একথা জেনে যে, বিশ্বাস সেই আশাকেই বোন হিসাবে দাবি করে, যে আশা ভালবাসায় যাপিত জীবন থেকে জন্ম নেয়। তেমন ভালবাসাই আমাদের যোগ্য করে তোলে, সেই ঈশ্বরেরই ইচ্ছা ও কর্ম গুণে যিনি পূজনীয় যুগে যুগান্তরে। আমেন।

শ্লোক মথি ১৬:২৭; ২ থে ১:১০

প্র মানবপুত্র নিজের দূতদের সঙ্গে নিজ পিতার গৌরবে আসবেন,
উ তখন তিনি প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।
প্র তিনি তাঁর পবিত্রজনদের মধ্যে গৌরবান্বিত হবার জন্য ও তাঁর সকল বিশ্বাসীর মধ্যে বিস্ময়ের পাত্র হবার জন্য আসবেন;
উ তখন তিনি প্রত্যেককে তার নিজ নিজ কাজ অনুযায়ী প্রতিফল দেবেন।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ২:১-১৫

এলিয়ের স্বর্গারোহণ

যখন প্রভু এলিয়কে ঘূর্ণিবায়ুর বাহনে স্বর্গে তুলে নিলেন, তখনকার ঘটনা এরূপ: এলিয় ও এলিসেয় গিল্গাল ছেড়ে রওনা হলেন, আর এলিয় এলিসেয়কে বললেন, 'তুমি এখানে থেকে যাও, কেননা প্রভু আমাকে বেথেল পর্যন্ত পাঠিয়ে দিচ্ছেন।' কিন্তু এলিসেয় বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।' আর তাঁরা বেথেলে গেলেন। বেথেল-নিবাসী নবী-সঙ্ঘ এলিসেয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে তাঁকে বলল, 'আজ প্রভু আপনার কাছ থেকে আপনার প্রভুকে ছিনিয়ে নেবেন, একথা আপনি কি

জানেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও একথা জানি, কিন্তু তোমরা নীরব থাক।' এলিয় তাঁকে বললেন, 'এলিসেয়, তুমি এখানে থেকে যাও, কেননা প্রভু আমাকে যেরিখোতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।' কিন্তু তিনি উত্তরে বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।' আর তাঁরা যেরিখোতে গেলেন। যেরিখো-নিবাসী নবী-সঙ্ঘ এলিসেয়ের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে বলল, 'আজ প্রভু আপনার কাছ থেকে আপনার প্রভুকে ছিনিয়ে নেবেন, একথা আপনি কি জানেন?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও একথা জানি, কিন্তু তোমরা নীরব থাক।' এলিয় তাঁকে বললেন, 'তুমি এখানে থেকে যাও, কেননা প্রভু আমাকে যর্দনে পাঠিয়ে দিচ্ছেন।' কিন্তু তিনি বললেন, 'জীবনময় প্রভুর দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।' আর তাঁরা দু'জনে এগিয়ে চললেন।

নবী-সঙ্ঘের পঞ্চাশজন সদস্যও তাঁদের পিছু পিছু গিয়ে তাঁদের কাছ থেকে একটু দূরে দাঁড়াল; এই দু'জন যর্দনের ধারে দাঁড়ালেন। এলিয় তাঁর নিজের আলোয়ান খুলে তা গুটিয়ে নিয়ে জলে আঘাত হানলেন, আর জল ডান পাশে বাঁ পাশে সরে গিয়ে দু'ভাগ হল, আর তাঁরা দু'জনে শুকনো মাটির উপর দিয়ে পার হলেন। পার হওয়ার পর এলিয় এলিসেয়কে বললেন, 'যাচনা কর, আমাকে তোমার কাছ থেকে দূরে ছিনিয়ে নেওয়ার আগে তোমার জন্য আমাকে কী করতে হবে?' এলিসেয় উত্তর দিলেন, 'আমি যেন আপনার আত্মার তিন ভাগের দু'ভাগ পেতে পারি।' তিনি বললেন, 'কঠিন ব্যাপার যাচনা করেছ! আচ্ছা, তোমার কাছ থেকে আমাকে ছিনিয়ে নেওয়ার সময়ে তুমি যদি আমাকে দেখতে পাও, তবে তোমার কাছে তা মঞ্জুর করা হবে; কিন্তু দেখতে না পেলে, তা মঞ্জুর করা হবে না।'

তখন এমনটি ঘটল, তাঁরা যেতে যেতে কথা বলছেন, এমন সময় একটা অগ্নিরথ ও কয়েকটা অগ্নিঘোড়া হঠাৎ দেখা দিয়ে দু'জনের মাঝখানে এসে দু'জনকে আলাদা করে দিল, এবং এলিয় ঘূর্ণিবায়ুর বাহনে স্বর্গে উঠে গেলেন। এলিসেয় চেয়ে দেখছিলেন ও চিৎকার করে বলছিলেন, 'পিতা আমার, পিতা আমার! হে ইস্রায়েলের রথ ও তার অশ্ববাহিনী!' এবং তাঁকে আর দেখতে পেলেন না। তখন নিজের জামাকাপড় ছিঁড়ে দু' টুকরো করে ফেললেন। তারপর, এলিয়ের গা থেকে পড়ে যাওয়া আলোয়ানটা তুলে নিয়ে তিনি ফিরে গিয়ে যর্দনের ধারে দাঁড়ালেন। এলিয়ের গা থেকে পড়ে যাওয়া আলোয়ানটা দিয়ে তিনি এই বলে জলে আঘাত হানলেন, 'এলিয়ের পরমেশ্বর সেই প্রভু কোথায়?' তিনি জলে আঘাত হানলেই জল ডান পাশে বাঁ পাশে সরে গিয়ে দু'ভাগ হল, আর এলিসেয় পার হয়ে গেলেন। দূর থেকে তাঁকে দে'খে যেরিখোর নবী-সঙ্ঘ বলল, 'এলিয়ের আত্মা এলিসেয়ের উপরে অধিষ্ঠিত!' আর তাঁর সঙ্গে দেখা করে তারা তাঁর সামনে মাটিতে প্রণিপাত করল।

শ্লোক লুক ১:১৫,১৭ দ্রঃ

প্র দেখ, প্রভুর মহা ও ভয়ঙ্কর দিন আসার আগে আমি নবী এলিয়কে প্রেরণ করব,
উ পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, ও ছেলেদের হৃদয় পিতাদের প্রতি ফেরাবার জন্য।
প্র যোহন প্রভুর সম্মুখে মহান হবে: তিনি তাঁর সামনে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে আসবেন,
উ পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, ও ছেলেদের হৃদয় পিতাদের প্রতি ফেরাবার জন্য।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আম্ব্রোজ-লিখিত 'ঐশরহস্যগুলি প্রসঙ্গ' **৫২-৫৪,৫৮**

এই যে সাক্রামেন্ত তুমি গ্রহণ কর তা খ্রীষ্টের বাণী দ্বারাই সাধিত

আমরা অনুভব করি, প্রকৃতির চেয়ে অনুগ্রহই অধিক কার্যকর; তথাপি নবীর আশীর্বাদের অনুগ্রহ অধিকতর কার্যকর বলে গণ্য করি। আর যখন নবী অর্থাৎ মানুষেরই আশীর্বাদ এত প্রভাবশালী যে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটায়, তখন যে আশীর্বাদে ত্রাণকর্তা প্রভুর নিজেরই বাণী ক্রিয়াশীল, ঈশ্বরেরই সেই আশীর্বাদের বেলায় কী বলব? কেননা এই যে সাক্রামেন্ত তোমরা গ্রহণ কর, তা খ্রীষ্টের বাণী দ্বারাই সাধিত। যখন এলিয়ের বাণী এতই প্রভাবশালী ছিল যে স্বর্গ থেকে আগুন নামিয়ে দিল, তখন কি খ্রীষ্টের বাণী পদার্থের স্বরূপ পরিবর্তন করতে সক্ষম

হবে না? বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে তুমি একথা পড়েছ যে, *তিনি কথা বলতেই সবই আবির্ভূত হল, তিনি আজ্ঞা দিতেই সবই উপস্থিত হল।* সুতরাং খ্রীষ্টের বাণী যখন যা অস্তিত্ববিহীন ছিল, তা শূন্য অবস্থা থেকে অস্তিত্বমণ্ডিত করতে সক্ষম হয়েছে, তখন সেই বাণী কি একটা পদার্থ অন্য এমন পদার্থে রূপান্তরিত করতে সক্ষম হবে না, যে পদার্থ আগে অস্তিত্ববিহীন ছিল? কেননা একটা কিছুর প্রকৃতি রূপান্তরিত করার চেয়ে কিছুকে অস্তিত্বমণ্ডিত করা কম সহজ ব্যাপার নয়।

কিন্তু আমরা তর্কযুক্তি প্রয়োগ করছি কেন? এসো, তাঁর নিজেরই উদাহরণ প্রয়োগ করি, এবং দেহধারণ-রহস্যের মধ্য দিয়ে রহস্যটি সত্য বলে প্রমাণ করি। প্রভু যীশু যখন মারীয়া থেকে জন্ম নিলেন, তখন কি প্রকৃতির নিয়ম পালন করা হল? যদি প্রকৃতির নিয়মের অনুসন্ধান করি, তাহলে এ পাব যে, নরের সঙ্গে মিলিতা হওয়ার ফলেই নারী সন্তানের জন্ম দেয়। তবে স্পষ্ট প্রকাশ পায় যে, কুমারী প্রকৃতির নিয়মের বাইরেই যীশুকে জন্ম দিলেন। আর আমরা যা দেখাই, তা হল কুমারী থেকে জাত সেই দেহ। তবে তুমি এখানেই কেন খ্রীষ্টের দেহে প্রকৃতির নিয়মের অনুসন্ধান কর, যখন স্বয়ং প্রভু যীশু প্রকৃতির নিয়মের বাইরেই কুমারী থেকে জন্ম নিলেন? যা ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, যার সমাধি দেওয়া হয়েছিল, তা খ্রীষ্টের সত্যকার মাংস ছিল, ফলে এ সত্যিকারেই তাঁর মাংসের সাক্রামেন্ত।

স্বয়ং প্রভু যীশুই ঘোষণা করেন, *এ আমার দেহ।* স্বর্গীয় বাণীর আশীর্বাদের আগে শব্দটা অন্য কিছু বোঝায়; পবিত্রীকরণের পরে তাঁর দেহই বোঝায়। তিনি নিজে আপন রক্তের কথা উল্লেখ করেন। পবিত্রীকরণের আগে শব্দটা অন্য কিছু বোঝায়; পবিত্রীকরণের পরে তাঁর রক্তই বোঝায়। আর তুমি বল, 'আমেন,' যার অর্থ দাঁড়ায়, একথা সত্য। ওষ্ঠ যা উচ্চারণ করে, অন্তর তা ঘোষণা করুক! বাণী যা ধ্বনিত করে, হৃদয় তা শুনুক।

ফলে মণ্ডলী তেমন অনুগ্রহ দেখে নিজ সন্তানদের প্রেরণা দেয়; তারা যেন সাক্রামেন্তগুলির দিকে ধাবিত হয়, এজন্য নিজ ঘনিষ্ঠজনদের প্রেরণা দিয়ে মণ্ডলী বলে, *হে আমার সখাসকল! খাও, পান কর; তৃপ্তির সঙ্গে পান কর, হে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুসকল!* আমরা যে কী খাই ও পান করি, একথা পবিত্র আত্মা নবী দ্বারা তোমাকে অন্যত্র প্রকাশ করেছিলেন: *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়; সুখী সেই মানুষ, যে তাঁর আশ্রিতজন।* সেই সাক্রামেন্তে খ্রীষ্ট উপস্থিত, কারণ তা হল খ্রীষ্টের দেহ। ফলে সেই খাদ্য লৌকিক নয়, আত্মিক! এজন্য প্রেরিতদূতও সেই প্রতীক বিষয়ে বলেন: *আমাদের পিতৃপুরুষেরা সকলে একই আত্মিক খাদ্য খেয়েছিলেন ও একই আত্মিক পানীয় পান করেছিলেন।* বাস্তবিকই ঈশ্বরের দেহ আত্মিক দেহ, ও খ্রীষ্টের দেহ ঐশ্বরিক আত্মার দেহ, কারণ খ্রীষ্ট আত্মাস্বরূপ, যেমনটি লেখা আছে: *খ্রীষ্ট প্রভু আমাদের সম্মুখে আত্মাস্বরূপ।* এ খাদ্য আমাদের হৃদয় বলবান করে, ও নবীর বাণী মত এ পানীয় *মানুষের হৃদয় আনন্দিত করে তোলে।*

শ্লোক মথি ২৬:২৬; যোব ৩১:৩১

প্র তাঁদের ভোজ চলছে, এমন সময়ে যীশু রুটি গ্রহণ করে নিয়ে 'ধন্য' স্তুতিবাদ উচ্চারণ করে তা ছিঁড়লেন, ও শিষ্যদের দিয়ে বললেন:

উ গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।

প্র আমার তাঁবুর লোকে একথা কি বলত না: তাঁর দেওয়া মাংস খেয়ে কে তৃপ্ত হয়নি?

উ গ্রহণ করে নাও, খাও, এ আমার দেহ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যোয়েল ৪:৯-২১

বিচারের পরে চিরন্তন সুখের আবির্ভাব

তোমরা জাতি-বিজাতির মাঝে একথা প্রচার কর:
যুদ্ধের জন্য নিজেদের পবিত্র কর!
যত বীরকে জাগিয়ে তোল!
সকল যোদ্ধা এগিয়ে আসুক, বেরিয়ে পড়ুক!

তোমাদের লাঙলের ফলা পিটিয়ে পিটিয়ে খড়্গ তৈরি কর,
তোমাদের কাস্তে ভেঙে বর্শা প্রস্তুত কর;
দুর্বল মানুষও বলে উঠুক: আমি বীর!
চারদিকের দেশগুলো, সকলে শীঘ্রই এসো,
সাহায্য দিতে এসো, সেখানে জড় হও!
প্রভু, তুমিও তোমার বীরের দল নামিয়ে আন!
জাতি-বিজাতি জেগে উঠুক,
'প্রভুই বিচারকর্তা' নামে উপত্যকায় আসুক,
কারণ সেইখানে আমি চারদিকের সকল দেশের বিচার করতে আসন নেব।
তোমরা কাস্তে চালাও, কারণ ফসল পেকেছে;
এসো, আঙুরফল মাড়াই কর, কারণ মাড়াইখানা পূর্ণ হয়েছে,
মাড়াইকুণ্ড রসে উথলে উঠছে,
—তাদের অধর্ম এতই বিশাল!
নিষ্পত্তির উপত্যকায় ভিড়ের উপর ভিড় উপস্থিত!
কারণ নিষ্পত্তির উপত্যকায় প্রভুর দিন সন্নিকট।
সূর্য ও চন্দ্র অন্ধকারময় হয়ে পড়ছে,
তারানক্ষত্রের বিভাও ম্লান হয়ে পড়ছে।
প্রভু সিয়োন থেকে গর্জনধ্বনি তুলছেন,
যেরুসালেম থেকে বজ্রকণ্ঠ শোনাচ্ছেন;
আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হচ্ছে।
কিন্তু তাঁর আপন জনগণের জন্য প্রভু আশ্রয়স্থল,
ইস্রায়েল সন্তানদের জন্য তিনি দৃঢ়দুর্গ।
তাতে তোমরা জানবে যে,
আমি তোমাদের পরমেশ্বর প্রভু,
আমি আমার পবিত্র সিয়োন পর্বতে বসবাস করি।
তখন যেরুসালেম হয়ে উঠবে এক পবিত্রধাম,
কারণ ভিনদেশীরা তার মধ্য দিয়ে আর কখনও যাতায়াত করবে না।
সেইদিন এমনটি ঘটবে যে,
পাহাড়পর্বত বেয়ে নতুন আঙুররস ঝরে পড়বে,
উপপর্বত বেয়ে দুধ প্রবাহিত হবে,
ও যুদার সকল খরস্রোত বেয়ে জল প্রবাহিত হবে।
প্রভুর গৃহ থেকে একটা ঝরনা নির্গত হবে,
তা সিত্তিম-উপত্যকা জলসিক্ত করবে।
যুদা-সন্তানদের প্রতি অত্যাচারের কারণে,
তাদের দেশে নির্দোষীর রক্তপাতের কারণে
মিশর উৎসন্নস্থান, ও এদোম মরুভূমি হবে;
কিন্তু যুদা বসতির স্থান হয়ে থাকবে চিরকালের মত,
যেরুসালেমও যুগ যুগ ধরে।
'আমি তাদের রক্ত নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি,
হ্যাঁ, তা নির্দোষী বলে প্রতিপন্ন করি!'
এবং প্রভু সিয়োনে বসবাস করবেন।

শ্লোক যোয়েল ৪:১৮; প্রত্যা ২২:১৭,১ দ্রঃ

প্র পাহাড়পর্বত বেয়ে নতুন আঙুররস ঝরে পড়বে, ও যুদার সকল খরস্রোত বেয়ে জল প্রবাহিত হবে। প্রভুর গৃহ থেকে একটা ঝরনা নির্গত হবে।

উ যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক; যে চায়, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক।

প্র সেই স্বর্গদূত আমাকে জীবন-জলের নদী দেখালেন: তা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, ঈশ্বরের ও মেষশাবকের সিংহাসন থেকেই উৎসারিত।

উ যে তৃষ্ণার্ত, সে আসুক; যে চায়, সে বিনামূল্যেই জীবন-জল গ্রহণ করুক।

দ্বিতীয় পাঠ - ৯০ নং সামসঙ্গীতে সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি উপদেশ ৭:১,৩,৫,৬,১২

এসো, প্রত্যাশায় জীবনযাপন করি

এসো, ভ্রাতৃগণ, প্রত্যাশায় জীবনযাপন করি; বর্তমান পরীক্ষায় নিরাশ না হই, কারণ আমরা এমন আনন্দের প্রতীক্ষায় জীবনযাপন করছি যা কখনও ফুরিয়ে যাবে না। এই প্রতীক্ষা আমাদের পক্ষে অসার নয়, প্রত্যাশাও সন্দেহের অবকাশ দেয় না, কারণ এ প্রত্যাশা সনাতন সত্যের প্রতিশ্রুতির উপরেই স্থাপিত। তাছাড়া বর্তমান মঙ্গলদানগুলি থেকে ভাবী বিষয়ের নিশ্চয়তা অনুমান করা যায়, ও বর্তমান অনুগ্রহের পরাক্রম মহা বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে সেই প্রতিশ্রুত গৌরবেরই আনন্দ বিষয়ে সাক্ষ্যদান করে, যে গৌরব একদিন নিঃসন্দেহেই হবে আমাদের প্রাপ্য, কেননা *শক্তিমান পরাক্রমী প্রভুই গৌরবের রাজা।*

তাই আমাদের ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস বীর্য দেখিয়েই এজীবনের সংগ্রাম বহন করে যাক, ও সবধরনের নির্যাতন সানন্দেই ভোগ করুক। বর্তমান জীবন ও ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি—এ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যখন পেয়ে গেছি, তখন সবকিছু সহ্য করব না কেন? এসো, দৃঢ়তার সঙ্গে সেই আক্রমণকারীকে রোধ করি, কারণ যারা অবিচল হয়ে দাঁড়ায়, আমাদের রক্ষাকর্তা তাদের অবিরতই সুস্থির করে রাখবেন, ও যারা বিজয়ী, তাদের তিনি প্রচুর মঙ্গল দানে পুরস্কৃত করবেন। লেখা আছে, *তাঁর বিশ্বস্ততা ঢাল ও রক্ষাফলক যেন।*

অতএব প্রিয়তমেরা, ইতিমধ্যে নিজেদের দেহে খ্রীষ্টকে গৌরবান্বিত কর, তাঁকে বহন করে চল: তিনি এমন প্রেমময় ও মধুর ভার, এমন মালপত্র, যা মাঝে মাঝে অধিক ভারী বলে প্রতীয়মান হলে তবু পরিত্রাণদায়ী, অবাধ্যদের মাঝে মাঝে আঘাত ও কশাঘাত করলেও ও বল্গা ও লাগাম দিয়ে সামলালেও তবু শেষ পর্যায়ে আনন্দেই আমাদের চালিত করবেন। যা ভাবী জীবনের প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত বিষয় ও তোমাদের প্রত্যাশার বস্তু, তার দিকে মনের আনন্দেই মনোযোগ দাও। *যেখানে তোমাদের ধন, সেইখানে তোমাদের হৃদয়ও থাকুক।*

একথা সে-ই শুনুক, চিন্তা ও বাসনায় যে ত্রাণবন্দরে প্রায়ই এসে গেছে, নিজের প্রত্যাশার লাঙল প্রায়ই ফে'লে যে অভীষ্ট ভূমি নিরাপদে দখল করতে উদ্যত হচ্ছে; সেও শুনুক, যে আপন সৈনিক-বৃত্তির সমস্ত দিন প্রতীক্ষা করে থাকছে যে পর্যন্ত তার দাগান্তর না হয়। কেননা সত্যিই ও অবিরতই আমরা সেই বন্দরের দিকে অগ্রসর হচ্ছি: এ বর্তমান জীবন এমন যাত্রারই প্রস্তুতি, যার লক্ষ্য হল ঈশ্বরের আহ্বান।

পরিশেষে, *ঈশ্বরের মনোনীতদের জন্য অনুগ্রহ ও দয়া সঞ্চিত রয়েছে,* ও তাঁর দৃষ্টি আপন দাসদের উপর এমনভাবেই নিবদ্ধ যে, তাদের বাঁ হাতে কী ঘটছে তা কেমন যেন লক্ষ না করে তিনি প্রেমপূর্ণ রক্ষায় তাদের ডান হাত অনুক্ষণ ধরে রাখেন। একথা ইঙ্গিত করেই সামসঙ্গীত-রচয়িতা বলেন, *আমি আমার সামনে প্রভুকে অনুক্ষণ দেখছিলাম, কারণ তিনি আমার ডান পাশে রয়েছেন আমি যেন বিচলিত না হই।* হে দয়াল যীশু, তুমি যেন আমার ডান পাশে অনুক্ষণ থাক! তুমি যেন আমার ডান হাত অনুক্ষণ ধরে রাখ! কেননা আমি নিশ্চিত জানি যে, কোন বিপদ আমাকে ক্ষতি করবে না, কোন শঠতা আমাকে জয় করবে না।

শ্লোক সাম ৩৩:১৮,১৯; সাম ৩৪:৮

প্র প্রভুর দৃষ্টি তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভয় করে, যারা তাঁর কৃপার প্রত্যাশায় থাকে,

উ তিনি মৃত্যু থেকে তাদের প্রাণ উদ্ধার করবেন।

প্র প্রভুর দূত প্রভুভীরুদের চারপাশে শিবির বসান,

☞ তিনি মৃত্যু থেকে তাদের প্রাণ উদ্ধার করবেন।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৩:৫-২৭

যুদ্ধকালে যুদা ও ইস্রায়েল-রাজাদের নবী এলিসেয়

আহাবের মৃত্যু হলে মোয়াব-রাজ ইস্রায়েল-রাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন। যোরাম রাজা সঙ্গে সঙ্গে সামারিয়া ছেড়ে গোটা ইস্রায়েল পরিদর্শন করলেন। রওনা হয়ে তিনি দূত পাঠিয়ে যুদা-রাজ যোসাফাৎকে বললেন, 'মোয়াবের রাজা আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আপনি কি আমার সঙ্গে মোয়াবের বিরুদ্ধে রণ-অভিযানে যাবেন?' ইনি উত্তর দিলেন, 'যাব! মনে করুন: আমি ও আপনি, আমার লোক ও আপনার লোক, আমার ঘোড়া ও আপনার ঘোড়া, সবই এক!' যোসাফাৎ আরও জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কোন্ পথ দিয়ে যাব?' ইনি উত্তর দিলেন, 'এদোম মরুপ্রান্তরের পথ দিয়ে।'

তাই ইস্রায়েলের রাজা, যুদার রাজা ও এদোমের রাজা রওনা হলেন। তাঁরা সাত দিন ধরে ঘুরে ঘুরে গেলেন; সৈন্যদলের জন্যও জল ছিল না, তাঁদের পিছু পিছু যে পশুরা যাচ্ছিল, সেগুলোর জন্যও নয়। ইস্রায়েলের রাজা বলে উঠলেন, 'হায় হায়! মোয়াবের রাজার হাতে তুলে দেবার জন্যই প্রভু তিন রাজা এই আমাদের একত্রে আহ্বান করলেন!' কিন্তু যোসাফাৎ বললেন, 'যাঁর দ্বারা প্রভুর অভিমত অনুসন্ধান করতে পারি, এখানে কি প্রভুর এমন কোন নবী নেই?' ইস্রায়েল-রাজের কর্মচারীদের একজন উত্তরে বলল, 'এখানে শাফাটের ছেলে সেই এলিসেয় আছেন, যিনি এলিয়ের হাতের উপরে জল ঢালতেন।' যোসাফাৎ বললেন, 'হ্যাঁ, প্রভুর বাণী তাঁর সঙ্গে আছে!' তাই ইস্রায়েলের রাজা, যোসাফাৎ ও এদোমের রাজা তাঁর কাছে গেলেন।

কিন্তু এলিসেয় ইস্রায়েলের রাজাকে বললেন, 'আমার ও আপনার মধ্যে সম্পর্ক আবার কি? আপনি আপনার পিতারই নবীদের কাছে যান, আপনার মাতারই নবীদের কাছে যান!' ইস্রায়েলের রাজা বললেন, 'তা হবে না, কেননা মোয়াবের হাতে তুলে দেবার জন্য প্রভুই তিন রাজা এই আমাদের একত্রে আহ্বান করলেন।' এলিসেয় বললেন, 'আমি যাঁর সাক্ষাতে দাঁড়িয়ে আছি, সেনাবাহিনীর জীবনময় সেই প্রভুর দিব্যি! যদি যুদা-রাজ যোসাফাৎকে সম্মান না করতাম, তবে আপনার দিকে তাকাতামও না, আপনাকে দেখতামও না! যাই হোক, এখন আমার কাছে একজন বীণাবাদককে আনা হোক।' আর সেই বাদক বীণা বাজিয়ে গান করতে করতে প্রভুর হাত এলিসেয়ের উপরে এসে পড়ল। তিনি বললেন, 'প্রভু একথা বলছেন: তোমরা এই উপত্যকায় গর্তের পর গর্ত খোঁড়, কেননা প্রভু একথা বলছেন: তোমরা বাতাসও দেখতে পাবে না, বৃষ্টিও দেখতে পাবে না, কিন্তু তবুও এই উপত্যকা জলে ভরে উঠবে: তোমরা, তোমাদের সৈন্যদল, তোমাদের বাহন, সকলেই জল খেতে পাবে। প্রভুর দৃষ্টিতে এ অতি সামান্য ব্যাপার, কেননা তিনি মোয়াবকেও তোমাদের হাতে তুলে দেবেন। তোমরা প্রত্যেক প্রাচীর-ঘেরা নগর ও প্রধান প্রধান শহর দখল করবে, ফলদায়ী যত গাছ কেটে ফেলবে, জলের উৎসগুলো বুজিয়ে দেবে, উর্বর যত খেত পাথরে ভরিয়ে দিয়ে নষ্ট করবে।' পরদিন সকালে নৈবেদ্য উৎসর্গ করার সময়ে দেখ, এদোমের দিক দিয়ে জল বয়ে এল, আর অঞ্চলটা জলে প্লাবিত হল।

সকল মোয়াব-অধিবাসী যখন শুনতে পেল যে, রাজারা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আসছেন, তখন অস্ত্র চালাতে পারে, এমন বয়সের সব লোককে আহ্বান করা হল; তারা সীমানায় স্থান নিয়ে রইল। খুব সকালে উঠে—সূর্য যখন জলের উপরে চক্‌মক্ করছে, এমন সময়েই—মোয়াবীয়েরা দূর থেকে দেখতে পেল, জল রক্তের মত লাল! তখন তারা বলে উঠল, 'এ তো রক্ত! রাজারা নিশ্চয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করে একে অপরকে মেরে ফেলেছে। সুতরাং, হে মোয়াব, এখনই লুট করতে বেরিয়ে পড়!' কিন্তু তারা ইস্রায়েলের শিবিরে এসে পৌঁছলে ইস্রায়েলীয়েরা হঠাৎ তাদের আক্রমণ করল, আর মোয়াবীয়েরা তাদের সামনে থেকে পালিয়ে গেল; ইস্রায়েলীয়েরা এগিয়ে যেতে যেতে মোয়াবীয়দের টুকরো টুকরো করল। তারা তাদের শহরগুলো ভূমিসাৎ করল,

প্রত্যেকজন প্রত্যেক উর্বর খেতে একটা করে পাথর ফেলে তা ভরে দিল, জলের উৎসগুলো বুজিয়ে দিল, ও ফলদায়ী যত গাছ কেটে ফেলল। শেষে কেবল কির-হারেসেৎ বাকি রইল, কিন্তু ফিঙেধারী সৈন্যেরা তা চারদিকে ঘিরে তার উপর ঘন ঘন পাথর ছুড়ল। মোয়াবের রাজা যখন দেখলেন যে, তাঁর পক্ষে যুদ্ধ অসহ্য হয়েছে, তখন এদোমের রাজার কাছে যাবার জন্য একটা পথ খোলার আশায় তিনি সাতশ' খড়্গধারী সৈন্যকে নিজের সঙ্গে নিলেন, কিন্তু সফল হলেন না। তখন তিনি, তাঁর পদে একদিন যার রাজা হওয়ার কথা, তাঁর সেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিয়ে নগরপ্রাচীরের উপরে আহুতিবলি রূপে উৎসর্গ করলেন। তখন ইস্রায়েলের উপরে নিদারুণ ক্রোধ জ্বলে উঠল; তারা তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেল।

শ্লোক যোব ২২:২৭; সাম ৮১:৮ দ্রঃ

প্র প্রভু তোমার সকল শত্রুর বিরুদ্ধে তোমার সহায় হবেন, ও তোমাকে শোধন করবেন যেভাবে রুপো আগুনে শোধন করা হয়; তখন তুমি প্রভুর সামনে ভরসা ও সাহস অর্জন করবে।
উ তুমি তাঁকে ডাকবে আর তিনি তোমাকে সাড়া দেবেন।
প্র সঙ্কটে তুমি ডাকলে আর আমি তোমায় নিস্তার করলাম।
উ তুমি তাঁকে ডাকবে আর তিনি তোমাকে সাড়া দেবেন।

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি

ভ্রাতৃগণ, তোমাদের আহ্বানের কথা ভেবে দেখ

এসো, এ চার বিষয় একটু চিন্তা-ভাবনা করি, তথা খ্রীষ্টের জীবনধারণ, তাঁর যন্ত্রণাভোগ, তাঁর পুনরুত্থান ও তাঁর স্বর্গারোহণ। তাঁর আপনজনদের আহ্বান করতে তিনি পৃথিবীতে দৃশ্যমান হলেন ও মানুষদের সঙ্গে জীবনযাপন করলেন, তাদের মুক্তিকর্ম সাধন করতে যন্ত্রণাভোগ করলেন, তাদের ধর্মময় করে তুলতে পুনরুত্থান করলেন, ও তাদের গৌরবান্বিত করতে স্বর্গে আরোহণ করলেন। তিনি তাঁর আপনজনদের তিন প্রকারেই আহ্বান করলেন: শিক্ষা, আদর্শ ও অলৌকিক কাজের মধ্য দিয়ে। তিনি বাণীতে যা শিক্ষা দিলেন, তা কর্মে বাস্তব রূপ দিলেন ও অলৌকিক কাজের মাধ্যমে সপ্রমাণ করলেন। আর এভাবেই সমগ্র জগৎ ঈশ্বরের কাছে ফেরালেন। কেননা প্রেরিতদূতেরা বেরিয়ে পড়ে সুসমাচার সর্বত্রই প্রচার করতে লাগলেন, *আর একইসময় প্রভু তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় ছিলেন ও বাণীর সহগামী চিহ্নগুলো দ্বারা সেই বাণী সুপ্রতিষ্ঠিত করতেন।*

এরপর আছে যন্ত্রণাভোগ—কথাটাই যথেষ্ট, কেননা খ্রীষ্টের শিক্ষা এমনভাবেই ভালবাসতে হবে, খ্রীষ্টের আদেশগুলিকে এমনভাবেই আলিঙ্গন করতে হবে, খ্রীষ্টভক্তি এমনই গভীর হতে হবে যে, মৃত্যু কি জীবন কি পীড়ন কি ক্লেশ কোনও কিছুই খ্রীষ্টে প্রদর্শিত ঈশ্বরের ভালবাসা থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না। অনেকেই আমাদের ত্রাণকর্তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ও যে বিশ্বাসে দীক্ষিত হয়েছিল সেই বিশ্বাস থেকে গ্রহণ করা-শিক্ষার প্রতি বিশ্বস্ততা দেখিয়ে রক্তদান পর্যন্তই সংগ্রাম করে চলল।

যন্ত্রণাভোগের পর পুনরুত্থান আছে; কেননা খ্রীষ্টের সঙ্গে যে মৃত্যুবরণ করেছে, খ্রীষ্টের সঙ্গে তাকে পুনরুত্থানও করতে হবে। প্রথম একটা পুনরুত্থান আছে, তা হল আত্মার ধর্মময়তা লাভ; তারপর দ্বিতীয় একটা পুনরুত্থান রয়েছে, আর তা হল দেহের গৌরব লাভ, যাতে উভয় পুনরুত্থানে ত্রাণ পেয়ে আমরা সেই মহা স্বর্গারোহণের অংশীদার হতে পারি, যে স্বর্গারোহণে গোটা খ্রীষ্ট—তথা দেহের সঙ্গে মাথা—সেই স্বর্গীয় যেরুসালেমে গৃহীত হন।

কিন্তু ভ্রাতৃগণ, আমাদের আসল কথায় ফিরে, এসো, তোমাদের আহ্বানের কথা ভেবে দেখ, ও সেই আহ্বানের ফলও ভেবে দেখ। ভেবে দেখ তোমরা কেমন করে আহূত হয়েছ, কিসের দিকে আহূত হয়েছ, কোন্ উদ্দেশ্যে আহূত হয়েছ। তোমরা খ্রীষ্ট দ্বারাই আহূত হয়েছ, খ্রীষ্টের সঙ্গে যন্ত্রণাভোগ করতে, ও পরিশেষে খ্রীষ্টের সঙ্গে অনন্তকাল ধরে রাজত্ব করতেই আহূত হয়েছ।

তাছাড়া আমরা তিন প্রকারেই আহূত হয়েছি: বাহ্যিক ডাক, সৎমানুষদের অনুকরণ ও আন্তর উদ্দীপনা দ্বারাই আহূত হয়েছি। বাহ্যিক ডাক ধর্মশিক্ষার দিকে, সৎমানুষদের অনুকরণ আদর্শের দিকে, ও আন্তর উদ্দীপনা

অলৌকিক কাজের দিকে অঙুলি নির্দেশ করে। আর কোন্ মহত্তর অলৌকিক কাজ থাকতে পারে, সেই রূপান্তর ছাড়া যার ফলে অশুচি মানুষ শুচি হয়, গর্বোদ্ধত মানুষ বিনম্র হয়, ক্রোধপ্রবণ মানুষ ধৈর্যশীল হয়, ধূর্ত মানুষ পুণ্যবান হয়? প্রচারের মাধ্যমে যে শিক্ষাদান করে, বা মানুষের চোখে যার জীবনাচরণ প্রশংসনীয়, তারা কেউই যেন নিজেদের বেলায় তেমন অলৌকিক কাজ আরোপ না করে; তাঁরই প্রশংসা বরং কীর্তিত হোক যাঁর যে দিকে ইচ্ছে ও যখন ইচ্ছেই বয়ে যান, ও তাঁর নিরূপিত মাত্রা অনুসারেই মানুষের অন্তরে মঙ্গল সঞ্চার করেন। আমরা এতেই আহূত হয়েছি, যেন তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করি, *যিনি অপমানিত হলে প্রত্যুত্তরে অপমান করতেন না; যন্ত্রণার সময়ে হুমকি দিতেন না।* তবে এসো, তাঁর যন্ত্রণাভোগের অনুকরণ করি, কারণ *যে বলে সে তাঁর মধ্যে বসবাস করছে, তাকেও সেইভাবে চলতে হয়, তিনি নিজে যেভাবে চললেন।*

শ্লোক এফে ১:৪,১১; রো ১:৪ দ্রঃ

প্র ঈশ্বর জগৎসৃষ্টির আগেই খ্রীষ্টে আমাদের বেছে নিয়েছিলেন, আমরা যেন ভালবাসায় তাঁর সামনে পবিত্র ও অনিন্দ্য হয়ে উঠতে পারি।

উ তাঁর মধ্যে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ পেয়েছি, কারণ সেই ঈশ্বরের পরিকল্পনামত আমরা আগে থেকে খ্রীষ্টে নিরূপিত হয়েছিলাম।

প্র খ্রীষ্ট পবিত্রতাদানকারী আত্মার কাজ অনুযায়ী সপরাক্রমেই ঈশ্বরের পুত্র বলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

উ তাঁর মধ্যে আমরা আমাদের উত্তরাধিকারের অংশ পেয়েছি, কারণ সেই ঈশ্বরের পরিকল্পনামত আমরা আগে থেকে খ্রীষ্টে নিরূপিত হয়েছিলাম।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - মালাখি ১:১-১৪; ২:১৩-১৬

শিথিল ও ভক্তিহীন যাজকদের বিরুদ্ধে দৈববাণী

দৈববাণী। মালাখির মধ্য দিয়ে ইস্রায়েলের প্রতি প্রভুর বাণী। আমি তোমাদের ভালবেসেছি—স্বয়ং প্রভু একথা বলছেন। কিন্তু তোমরা বলে থাক: 'তুমি কিসেতেই বা তোমার ভালবাসা দেখিয়েছ?' এসৌ কি যাকোবের ভাই ছিল না?—প্রভুর উক্তি—তবু আমি যাকোবকে ভালবেসেছিলাম কিন্তু এসৌকে ঘৃণা করেছিলাম। আমি তার পর্বতগুলিকে ধ্বংসস্থান করেছি, ও তার উত্তরাধিকার প্রান্তরের শিয়ালদের বাসস্থান করেছি। এদোম যদিও বলে, 'আমরা চূর্ণ হয়েছি বটে, কিন্তু আমাদের ধ্বংসস্তূপ পুনর্নির্মাণ করব,' তবু সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন: তারা পুনর্নির্মাণ করুক, কিন্তু আমি ভেঙে ফেলব; তারা 'অপকর্মের অঞ্চল' ও 'সেই দেশ, যার প্রতি প্রভু নিত্যই ক্রুদ্ধ' বলে পরিচিত হবে। তোমাদের চোখ তা দেখতে পাবে, তখন তোমরা বলবে, 'ইস্রায়েলের সীমানার বাইরেও প্রভু মহীয়ান!'

ছেলে নিজ পিতাকে ও দাস নিজ প্রভুকে গৌরব আরোপ করে; আচ্ছা, আমি যদি পিতা হই, তবে আমার দেয় গৌরব কোথায়? আর আমি যদি প্রভু হই, তবে আমার দেয় সম্ভ্রম কোথায়? একথা সেনাবাহিনীর প্রভু বলছেন তোমাদেরই কাছে, হে যাজকেরা, যারা আমার নাম অবজ্ঞা কর। তোমরা নাকি জিজ্ঞাসা কর, 'আমরা কিসেতেই বা তোমার নাম অবজ্ঞা করেছি?' আমার যজ্ঞবেদির উপরে তোমরা তো অশুচি খাদ্য রাখ অথচ বল, 'কিসেতেই বা তোমাকে অবজ্ঞা করেছি?' তোমরা যখন বল, 'প্রভুর ভোজন-টেবিল তাচ্ছিল্যের বস্তু,' একথা বলায়ই তোমরা তাই কর। আর যখন তোমরা যজ্ঞের জন্য অন্ধ পশু আন, তা কি অন্যায় নয়? যখন খোঁড়া ও পীড়িত পশু আন, তাও কি অন্যায় নয়? তোমাদের প্রদেশপালের উদ্দেশে তা নিবেদন কর দেখি; সে কি তাতে প্রসন্ন হবে? সে কি তোমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবে? একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

তবে ঈশ্বরের শ্রীমুখ প্রশমিত কর তিনি যেন তোমাদের প্রতি দয়া দেখান (আসলে তোমরা ঠিক তাই করেছ!); তিনি তোমাদের দিকে কি মুখ তুলে চাইবেন? একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। আহা, তোমাদের মধ্যে যদি একজন দরজা বন্ধ করত যেন আমার যজ্ঞবেদির উপরে আগুন বৃথাই না জ্বলে! না, তোমাদের নিয়ে আমি প্রীত নই—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—তোমাদের হাত থেকে আমি কোন অর্ঘ্যই প্রসন্নতার সঙ্গে

গ্রহণ করতে পারছি না। কেননা সূর্যের উদয় থেকে তার অস্তেই সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান, এবং সর্বত্রই ধূপ ও শুদ্ধ অর্ঘ্য আমার নামের উদ্দেশে নিবেদিত হয়; কারণ সর্বদেশের মাঝে আমার নাম মহান—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। কিন্তু তোমরা তা অপবিত্র কর, কারণ তোমরা বল, 'প্রভুর ভোজন-টেবিল কলুষিত, আর তার উপরে যা আছে, তাঁর সেই খাদ্য তাচ্ছিল্যের বস্তু।' আরও বল: 'হায়, যন্ত্রণা!' এবং আমার উপরে অবজ্ঞায় ফুৎকার দাও—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। তাছাড়া তোমরা লুট করা, খোঁড়া ও পীড়িত পশুকেই অর্ঘ্যরূপে আন; তোমাদের হাত থেকে আমি কি তেমন কিছু প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারি? একথা বলছেন প্রভু। অভিশপ্ত হোক সেই প্রবঞ্চক, পালের মধ্যে মদ্দা পশু থাকলেও যে মানত ক'রে প্রভুর উদ্দেশে নিখুঁত নয় এমন পশু বলি দেয়; কারণ আমি মহান রাজা—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—আর সর্বদেশের মাঝে আমার নাম ভয়ঙ্কর!

তাছাড়া তোমরা অন্য কিছুও সাধন করে থাক, যথা: তোমরা চোখের জলে, কান্নায় ও আর্তনাদে প্রভুর যজ্ঞবেদি আচ্ছাদিত করে থাক, কারণ তিনি অর্ঘ্যের দিকে নজর দেন না ও তোমাদের হাত থেকে তা প্রসন্নতার সঙ্গে গ্রহণ করেন না। তখন তোমরা নাকি জিজ্ঞাসা কর, 'এর কারণ কী?' কারণটা এ, তোমার যৌবনকালের স্ত্রী ও তোমার মধ্যে প্রভু সাক্ষীরূপে দাঁড়াচ্ছেন—হ্যাঁ, তোমার সেই স্ত্রী, যে তোমার সখী ও চুক্তির জোরে তোমার স্ত্রী হলেও তার প্রতি তুমি বিশ্বস্ততা ভঙ্গ কর। তিনি কি মাংস ও প্রাণবায়ু-বিশিষ্ট অনন্যই এক ব্যক্তিত্বকে গড়েননি? এই অনন্য ব্যক্তিত্ব পরমেশ্বরের কাছ থেকে একটা বংশ ছাড়া আর কিসের অন্বেষণ করে? সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সম্মান দেখাও, এবং কেউই যেন তার যৌবনকালের স্ত্রীর প্রতি বিশ্বস্ততা ভঙ্গ না করে। কারণ যে কেউ ঘৃণার ভিত্তিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—সে নিজের বসন অত্যাচারে আচ্ছাদিত করে—একথা বলছেন প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর। সুতরাং তোমরা তোমাদের প্রাণের প্রতি সম্মান দেখাও, হিংসাভরে ব্যবহার করো না।

শ্লোক মালাখি ২:৫,৬; সাম ১১০:৪ দ্রঃ

প্র আমার যাজকের সঙ্গে আমার যে সন্ধি ছিল, তা ছিল জীবন ও শান্তিরই সন্ধি, আর সে আমাকে ভয় করল।
উ আমার মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, আমার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না।
প্র প্রভু শপথ করেছেন আর তার অন্যথা করবেন না: 'মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে তুমি চিরকালের মত যাজক।'
উ আমার মুখে বিশ্বস্ত নির্দেশবাণী ছিল, আমার ওষ্ঠে মিথ্যা ছিল না।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'ঈশ্বরের নগর' ১০ম পুস্তক ৬

সমস্ত স্থানে আমার নামের উদ্দেশে শুদ্ধ বলি বলীকৃত ও উৎসর্গীকৃত হয়

প্রকৃত যজ্ঞ হল সেই সমস্ত কর্ম যা দ্বারা আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে পুণ্য সংযোগে মিলিত হতে সচেষ্ট হই, ও যা সেই সর্বোত্তমকে লক্ষ করে, যাঁকে লাভ ক'রে আমরা সত্যিকারে ধন্য বলে গণ্য হতে পারি। সুতরাং, যা দ্বারা মানুষকে উপকার করা হয়, সেই দয়াধর্মও যদি ঈশ্বরের জন্য সাধিত না হয়, তা প্রকৃত যজ্ঞ নয়। কেননা মানুষ দ্বারা সম্পাদিত ও উৎসর্গীকৃত হয়েও তথাপি যজ্ঞ ঐশ্বরিক একটা বিষয়, এমনকি প্রাচীন লাতিন লেখকেরা যজ্ঞকে ঐশ্বরিক বিষয়ও বলতেন। ফলে ঈশ্বরের উদ্দেশে পবিত্রীকৃত ও ঈশ্বরের কাছে আত্মনিবেদিত এক ব্যক্তি ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবিত হবার জন্য জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করায় সে নিজেই যজ্ঞ। তাছাড়া তা এমন একটা দয়াধর্ম যা নিজের প্রতি সাধন করা হয়, যেমনটি লেখা আছে: *ঈশ্বরের গ্রহণীয় হওয়ায়ই নিজের প্রাণের প্রতি দয়া দেখাও।*

অতএব, নিজেদের কি প্রতিবেশীকে লক্ষ করে ঈশ্বরের উদ্দেশে সম্পাদিত এমন দয়াধর্ম হল প্রকৃত যজ্ঞ; বস্তুতপক্ষে দয়াধর্ম আর কোন্ উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হয়, এ উদ্দেশ্যে ছাড়া আমরা যেন দুর্দশা থেকে মুক্তি পাই ও ফলত যেন ধন্য হতে পারি—আর তা এমন কিছু যা কেবল এ বাণী অনুসারেই প্রাপ্য, তথা *পরমেশ্বরের কাছে থাকাই আমার মঙ্গল?* তবে এ সমস্ত কিছু থেকে একথা অনুমেয় যে, মুক্তিপ্রাপ্ত গোটা নগর তথা পুণ্যজনদের সমাবেশ ও সাহচর্য ঈশ্বরের কাছে বিশ্বজনীন বলিরূপে সেই মহাযাজকই দ্বারা উৎসর্গীকৃত হয় যিনি দাসের স্বরূপ

অনুসারে আমাদের জন্য যন্ত্রণাভোগে নিজেকেও উৎসর্গ করলেন আমরা যেন তেমন মাথার দেহ হতে পারি। বাস্তবিকই তিনি সেই মানবস্বরূপকেই উৎসর্গ করলেন ও সেই মানবস্বরূপেই নিজেকে উৎসর্গ করলেন, কারণ সেই মানবস্বরূপ অনুসারেই তিনি মধ্যস্থ, সেই মানবস্বরূপে তিনি যাজক, সেই মানবস্বরূপে যজ্ঞ।

এজন্য প্রেরিতদূত আমাদের আবেদন জানান আমরা যেন আমাদের নিজেদের দেহ উৎসর্গ করি *এক জীবন্ত, পবিত্র, ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে,* চেতনাপূর্ণই উপাসনারূপে; আবার তিনি আবেদন জানান, আমরা যেন এই যুগধর্মের অনুরূপ না হই, বরং মনের নবীকরণ দ্বারা নিজেদের রূপান্তরিত করি, যেন বিচার করতে পারি ঈশ্বরের ইচ্ছা কী—কীইবা শ্রেয়, গ্রহণীয় ও নিখুঁত, ও উপলব্ধি করতে পারি যে আমরা নিজেরাই সেই গোটা যজ্ঞ। এজন্য তিনি বলে চলেন, *বস্তুত আমাকে যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, তা গুণে আমি তোমাদের প্রত্যেককে বলছি: নিজেদের সম্বন্ধে যেমন ধারণা থাকা উচিত, তার চেয়ে উচ্চ ধারণা পোষণ করো না; কিন্তু ঈশ্বর যাকে যে পরিমাণে বিশ্বাস দিয়েছেন, তোমরা সেই অনুসারে নিজেদের সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা পোষণ কর। কেননা যেমন আমাদের একদেহে অনেক অঙ্গ, কিন্তু সকল অঙ্গের ভূমিকা এক নয়, তেমনি এই অনেকে যে আমরা, আমরা খ্রীষ্টে একদেহ এবং প্রত্যেকে পরস্পর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। তাই আমাদের যে অনুগ্রহ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে আমরা বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহদানের অধিকারী।*

খ্রীষ্টবিশ্বাসীদের যজ্ঞ এ: *অনেকে হয়েও আমরা খ্রীষ্টে একদেহ।* মণ্ডলী তেমন যজ্ঞ ভক্তদের কাছে সুপরিচিত বেদির সাক্রামেন্ত দ্বারাও উদ্‌যাপন করে থাকে, সেই যে যজ্ঞে মণ্ডলীকে দেখানো হয় যে, সে যা উৎসর্গ করে তার মধ্যে সে নিজেই উৎসর্গীকৃত।

শ্লোক মিখা ৬:৬,৮; দ্বিঃবিঃ ১০:১৪,১২ দ্রঃ

প্র আমি কি নিয়েই বা প্রভুর সাক্ষাতে এসে দাঁড়াব? হে মানুষ, যা মঙ্গলকর, তা তোমাকে বলাই হয়েছে;
উ শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।
প্র তোমার পরমেশ্বর প্রভুরই তো আকাশ ও পৃথিবী। সদাচরণ ছাড়া, তোমার পরমেশ্বর প্রভু তোমার কাছে কী দাবি করেন?
উ শুধু এ: তুমি সদাচরণ করবে, দয়া-মমতার প্রতি আসক্তি দেখাবে, ও তোমার পরমেশ্বরের সঙ্গে নম্রচিত্তে চলবে।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ৪:৮-৩৭

শুনেমের মহিলার ছেলের পুনর্জীবনলাভ

একদিন এলিসেয় শুনেমের দিকে যাচ্ছিলেন; সেখানে সম্ভ্রান্ত ঘরের একটি মহিলা থাকতেন। তিনি পীড়াপীড়ি করে এলিসেয়কে তাঁর কাছে খাওয়া-দাওয়া করতে নিমন্ত্রণ করলেন। পরেও তিনি যতবার সেই পথ দিয়ে যেতেন, ততবার খাওয়া-দাওয়ার জন্য সেই বাড়িতে থাকতেন। সেই মহিলা স্বামীকে বললেন, 'দেখ, আমি নিশ্চিত আছি, ওই যে লোক আমাদের এখানে প্রায়ই আসেন, উনি পরমেশ্বরের একজন পবিত্র মানুষ। এসো, তাঁর জন্য আমরা ছাদে দেওয়াল গেঁথে ছোট একটা থাকার ঘর তৈরি করি; সেই ঘরে একটা বিছানা, একটা টেবিল, একটা বসার আসন ও একটা বাতিও রাখি; তাহলে উনি যখন আমাদের এখানে আসবেন, তখন সেখানে থাকতে পারবেন।' একদিন এলিসেয় সেখানে এসে ছাদের সেই নিরিবিলি ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়লেন। তিনি নিজের চাকর গেহজিকে বললেন, 'শুনামীয়া স্ত্রীলোকটিকে ডেকে আন।' সে তাঁকে ডেকে আনলে স্ত্রীলোকটি তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালেন। এলিসেয় নিজের চাকরকে বললেন, 'তাঁকে বল: দেখুন, আমাদের জন্য আপনি যখন এত চিন্তা করেছেন, তখন আপনার জন্য আমরা কী করতে পারি? রাজার বা সেনাপতির কাছে আপনার কি কোন সুপারিশ পেশ করা

প্রয়োজন আছে?' সেই মহিলা উত্তর দিলেন, 'আমি তো আমার আপন জাতির লোকদের মধ্যে বাস করছি।' এলিসেয় আবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'তাঁর জন্য আমরা কী করতে পারি?' গেহজি উত্তর দিল, 'আচ্ছা, উনি নিঃসন্তান, আর স্বামীর বেশ বয়স হয়েছে।' এলিসেয় বললেন, 'তাঁকে ডেকে আন।' সে তাঁকে ডাকলে তিনি দরজায় এসে দাঁড়ালেন। এলিসেয় বললেন, 'আগামী বছর ঠিক এই সময়ে আপনি নিজের ছেলেকে কোলে করে থাকবেন।' কিন্তু মহিলাটি বললেন, 'না, প্রভু আমার; হে পরমেশ্বরের মানুষ, আপনি আপনার এই দাসীকে ভোলাবেন না।' কিন্তু মহিলাটি গর্ভবতী হলেন, এবং এলিসেয়ের কথামত ঠিক সময় একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন।

ছেলেটি বড় হল; একদিন সে ফসলকাটিয়েদের মধ্যে পিতার কাছে যাবার জন্য বাইরে গেল। পিতাকে উদ্দেশ করে সে হঠাৎ বলে উঠল, 'উঃ আমার মাথা! আমার মাথা!' পিতা একজন চাকরকে বললেন, 'ওকে ওর মায়ের কাছে তুলে দিয়ে এসো।' চাকরটি ছেলেটিকে তুলে তার মায়ের কাছে নিয়ে গেল। দুপুর পর্যন্ত ছেলেটি মায়ের কোলে রইল, তারপর মারা গেল। তখন স্ত্রীলোকটি উপরতলায় গিয়ে ছেলেটিকে পরমেশ্বরের মানুষের বিছানার উপরে শুইয়ে রাখলেন, এবং দরজা বন্ধ করে বেরিয়ে গেলেন। স্বামীকে ডেকে তিনি বললেন, 'চাকরদের একজনকে ও একটা গাধী আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, আমি পরমেশ্বরের মানুষের কাছে শীঘ্রই গিয়ে ফিরে আসব।' স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, 'আজই কেন যেতে চাচ্ছ? আজ তো অমাবস্যাও নয়, সাব্বাৎও নয়।' কিন্তু তাঁর স্ত্রী উত্তরে বললেন, 'দেখা হবে!' গাধীকে সাজিয়ে তিনি নিজের চাকরকে বললেন, 'গাধী চালাও, জোরে চালাও! আমার হুকুম না পেলে গতি কমাবে না!' রওনা হয়ে তিনি কার্মেল পর্বতে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে গেলেন। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে পরমেশ্বরের মানুষ তাঁর চাকর গেহজিকে বললেন, 'ওই যে সেই শুনামীয়া স্ত্রীলোক! শীঘ্রই! দৌড় দিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাও; জিজ্ঞাসা কর, আপনি কি ভাল আছেন? আপনার স্বামী কি ভাল আছেন? ছেলেটি কি ভাল আছে?' তিনি উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, আমরা সকলে ভাল আছি।' পরে পর্বতে পরমেশ্বরের মানুষের কাছে এসে পৌঁছে তিনি তাঁর পা ধরলেন। তাঁকে সরাবার জন্য গেহজি এগিয়ে এল, কিন্তু পরমেশ্বরের মানুষ বললেন, 'তাঁকে ছেড়ে দাও, তাঁর প্রাণ শোকে অবসন্ন, আর প্রভু ব্যাপারটা আমার কাছ থেকে গোপন রেখেছেন, আমাকে কিছুই জানাননি।' স্ত্রীলোকটি বললেন, 'আমার প্রভুর কাছে আমি কি পুত্রসন্তান চেয়েছিলাম? আমাকে ভোলাবেন না, একথা আমি কি বলিনি?' এলিসেয় গেহজিকে বললেন, 'কোমর বেঁধে আমার এই লাঠি হাতে নিয়ে রওনা হও: কারও দেখা পেলে কুশল আলাপ করবে না; কেউ কুশল জিজ্ঞাসা করলে তাকে উত্তর দেবে না। তুমি ছেলেটির মুখের উপরে আমার এই লাঠি রাখবে।' ছেলেটির মা বললেন, 'জীবনময় পরমেশ্বরের দিব্যি, আপনার নিজের জীবনেরও দিব্যি! আমি আপনাকে ত্যাগ করব না।' তখন এলিসেয় উঠে তাঁর পিছু পিছু চললেন। আর গেহজি তাঁদের আগে আগে গিয়ে ছেলেটির মুখের উপরে ওই লাঠি রাখল, তবু কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। তাই গেহজি এলিসেয়ের সঙ্গে দেখা করার জন্য ফিরে গেল; তাঁকে বলল, 'ছেলেটি জাগেনি।'

এলিসেয় বাড়িতে ঢুকলেন, আর ওই যে, ছেলেটি মৃত, তাঁর বিছানায় শায়িত। তিনি ভিতরে গেলেন, এবং ওই দু'জনকে বাইরে রেখে দরজা বন্ধ করে প্রভুর কাছে প্রার্থনা করলেন। তারপর বিছানায় উঠে ছেলেটির উপরে নিজেকে শুইয়ে দিলেন; তার মুখের উপরে নিজের মুখ, তার চোখের উপরে নিজের চোখ, তার হাত দু'টোর উপরে নিজের হাত দু'টো রেখে তিনি তার উপরে নত হতে হতে ছেলেটির গায়ের তাপ ক্রমে ফিরে আসতে লাগল। তারপর বিছানা ছেড়ে তিনি ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করতে লাগলেন; পরে ছেলেটির উপরে আবার নত হলেন—তিনি পর পর সাতবার তাই করলেন। তখন ছেলেটি হাঁচি দিল, তারপর চোখ মেলে তাকাল। এলিসেয় গেহজিকে ডেকে বললেন, 'ওই শুনামীয়াকে ডেকে আন।' সে তাঁকে ডাকতে গেল; স্ত্রীলোকটি তাঁর কাছে এলে এলিসেয় বললেন, 'আপনার ছেলেকে তুলে নিন।' স্ত্রীলোকটি ভিতরে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে মেঝেতে প্রণিপাত করলেন, এবং নিজের ছেলেকে তুলে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন।

শ্লোক ২ বংশ ২০:২০; ২ করি ১:৯ দ্রঃ

প্র তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুতে আস্থা রাখ, তবেই সুস্থির হবে;
উ তাঁর নবীদের উপরে আস্থা রাখ, তবেই সফল হবে।

প্র এসো, নিজেদের উপরে নির্ভর না করে সেই ঈশ্বরের উপরেই নির্ভর করতে শিখি, যিনি মৃতদের পুনরুত্থিত করে তোলেন।

উ তাঁর নবীদের উপরে আস্থা রাখ, তবেই সফল হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেডের উপদেশাবলি

এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে সে প্রভুর সামনে এগিয়ে চলবে

প্রভুর যোগ্য এক জনগণকেই প্রস্তুত করার জন্য সে তাঁর সামনে এলিয়ের আত্মায় ও পরাক্রমে এগিয়ে চলবে। এই জনগণ হল ইহুদীদের নিয়ে গঠিত আদিমণ্ডলী; তাকে আহ্বান ও প্রস্তুত করতে তার কাছে সেই নবী এলিয় প্রেরিত হয়েছিলেন যিনি এ উপদেশ দিতেন: *তপস্যা কর, কারণ স্বর্গরাজ্য কাছে এসে গেছে।* ঐশদয়ার দান গুণেই মানুষ আহূত, ও তপস্যা দ্বারাই মানুষ নিজেকে প্রস্তুত করে। এজন্য তিনি যুক্তিসঙ্গত ভাবেই তিশবীয় বলে অভিহিত, কারণ এ শব্দের অর্থ হল তপস্বী। তিনি হলেন সেই আলোময় ও উজ্জ্বল প্রদীপ যা ঈশ্বরের সেই নারী তথা প্রজ্ঞাই যখন মুদ্রা তথা মানবজাতিকে হারিয়েছিল তখন জ্বালিয়েছিল। প্রদীপটা জ্বালানো হয়েছিল যেন গৃহ তথা জগৎ তপস্যায় চালিত হয়ে সেই হারানো মুদ্রা খুঁজে পেতে পারে, সেই যে মুদ্রায় আমরা পূর্বনিরূপিতদের মণ্ডলীর আভাস পেতে পারি। তিনি বললেন, *আমি খ্রীষ্ট নই,* কিন্তু তাঁর আগে আগে প্রেরিত হয়েছি।

কোথায়? কেন? আমি যেন এক বিধবা নারীর কাছেই প্রেরিত হয়েছি যাতে বিনা রেখা ও বিনা কালিমায় এমন উজ্জ্বল মণ্ডলীরূপে তাকে বরের কাছে উপনীত করতে পারি। সেসময় ইস্রায়েল জাতি বিধবারই মত ছিল, কারণ রাজদণ্ড যুদার হাত থেকে ও শাসনদণ্ড তাঁর দু'পায়ের মাঝখান থেকে তুলে নেওয়া হয়েছিল; সেকালে কোনও বিধানসম্মত রাজাও ছিলেন না, কোন পুণ্যবান যাজকও ছিলেন না। মানুষ তাঁরই প্রতীক্ষায় ছিল যাঁর আসবার কথা, অর্থাৎ সেই বিধানসম্মত বরের প্রতীক্ষায় ছিল, যাঁর জন্য এ কনে সংরক্ষিত হয়েছিল। এ কনের কিছুমাত্র ময়দা ও স্বল্প পরিমাণ তেল আছে; আর দেখ, তুষ থেকে পৃথক হয়ে ও কলে ভেঙে গম ময়দায় পরিণত হয়। তুষ বলতে তুমি বাহ্যিক অক্ষর বোঝ, গম বলতে আত্মিক জ্ঞান বোঝ।

যোহনের সময় থেকে শুরু করে গম তুষ থেকে ও অক্ষর আত্মা থেকে পৃথক করা হয়; তারপরে সুসমাচারের কলে ভেঙে তা ময়দা হয়ে ওঠে। তারপর অনুগ্রহের তেল তথা পবিত্র আত্মাকে যোগ করা হলে ময়দা সেই রুটিতে রূপান্তরিত হয় যা খেয়ে এলিয় বল পান। কিন্তু তবু সেকালে যখন ঈশ্বরের বাণীর প্রতি ক্ষুধা বাড়ছিল, তখন সেই বিধবার ঘরে তথা ইহুদী জাতির কাছে ময়দা ও তেল খুবই অল্প ছিল। তথাপি এ স্বল্প উপাদান দিয়ে ছাইয়ের নিচে সেকিয়ে একটা ছোট্ট রুটি বানানো হয়, অর্থাৎ কিনা খ্রীষ্ট সম্বন্ধীয় এমন এক প্রারম্ভিক ঘোষণা প্রচারিত হয়, যা দ্বারা জনগণ পরিপুষ্ট হয় যতক্ষণ না বায়ালের সকল নবীকে হত্যা করলে পর অর্থাৎ নিজ অন্তর থেকে প্রাচীন যত ভুলভ্রান্তি বের করে দিলে পর দূর থেকে মানুষের হাতের মতই ছোট্ট একখানি মেঘ আবির্ভূত হয় যা সমুদ্রের গভীর থেকে উঠছিল। ভ্রাতৃগণ, তোমাদের কি মনে আছে, কেমন করে মুষলধারায় বৃষ্টির পর পরেই ভূমি আগেকার উর্বরতা ফিরে পেয়েছিল?

এখন তোমরা আমাদের এ এলিয়কে যর্দনের ধারেই কল্পনা করে দেখ: বাণী প্রচার করতে করতে, ভর্ৎসনা করতে করতে, উপদেশ দিতে দিতে ও দীক্ষাস্নান সম্পাদন করতে করতে তিনি সেই সমস্ত অপদূতদের প্রায়ই হত্যা করছিলেন যারা অবিশ্বাস-সন্তানদের মধ্যে সক্রিয় ছিল; যারা নিজেদের পাপ স্বীকার করত, তিনি দীক্ষাস্নান গুণেই সেই অপদূতদের তাদের অন্তর থেকে দূর করে দিতেন, এবং ঐশত্রাণকর্তার সন্নিকট আগমনের জন্য নিজের হৃদয়ে ও জনগণের হৃদয়ে পবিত্র ও আনন্দময় ভয় জাগিয়ে তুলতেন। *আর দেখ, মানুষের হাতের মতই ছোট্ট একখানি মেঘ সমুদ্র থেকে উঠছে।*

সমুদ্র হল সেই পাপী ও কর-আদায়কারীর ভিড় যাদের কাছে যোহন বলেন, *হে সাপের বংশ, আসন্ন ক্রোধ থেকে পালাতে তোমাদের কে চেতনা দিল?* এদেরই মধ্যে, ঠিক যেন সমুদ্রের গভীর থেকে সেই ছোট্ট মেঘ আবির্ভূত হল যে মেঘের বিষয়ে ইসাইয়া বলেন, *দেখ, প্রভু হালকা একখানি মেঘ-বাহনে চড়ে আসছেন।*

আর এ মেঘ হল আমাদের মাংস যা দিব্য প্রজ্ঞা আমাদের কাছ থেকে ও আমাদের জন্য ধারণ করতে ইচ্ছা

করলেন: হালকাই অর্থাৎ পাপমুক্তই সেই মাংস যার মধ্যে—মেঘের মধ্যে সূর্যই যেন—তিনি সেই পরমধন্য যোহনের কাছেই প্রথম নিজেকে বিনা সন্দেহেই পরিচিত হতে দিলেন; আর যোহন প্রচার করতে করতে জনগণের কাছে তাঁর দিকে অঙুলি নির্দেশ করে বললেন, ওই *দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক*; ইনিই ছাইয়ের নিচে সেকানো সেই রুটি যা খেয়ে এলিয় পরিপুষ্ট হলেন।

শ্লোক লুক ১:১৩,১৫,৭৬; যোহন ১:৬ দ্রঃ

প্র জাখারিয়ার স্ত্রী এলিজাবেথ এক মহাব্যক্তিত্ব প্রসব করলেন: তিনি সেই দীক্ষাগুরু যোহন যিনি প্রভুর পথ প্রদর্শক।

উ তিনি প্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করলেন।

প্র ঈশ্বর-প্রেরিত এক ব্যক্তি আবির্ভূত হলেন, তাঁর নাম যোহন:

উ তিনি প্রান্তরে প্রভুর জন্য পথ প্রস্তুত করলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - মালাখি ৩:১-২৪

প্রভুর দিন

দেখ! আমি আমার দূত প্রেরণ করব, তিনি আমার সম্মুখে পথ প্রস্তুত করবেন। তখন সেই যে প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন; সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। কিন্তু তাঁর আগমনের দিন কে সহ্য করতে পারবে? তিনি দেখা দিলে কে দাঁড়াতে পারবে? কারণ তিনি ধাতুশোধকের আগুনের মত, রজকের ক্ষারের মত। তিনি নিখাদ করতে ও শোধন করতে আসন নেবেন: তিনি লেবি-সন্তানদের পরিশুদ্ধ করবেন, এবং সোনা ও রুপোর মত তাদের বিশুদ্ধ করবেন, যেন তারা প্রভুর উদ্দেশে ধর্মিষ্ঠতার সঙ্গেই অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারে। তখন যুদার ও যেরুসালেমের অর্ঘ্য প্রভুর গ্রহণীয় হবে, যেমনটি পুরাকালে, প্রাচীনকালের বছরগুলিতে ছিল। আমি বিচার করতে তোমাদের কাছে এগিয়ে আসছি, এবং মায়াবী, ও ব্যভিচারীদের, মিথ্যা-শপথকারীদের বিরুদ্ধে, এবং যারা মজুরি বিষয়ে মজুরকে, এবং বিধবা ও এতিমকে অত্যাচার করে, প্রবাসীকে মানবাধিকার-বিচ্যুত করে, ও আমাকে ভয় করে না, তাদের বিরুদ্ধে আমি সদিচ্ছুক সাক্ষী হব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

আমি প্রভু, আমাতে কোন পরিবর্তন নেই, কিন্তু যাকোবের সন্তান হওয়ায় তোমরা তো কখনও ক্ষান্ত হও না! তোমাদের পিতৃপুরুষদের সময় থেকে তোমরা আমার বিধিগুলো থেকে সরে পড়েছ, তা পালন করনি। আমার কাছে ফিরে এসো, আমিও তোমাদের কাছে ফিরে আসব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। কিন্তু তোমরা বলে থাক, 'আমরা কিভাবে ফিরব?' আদম কি পরমেশ্বরকে ঠকাবে? অথচ তোমরা আমাকে ঠকিয়ে থাক; আবার বলছ, 'কিসেতেই বা তোমাকে ঠকিয়েছি?' দশমাংশ ও প্রথমাংশের বিষয়েই ঠকিয়েছ। তোমরা অভিশাপের পাত্র হয়েছ অথচ আমাকে এখনও ঠকাচ্ছ, হ্যাঁ, তোমরা, এই গোটা জাতি! তোমরা পুরা দশমাংশই ভাণ্ডারে আন, যেন আমার গৃহে খাদ্য থাকে, এরপর আমাকে পরীক্ষা কর—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—আমি তোমাদের জন্য আকাশের সকল বাঁধের দ্বার খুলে দিয়ে তোমাদের উপর অপরিমেয় আশীর্বাদ বর্ষণ করি কি না। তোমাদের খাতিরে আমি সেই ধ্বংসনকারী পোকাকে তোমাদের ভূমির ফল বিনষ্ট করতে ও খেতে তোমাদের আঙুরলতা ফলহীন করতে নিষেধ করব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু। জাতি-বিজাতি সকলে তোমাদের সুখী বলবে, কারণ তোমরা প্রীতি-দেশ হবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

আমার বিরুদ্ধে তোমাদের সমস্ত কথা যথেষ্টই শক্ত—একথা বলছেন প্রভু—অথচ তোমরা বলে থাক, 'আমরা কিসেতেই বা তোমার বিরুদ্ধে কথা বলেছি?' তোমরা বলেছ, 'পরমেশ্বরের সেবা করা অনর্থক: তাঁর সমস্ত আদেশ মেনে চলায় ও সেনাবাহিনীর প্রভুর সামনে শোকের সঙ্গে হেঁটে চলায় কী লাভ? বরং সেই দর্পীদেরই আমাদের সুখী বলা উচিত, যারা অপকর্ম সাধন করেও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরমেশ্বরকে যাচাই করেও নিষ্কৃতি পায়।'

তখন যারা ঈশ্বরভীরু ছিল, তারা এপ্রসঙ্গে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করল, এবং প্রভু কান পেতে শুনলেন; তাই যারা প্রভুকে ভয় করত ও তাঁর নাম স্মরণে রাখত, তাদের বিষয়ে তাঁর সাক্ষাতে একটা স্মৃতি-পুস্তক লেখা হল। যেদিন আমি আমার কাজ সাধন করব—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—সেইদিন তারা হবে আমার নিজস্ব অধিকার, এবং আমি তাদের প্রতি মমতা দেখাব যেমনটি মানুষ সেই ছেলের প্রতি মমতা দেখায় যে তাকে সেবা করে। তখন তোমরা মন ফেরাবে, এবং ধার্মিক ও দুর্জনের মধ্যে, পরমেশ্বরের যে সেবা করে ও তাঁর সেবা যে করে না, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ দেখবে।

কেননা দেখ, সেই দিনটি আসছে, তা হাপরের মতই জ্বলন্ত। দর্পী ও অন্যায়কারী সকলে খড়কুটোর মত হবে; আর সেই দিনটি যখন আসবে, তা তখন তাদের পুড়িয়ে দেবে—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু—আর তাদের মূল বা শাখা কিছুই বাকি রাখবে না। কিন্তু আমার নাম ভয় কর যে তোমরা, তোমাদের জন্য উদিত হবেন ধর্মময়তার সেই সূর্য, যাঁর রশ্মিতে থাকবে আরোগ্যদান। তোমরা তখন বেরিয়ে পড়ে গোশালার বাছুরের মত লাফ দিতে লাগবে, এবং সেই দুর্জনদের মাড়িয়ে দেবে, যারা আমার কাজ সাধনের দিনে তোমাদের পদতলে ছাইয়ের মত হবে!—একথা বলছেন সেনাবাহিনীর প্রভু।

তোমরা আমার দাস মোশীর বিধান স্মরণ কর; তাকে আমি হোরেবে গোটা ইস্রায়েলের জন্য বিধিগুলো ও নিয়মনীতি আজ্ঞা করেছিলাম। দেখ, প্রভুর সেই মহা ও ভয়ঙ্কর দিন আসবার আগে, আমি তোমাদের কাছে নবী এলিয়কে প্রেরণ করব; সে পিতাদের হৃদয় ছেলেদের প্রতি, এবং ছেলেদের হৃদয় পিতাদের প্রতি ফেরাবে—পাছে আমি এসে পৃথিবীকে বিনাশ-মানতে আঘাত করি।

শ্লোক মালাখি ৩:১; লুক ১:৭৬

প্র দেখ! আমি আমার দূত প্রেরণ করব, তিনি আমার সম্মুখে পথ প্রস্তুত করবেন।
উ তখন সেই যে প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন; সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন।
প্র তুমি, শিশু, পরাৎপরের নবী বলে অভিহিত হবে, কারণ প্রভুর আগে আগে চলবে তাঁর পথ প্রস্তুত করতে।
উ তখন সেই যে প্রভুকে তোমরা অন্বেষণ করছ, তিনি হঠাৎ আপন মন্দিরে আসবেন; সেই যে সন্ধির দূতকে তোমরা আকাঙ্ক্ষা করছ, দেখ! তিনি আসছেন।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ৪০,৪৫

আমি আল্ফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ

পার্থিব ও স্বর্গীয় নগরের পরস্পর পরিব্যাপ্তি কেবল বিশ্বাস দ্বারাই অনুভব করা যেতে পারে, এমনকি তা মানব-ইতিহাসের রহস্য হয়ে দাঁড়ায়—সেই যে মানব-ইতিহাস পাপের কারণে বিচলিত যে পর্যন্ত ঈশ্বরসন্তানদের জ্যোতি পূর্ণ প্রকাশ না পায়।

বাস্তবিকই নিজ পরিত্রাণদায়ী লক্ষ্য অনুধাবন করতে করতে মণ্ডলী মানুষকে কেবল ঐশজীবনের সহভাগিতা দান করে এমন নয়, বরং সমগ্র জগতের উপরে তার আলোও একপ্রকারে প্রত্যাঘাত করেই বিকিরণ করে, বিশেষভাবে একারণে যে, সে মানব-মর্যাদা নিরাময় করে উন্নীতও করে, মানবসমাজের সঙ্ঘবদ্ধতা দৃঢ়তর করে তোলে, ও মানুষের দৈনন্দিন কর্মকাণ্ডে গভীরতর অর্থ ও তাৎপর্য সঞ্চার করে। এভাবে মণ্ডলী বিশ্বাস করে, তার নিজের প্রত্যেকটি অঙ্গ ও তার গোটা সমাজের মধ্য দিয়ে সে মানব-পরিবার ও মানব-ইতিহাসকে অধিক মানবোপযোগী করার কাজে যথেষ্ট অবদান রাখতে পারে।

নিজেই জগৎকে সহায়তা দান করায় ও জগৎ থেকে বহু কিছু গ্রহণ করায় মণ্ডলী একটিমাত্র লক্ষ্য অনুধাবন করে তথা, যেন ঈশ্বরের রাজ্যের আগমন হয় ও গোটা মানবজাতির পরিত্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পৃথিবীতে প্রবাসকালে ঈশ্বরের জনগণ ভাল যা কিছু মানবপরিবারকে অর্পণ করতে পারে, তা এ সত্য থেকে নির্গত হয় যে, মণ্ডলী হল সার্বজনীন পরিত্রাণের এমন সাক্রামেন্ত, যা মানুষের প্রতি ঈশ্বরের ভালবাসার রহস্য একাধারে প্রকাশ

করে ও বাস্তব করে তোলে।

কেননা যাঁর দ্বারা সবকিছু হয়েছে, ঈশ্বরের সেই বাণী এ উদ্দেশ্যেই নিজেই মাংস হলেন, সিদ্ধপুরুষ হওয়ায় তিনি যেন সকলকে ত্রাণ করতে পারেন ও নিজের মধ্যে সমস্ত কিছু সম্মিলিত করতে পারেন। প্রভু হলেন মানব-ইতিহাসের লক্ষ্য, তিনি হলেন সেই উৎসবিন্দু যার মধ্যে ইতিহাস ও সভ্যতার আকাঙ্ক্ষা অনুধাবিত, মানবজাতির কেন্দ্রবিন্দু, সকল হৃদয়ের আনন্দ ও তাদের সমস্ত অভিলাষের পূর্ণতা। তাঁকেই পিতা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত করেছেন, গৌরবান্বিত করেছেন, ও জীবিত ও মৃতদের বিচারকরূপে নিযুক্ত করে আপন ডান পাশে আসন দিয়েছেন। তাঁর আত্মায় সঞ্জীবিত ও একত্রিত হয়ে আমরা মানব-ইতিহাসের সেই পরমসিদ্ধির দিকে যাত্রা করছি যা তাঁর ভালবাসার সঙ্কল্পের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে একমত, তথা *স্বর্গে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই খ্রীষ্টে সম্মিলিত করা।*

স্বয়ং প্রভুই একথা বলেন: *দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব। আমিই আল্ফা ও ওমেগা, প্রথম ও শেষ, আদি ও অন্ত।*

শ্লোক শিষ্য ১০:৩৬; ৪:১২; ১০:৪২ দ্রঃ

℣ ঈশ্বর তাঁর বাণী প্রেরণ করেছেন, শান্তির শুভসংবাদ ঘোষণা করেছেন যীশুখ্রীষ্টের মধ্য দিয়ে:
℟ তিনিই সকলের প্রভু, আর কারও কাছে পরিত্রাণ নেই।
℣ তিনি ঈশ্বর দ্বারা জীবিত ও মৃতদের বিচারকরূপে নিযুক্ত হয়েছেন:
℟ তিনিই সকলের প্রভু, আর কারও কাছে পরিত্রাণ নেই।